মিশকাত শরীফ

॥ পঞ্চম খণ্ড ॥

প্রথম অধ্যায়

কুরআনের মহিমা পর্ব :

কুরআন শিক্ষা ও তেলাওয়াতের মহিমা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন শিক্ষা কারী মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

হাদীস : ২০০১ ॥ হযরত ওসমান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সে-ই শ্রেষ্ঠ, যে কুরআন শিক্ষা করে ও শিক্ষা দেয়। -(বোখারী)

কুরআনের নির্দিষ্ট দুটি আয়াতের মধ্যে অনেক ফযিলত আছে

হাদীস : ২০০২ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমরা মসজিদের চত্বরে বসেছিলাম, এমন সময় রাসূল (স) বের হয়ে এলেন এবং বললেন, তোমাদের মধ্যে কে চায় যে, প্রত্যেক সকালে বুত্হান অথবা আকীক বাজারে যাক, আর বড় কুঁজের দুটি উটনী নিয়ে আসুক বিনা অপরাধ সংগঠনে ও বিনা আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্ন করে? আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের প্রত্যেকেই তা চায়। রাসূল (স) বললেন, তবে কেন তোমাদের কেউ মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাবের দুটি আয়াত শিক্ষা দেয় না বা শিক্ষা গ্রহণ করে না, অথচ এটা তার জন্য দুটি উটনী অপেক্ষা উত্তম, তিন তিনটি অপেক্ষা উত্তম এবং চার চারটি অপেক্ষা উত্তম। -(মুসলিম)

কুরআনে এমন তিনটি আয়াত আছে যা তিনটি উটের চেয়ে মূল্যবান

হাদীস : ২০০৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি ভালোবাসে যে, যখন সে বাড়ি ফিরে এবং তিনটি হৃষ্টপুষ্ট বড় গর্ভিনী উটনী পায়? আমরা বললাম, নিশ্চয়। তিনি বললেন, তবে জানবে তিনটি আয়াত– যা তোমাদের কেউ নামাযের মধ্যে পড়ে, তাও তার পক্ষে তিনটি হৃষ্টপুষ্ট বড় গর্ভিনী উটনী অপেক্ষা মূল্যবান। -(মুসলিম)

ফেরেশতা কুরআন পাঠকারীর সাথে থাকবে

হাদীস : ২০০৪ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুরআন পাঠে দক্ষ ব্যক্তি সম্মানিত লিপিকার ফেরেশতাদের সাথে থাকবেন। আর যে কুরআন পড়ে ও তাতে আটকায় এবং কুরআন তার পক্ষে কষ্টদায়ক হয়, তার জন্য দুটি পুরস্কার রয়েছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দুই ব্যক্তি ছাড়া কেউ ঈর্ষার পাত্র নয়

হাদীস : ২০০৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দু ব্যক্তি ছাড়া কেউ ঈর্ষর পাত্র নয়। সেই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন আর সে তা পড়ে রাত-দিন। অপর ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন আর সে তা হতে দান করে রাত-দিন। -(বোখারী ও মুসলিম)

যে কুরআন পড়ে না সে প্রকৃত মু'মিন

হাদীস : ২০০৬ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে মু'মিনের উপমা হল, যে কুরআন পড়ে, যেন তুরঞ্জ ফল, যার গন্ধ উত্তম এবং স্বাদও উত্তম; আর সে মু'মিনের উপমা হল, যে কুরআন পড়ে না, যেন খেজুর, যার কোন গন্ধ নেই। তবে স্বাদ উত্তম। আর সে মুনাফেকির উপমা হল, যে কুরআন পড়ে না, যেন তিতফল, যার কোন গন্ধ নেই অথচ তার স্বাদও কটু এবং সে মুনাফেকির উপমা হল, যে কুরআন পড়ে, যেন সে ফুল, যার গন্ধ আছে অথচ তার স্বাদ কটু। -(বোখারী ও মুসলিম)

www.waytojannah.com

কুরআন দিয়ে কোন কোন জাতি উন্নত

হাদীস : ২০০৭ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এ কিতাব দিয়ে আল্লাহ তায়ালা উন্নত করেন কোন কোন জাতিকে এবং অবনত করেন অপরদিগকে। –(মুসলিম)

সূরা বাকারার আছরে ঘোড়া লাফাতে লাগল

হাদীস : ২০০৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুরী (রা) হতে বর্ণিত আছে, সাহাবী উসাইদ ইবনে হুযাইরা এক রাতে সূরা বাকারা পড়ছিলেন, তখন তাঁর ঘোড়া বাঁধা ছিল তাঁর কাছে। হঠাৎ ঘোড়া লাফিয়ে উঠল। তিনি চুপ করলে ঘোড়া শান্ত হল। আবার তিনি পড়তে লাগলেন, আবার ঘোড়া লাফিয়ে উঠল। তিনি চুপ করলেন, ঘোড়া শান্ত হল। পুনরায় তিনি পড়তে আরম্ভ করলেন, পুনরায় ঘোড়া লাফিয়ে উঠল। এবার তিনি ক্ষান্ত দিলেন। কেননা, তাঁর পুত্র ইয়াহইয়া তাঁর কাছে শায়িত ছিল। তিনি আশঙ্কা করলেন প্যাছে তার কোন বিপদ না হয়। যখন তিনি তাকে দূরে সরিয়ে আকাশের দিকে মাথা উঠালেন, তখন দেখলেন – সামিয়ানার মত তাতে বাতিসমূহের মত রয়েছে। যখন তিনি ভোরে উঠলেন, রাসূল (স)-কে তা জানালেন। শুনে তিনি বললেন, পড়তে থাকলে না কেন ইবনে হুযাইর! পড়তে থাকলে না কেন ইবনে হুযাইর! ইবনে হুযাইর বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আশঙ্কা করলাম পাছে ঘোড়া ইয়াহইয়াকে না মাড়ায়, আর সে ছিল ঘোড়ার নিকটে, –অতএব, আমি ক্ষান্ত দিয়ে তার কাছে গেলাম এবং আকাশের দিকে মাথা উঠালাম, দেখি -সামিয়ানার মত, তাতে বাতিসমূহের মত রয়েছে।

অতপর আমি তা থেকে বের হলাম আর দেখতে দেখতে তা অদৃশ্য হয়ে গেল। শুনে রাসূল (স) বললেন, এটা কী ছিল জান? আবু সাঈদ বললেন, জ্বি না। রাসূল (স) বললেন, এটা ছিল ফেরেশতাদের দল, তোমার স্বর শুনে তারা এসেছিল। যদি তুমি পড়তে থাকতে তাহলে ভোর পর্যন্ত তারা থাকতেন, আর মানুষ তাঁদের দেখতে পেত, তারা মানুষ হতে লুকাতেন না। –(বুখারী ও মুসলিম, তবে পাঠ বুখারীর। মুসলিমের বর্ণনায় রয়েছে, সামিয়ানা শূন্যে উঠে গেল'– আমি বের হলাম-এর স্থলে।)

কুরআন তেলাওয়াত করার কারণে রহমত নাযিল হয়

হাদীস : ২০০৯ ॥ হযরত বারা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ পড়ছিল, আর তার পার্শ্বে তার ঘোড়া বাঁধা ছিল দু'টি রশি দিয়ে। এ সময় এক খণ্ড মেঘ তাকে ঢেকে নিল এবং তার কাছে থেকে নিকটতর হতে লাগল আর তার ঘোড়া লাফাতে লাগল। সে যখন ভোরে উঠল, তখন রাসূল (স)-এর কাছে এসে তা বর্ণনা করল। তিনি বললেন, তা ছিল রহমত নেমে এসেছিল কুরআনের কারণে। –(বোখারী ও মুসলিম)

সূরা ফাতিহা হল শ্রেষ্ঠতর সূরা

হাদীস : ২০১০ ॥ হযরত আবু সাঈদ ইবনে মুআল্লা (রা) বলেন, আমি মসজিদে নামায পড়ছিলাম, এমন সময় রাসূল (স) আমাকে ডাকলেন, আমি জবাব দিলাম না, যতক্ষণ না নামায শেষ করলাম। অতপর তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি নামায পড়ছিলাম। তিনি বললেন, আল্লাহ কি বলেন নি যে, আল্লাহ এবং রাসূলের জবাব দাও যখন তারা ডাকেন। অতপর রাসূল (স) বললেন, আমি কি তোমাকে শিখাব না কুরআনের শ্রেষ্ঠতর সূরা তোমার মসজিদ হতে বের হবার পূর্বে? অতপর তিনি আমার হাত ধরলেন। তারপর যখন আমরা বের হতে ইচ্ছা করলাম, আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি না বলেছিলেন, আমি তোমাকে কুরআনের শ্রেষ্ঠতর সূরা শিখাব? তখন তিনি বললেন, তা হল সূরা "আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।" সেই সাতটি পুনরাবৃত্ত আয়াত এবং মহা কুরআন, যা আমাকে দেয়া হয়েছে।

–(বোখারী)

সূরা বাকারা শুনে শয়তান পালায়

হাদীস : ২০১১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের ঘরসমূহকে গোরস্তানে পরিণত করবে না। (তাতে কুরআন পাঠ করবে) কেননা, শয়তান সে ঘর হইতে পালায় যাতে সূরা বাকারা পড়া হয়। –(মুসলিম)

কুরআন কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে

হাদীস : ২০১২ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা কুরআন পড়বে। কেননা, তা কিয়ামতের দিন পাঠকদের জন্য সুপারিশকারী হিসেবে আসবে। তোমরা দুটি উজ্জ্বল সূরা বাকারা ও আলে ইমরান পড়বে। কেননা, কিয়ামতের দিন এরা দুটি মেঘখণ্ড অথবা দুটি সামিয়ানা অথবা দুটি পক্ষ প্রসারিত পক্ষী ঝাঁকরূপে আসবে এবং পাঠকদের জন্য আল্লাহর কাছে অনুযোগ করবে। বিশেষ করে পড়বে সূরা বাকারা, কারণ, উহার অর্জন হচ্ছে বরকত এবং বর্জন হচ্ছে আক্ষেপ। সূরা বাকারা পড়তে পারবে না অলসেরা। –(মুসলিম)

www.waytojannah.com

কিয়ামতের দিন সূরা বাকারা ও আলে ইমরান ছায়া দান করবে

হাদীস : ২০১৩ ॥ হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামতের দিন উপস্থিত করা হবে কুরান এবং তার পাঠকদের, যারা কুরআন অনুযায়ী আমল করত। তাদের আগে থাকবে সূরা বাকারা ও আলে ইমরান, যেন তারা দুটি মেঘখণ্ড অথবা দুটি কালো ছায়া, যার মধ্যস্থলে থাকবে দীপ্তি। অথবা দু'টি পক্ষ প্রসারিত পাখির ঝাঁক। যারা অনুযোগ করবে আল্লাহর কাছে তাদের পাঠকদের পক্ষে। -(মুসলিম)

শ্রেষ্ঠতর আয়াত কোনটি

হাদীস : ২০১৪ ॥ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাকে বললেন, আবুল মুনযের, বলতে পার কি তোমার জানা আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি শ্রেষ্ঠতর? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (স)-ই ভালো জানেন। তিনি আবার বললেন, হে আবুল মুনযের! তুমি বলতে পার কি তোমার জানা আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াতটি শ্রেষ্ঠতর? এবার আমি বললাম, "আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম।" উবাই বলেন, এ সময় রাসূল (স) আমার সিনায় হাত মেরে বললেন, জ্ঞান তোমাকে মোবারক হোক হে আবুল মুনযের। -(মুসলিম)

আবু হুরায়রা (রা) এক রাতে শয়তানের সাথে কথা বলেছেন

হাদীস : ২০১৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক রাত্রে রাসূল (স) আমাকে ফিত্‌রার মাল পাহারায় নিযুক্ত করেন। এ সময় আমার কাছে এক ব্যক্তি আসল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্য-শস্য নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, তোমাকে আমি রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, আমি একজন অভাবগ্রস্ত লোক, আমার বহু পোষ্য রয়েছে এবং আমার অভাবও নিদারুণ। আবু হুরায়রা (রা) বললেন, আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। যখন ভোরে গেলাম রাসূল (স) আমাকে বললেন, আবু হুরায়রা! তোমার গত রাতের বন্দির কী হল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে নিদারুণ অভাব ও বহু পোষ্যের অভিযোগ করল, তাই আমি তার প্রতি দয়া করলাম, এবং তাকে ছেড়ে দিলাম। রাসূল (স) বললেন, শুন, সে তোমার কাছে মিথ্যা বলেছে এবং সে আবার আসবে। আমি নিশ্চিতরূপে বুঝলাম যে সে আবার আসবে। রাসূল (স)-এর বলার কারণে সে আবার আসবে। অতএব, আমি তার প্রতীক্ষায় রইলাম। সে আবার আসল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্য-শস্য নিতে লাগল। এ সময় আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে যাব। সে বলল, এবারও আমাকে ছেড়ে দাও, আমি বড় অভাবগ্রস্ত এবং আমার বহু পোষ্য রয়েছে। আমি আর আসব না। এবারও আমি তার প্রতি দয়া করলাম এবং তাকে ছেড়ে দিলাম। যখন আমি ভোরে উঠলাম, রাসূল (স) আমাকে বললেন, আবু হুরায়রা! তোমার বন্দির কী হল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে নিদারুণ অভাব ও বহু পোষ্যের অভিযোগ করল, তাই আমি তার প্রতি দয়া করে ছেড়ে দিলাম। রাসূল (স) বললেন, যে সে আবার আসবে। কারণ, রাসূল (স) বলেছেন -সে আবার আসবে। সুতরাং আমি তার প্রতীক্ষায় রইলাম।

সে আবার আসল এবং অঞ্জলি ভরে খাদ্য-শস্য নিতে লাগল। আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং বললাম, আমি তোমাকে রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে যাবই, এটা তিনবারের শেষবার, তুমি ওয়াদা করেছিলে তুমি আর আসবে না, অথচ তুমি এসেছ। সে বলল, এবারও আমাকে ছাড়, আমি তোমাকে এমন কয়টি বাক্য শিখিয়ে দিব, যাতে আল্লাহ তোমাকে উপকৃত করবেন। তা হল, যখন তুমি শয্যা গ্রহণ করবে, আয়াতুল কুরসী পড়বে, 'আল্লাহু লা ইলাহা ইলালা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম'- আয়াতের শেষ পর্যন্ত, তা হলে আল্লাহর তরফ থেকে সব সময় তোমার জন্য একজন নেগাহ্‌বান থাকবে এবং শয়তান তোমার কাছে আসতে পারবে না। যে পর্যন্ত না তুমি ভোরে ওঠ। এবারও আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। যখন ভোরে উঠলাম, রাসূল (স) আমাকে বললেন, তোমার বন্দির কী হল? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে বলল, সে আমাকে এমন কয়টি কথা শিখাব, যা দিয়ে আল্লাহ আমাকে উপকৃত করবেন। রাসূল (স) বললেন, শুন, সে এবার তোমাকে সত্য বলেছে, অথচ সে ডাহা মিথ্যুক। তুমি কি জান- তুমি তিন রাত্রি পর্যন্ত কার সাথে কথা বলেছ? আমি বললাম, জ্বি না। তিনি বললেন, সে ছিল একটা শয়তান। -(বোখারী)

সূরা বাকারা এবং সূরা ফাতিহা অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি

হাদীস : ২০১৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক সময় হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-এর কাছে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় উপর দিক হতে একটি দরজা খোলার শব্দ শুনলেন। তিনি উপর দিকে মাথা উঠালেন এবং বললেন, আসমানের এ দরজাটি আজ খোলা হল, এটা আজকের পূর্বে আর কখনও খোলা হয়নি। ওটা হতে একজন ফেরেশতা নামলেন। তখন জিবরাঈল বললেন, ফেরেশতা যমীনে নামলেন, আজকের এ দিন ছাড়া ইতিপূর্বে আর কখনও যমীনে নামে নি। তিনি সালাম করলেন, অতপর আমাকে বললেন, দুটি নূরের (জ্যোতির) সসংবাদ গ্রহণ করুন, যা আপনাকে দেয়া হয়েছে এবং আপনার পূর্বে কোন নবীকে দেয়া হয় নি। সূরা ফাতেহা ও সূরা বাকারার শেষাংশ। আপনি তাদের যেকোন বাক্যই পড়েন না কেন, নিশ্চয় আপনাকে উহা দেয়া হবে। -(মুসলিম)

www.waytojannah.com

সূরা কাহফের প্রথম দশ আয়াত দাজ্জাল থেকে রক্ষা করবে

হাদীস : ২০১৭ ॥ হযরত আবুদ্দারাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফের প্রথম দিকের দশটি আয়াত মুখস্থ করবে, তাকে দাজ্জাল হতে নিরাপদ রাখা হবে। –(মুসলিম)

সূরা এখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ

হাদীস : ২০১৮ ॥ হযরত আবুদ্দারাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ কি প্রতিরাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অক্ষম? সাহাবাগণ উত্তর করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি করে প্রতি রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়ব? তিনি বললেন, সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান। –(মুসলিম। কিন্তু বোখারী আবু সাঈদ হতে।)

সূরা এখলাস ভালোবাসলে আল্লাহ ভালবাসেন

হাদীস : ২০১৯ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, একবার রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে এক সেনাদলের সেনাপতি করে পাঠালেন। সে তার সঙ্গীদের নামায পড়াত এবং 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' দিয়ে কেরাআত শেষ করত। যখন তারা মদীনায় ফিরলেন, রাসূল (স)-এর কাছে তা উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, তাকে জিজ্ঞেস কর সে কি কারণে এরূপ করে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, কেননা, এটাতে আল্লাহর গুণাবলী রয়েছে, আর আমি আল্লাহর গুণাবলী পাঠ করতে ভালোবাসি। তখন রাসূল (স) বললেন, তাকে জানিয়ে দাও যে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

সূরা এখলাস ভালোবাসলে বেহেশত পাওয়া যাবে

হাদীস : ২০২০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন এক ব্যক্তি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এ সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ'কে ভালোবাসি। রাসূল (স) বললেন, তোমার ভালোবাসা তোমাকে বেহেশতে পৌছে দিবে। –(তিরমিযী। আর বোখারী এটার সামর্থ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।)

সূরা নাস ও ফালাক অবতীর্ণ হল

হাদীস : ২০২১ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বললেন, আশ্চর্য, আজ রাতে এমন কতক আয়াত নাযিল হয়েছে, যার পূর্বে অনুরূপ কোন আয়াত দেখা যায় নি- 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস'। –(মুসলিম)

রাতে শোয়ার সময় সূরা নাস, ফালাক, এখলাস পাঠ করতে হয়

হাদীস : ২০২২ ॥ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) যখন প্রত্যেক রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, দু'হাতের তালু একত্র করতেন, তারপর তাতে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস' পড়ে ফুঁ দিতেন। তাপর তা দিয়ে নিজের শরীরের যা সম্ভবপর হত মুছে ফেলতেন। আরম্ভ করতেন মাথা ও চেহারা এবং শরীরের সামনের ভাগ থেকে। এরূপ তিনি তিনবার করতেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তিন জিনিস আল্লাহর আরশের নিচে থাকে

হাদীস : ২০২৩ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, তিন জিনিস কিয়ামতের দিন আল্লাহর আরশের নিচে থাকবে। ১. কুরআন, তা বান্দাদের (পক্ষে বা বিপক্ষে) আর্জি করবে তার বাইরে ভিতরে দুইই রয়েছে। ২. আমানত এবং ৩. আত্মীয়তা বন্ধন। (তাদের প্রত্যেকে) ফরিয়াদ করবে ওহে! যে আমাকে রক্ষা করছে আল্লাহ তাকে রক্ষা করুন এবং যে আমাকে ছিন্ন করেছে আল্লাহ তাকে ছিন্ন করুক। - যঈফ-৪৩০

–(বাগাবী -শরহুস সুন্নাহ)

কুরআন পাঠকারী সবচেয়ে উন্নত

হাদীস : ২০২৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুরআন পাঠকারীকে বলা হবে পাঠ করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক। অক্ষর অক্ষর ও শব্দ শব্দ স্পষ্টভবে পাঠ করতে থাক। যেভাবে দুনিয়াতে স্পষ্টভাবে পাঠ করতে। কেননা, তোমার স্থান শেষ আয়াতের নিকটে, যা তুমি পাঠ করবে।

–(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

যে কুরআন জানে না সে শূন্য ঘরের তুল্য

(৫৩) হাদীস : ২০২৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে পেটে কুরআনের কিছু নেই, তা খালি ঘর তুল্য। –(তিরমিযী ও দারেমী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ) –যঈফ। উক্ত হাদীসের সনদে কাবুস ইবনে আবু যুবইয়ান নামে যঈফ রাবী আছে। এছাড়া জরীর নামেও যে রাবী আছে সেও কটি পূর্ণ।

আল্লাহর কালামের শ্রেষ্ঠত্ব সবচেয়ে বেশি

হাদীস : ২০২৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা বলেন, কুরআন যাকে আমরা যিক্‌র ও আমার কাছে যাঞ্ঝা করা হতে বিরত রেখেছেন, আমি তাকে দান করব যাঞ্ঝাকারীদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দান। কেননা, আল্লাহর কালামের শ্রেষ্ঠত্ব অপর সকল কালামের উপর। যেমন, আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব তার সৃষ্টির উপর। –(তিরমিযী ও দারেমী। আর বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।) –যঈফ। (৪৩২)

কুরআনের প্রতি আয়াতে দশটি নেকী

হাদীস : ২০২৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আল্লাহর কিতাবের কোন একটি অক্ষর পাঠ করেছে, তার কারণে তার নেকী মিলবে আর নেকী হচ্ছে আমলের দশ গুণ। আমি বলছি না যে, 'আলিফ-লাম-মীম এক-একটি অক্ষর। বরং 'আলিফ' একটি অক্ষর, 'লাম' একটি অক্ষর এবং 'মীম' একটি অক্ষর। (সুতরাং আলিফ, লাম, মীম বললে ত্রিশটি নেকী পাবে।) –(তিরমিযী ও দারেমী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ; কিন্তু সনদের দিক থেকে গরীব।)

কুরআনের বাহিরে হেদায়েত তালাশ করবে না

হাদীস : ২০২৮ ॥ তাবেঈ হারসে আ'ওয়ার (র) বলেন, আমি (কুফার) মসজিদে পৌছলাম, দেখলাম লোকেরা বাজে কথায় মশগুল। আমি হযরত আলী (রা)-এর কাছে গিয়ে তাকে এ সংবাদ দিলাম। তিনি বললেন, তাঁরা কি এরূপ করছে? আমি বললাম হ্যাঁ। তিনি বললেন, শুন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি সাবধান! শীঘ্রই দুনিয়াতে ফ্যাসাদ (বিপর্যয়) আরম্ভ হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা থেকে বাঁচার উপায় কি? তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব তাতে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ও পরবর্তীদের খবর রয়েছে এবং তোমাদের মধ্যকার বিতর্কের মীমাংসা। এটা সত্য-মিথ্যার প্রভেদকারী এবং নিরর্থক নয়। যে অহংকারী তাকে ত্যাগ করবে, আল্লাহ তার অহংকার চূর্ণ করবেন, যে কুরআনের বাইরে হেদায়েত তালাশ করবে, আল্লাহ তাকে গোমরাহ করবেন। এটা হল আল্লাহর মজবুত রজ্জু, প্রজ্ঞাময় যিক্‌র এবং সত্য সরল পথ। এটার অবলম্বনে বিপথগামী হয় না প্রবৃত্তি, কষ্ট হয় না জবানের। বিতৃষ্ণ হয় না জ্ঞানীগণ। পুরাতন হয় না বারবার পাঠে। অন্ত নেই তার বিস্ময়কর তথ্যসমূহের। তা শুনে স্থির থাকতে পারেনি জিনরা, এমন কি বলে উঠেছে তার "শুনেছি আমরা এমন এক বিস্ময়কর কুরআন যা সন্ধান দেয় সৎ পথের। অতএব ঈমান এনেছি আমরা তার উপর।" যে তা বলে - সত্য বলে, যে তার সাথে আমল করে -পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়, যে ওটার সাথে বিচার করে– ন্যায় করে এবং ওটার দিকে ডাকে – সত্য সরল পথের দিকে ডাকে। –(তিরমিযী ও দারেমী। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, এটার সনদ মজহুল। আর হারেস আ'ওর সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে।) –যঈফ – ৪৩৩

কুরআন পাঠের ফলে কিয়ামতের দিন চেহারা উজ্জ্বল হবে

হাদীস : ২০২৯ ॥ হযরত মুআয জুহানী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করছে এবং তাতে যা আছে তার সাথে আমল করছে, তার মাতা-পিতাকে কেয়ামতের দিন এমন একটি তাজ পরানো হবে, যার কিরণ সূর্যের কিরণ অপেক্ষাও উজ্জ্বল হবে, যদি সূর্য তোমাদের দুনিয়ার ঘরে তোমাদের মধ্যে থাকত। এখন তার সম্পর্কে তোমাদের কি ধারণা যে কুরআনের আমল করেছে? –(আহমদ ও আবু দাউদ)– যঈফ। এর সনদে যুব্বান ইবনে ফায়েদ নামে যঈফ রাবী আছে। (৪৩৪)

কুরআন আগুনে পোড়ে না

হাদীস : ২০৩০ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, কুরআন যদি চামড়ায় রাখা হয়, তারপর তাকে আগুনে ঢালা হয়, তাহলে তা পোড়া যাবে না। –(দারেমী)

কুরআনের নিয়ম পালন করলে বেহেশতে গমন করবে

হাদীস : ২০৩১ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কুরআন পড়েছে এবং তাকে মুখস্থ রেখেছে, তারপর তার হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম জেনেছে, তাকে আল্লাহ বেহেশতে দাখিল করবেন এবং তার পরিবারের এমন দশ ব্যক্তি সম্পর্কে তার সুপারিশ কবুল করবেন, যাদের প্রত্যেকের জন্য দোযখ অবধারিত হয়েছিল। –(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব এবং রাবী হাফস ইবনে সুলায়মান হাদীসটি বর্ণনায় সবল নয়; বরং দুর্বল।) –যঈফ। এর সনদে হাফস ইবনে সুলায়মান কূফী নামে দুর্বল রাবী আছে। (৪৩৫)

সূরা ফাতেহা সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা

হাদীস : ২০৩২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) একদিন উবাই ইবনে কা'বকে জিজ্ঞাস করলেন, তুমি কিরূপে নামাযে কুরআন পড়? তিনি সূরা ফাতেহা পড়ে শুনালেন। তখন রাসূল (স) বললেন, কসম সেই আল্লাহর, যার হাতে আমার জীবন– তার ন্যায় কোন সূরা না তওরাতে নাযিল হয়েছে, না ইঞ্জিলে, না যাবুরে আর না এ কুরআনে। –(তিরমিযী এটা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটা হাসান সহীহ। আর দারেমী বর্ণনা করেছেন, এটার ন্যায় কোন সূরা নাযিল হয়নি। –পর্যন্ত। উহাতে শেষের দিক এবং উবাইর ঘটনা বর্ণনা করেননি।)

www.waytojannah.com

কুরআন মেশকে পূর্ণ থলির ন্যায়

হাদীস : ২০৩৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুরআন শিক্ষা কর এবং তা পড়তে থাক। কুরআনের উপমা (অর্থাৎ) যে ওটা শিক্ষা করে, পড়ে এবং রাতে নামাযে দাঁড়ায় তার উপমা মেশকে পূর্ণ থলির ন্যায়, যা সুগন্ধ ছড়ায় চারদিকে। আর যে কুরআন শিক্ষা করে এবং পেটে নিয়ে রাত্রিতে ঘুমায়, তার উপমা ঐ মেশকে পূর্ণ থলির ন্যায়-যার মুখ বন্ধ করা হয়েছে ঢাকনি দিয়ে। -(তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

আয়তুল কুরসী পাঠ করলে হেফাজতে থাকা যায়

হাদীস : ২০৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে সূরা হামীম আল-মু'মিন- ইলাইহিল মাছীর পর্যন্ত এবং আয়াতুল কুরসী পড়বে, তাকে হেফাযতে রাখা হবে সন্ধ্যা পর্যন্ত, আর যে সন্ধ্যায় পড়বে, তাকে হেফাযতে রাখা হবে সকাল পর্যন্ত। -(তিরমিযী ও দারেমী। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

সূরা বাকারার শেষ দু আয়াত ফজিলতপূর্ণ

হাদীস : ২০৩৫ ॥ হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ আসমান ও যমীন সৃষ্টি করার দুই হাজার বছর পূর্বে একটি কিতাব লিখেছেন, যা হতে দুটি আয়াত নাযিল করে তা দিয়ে সূরা বাকারা সমাপ্ত করেছেন। এমন হতে পারে না যে, কোন ঘরে সে আয়াত তিন রাত্রি পড়া হবে আর তারপরও শয়তান তার কাছে যাবে।

-(তিরমিযী ও দারেমী। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

যে আয়াত দিয়ে দাজ্জালের ফেতনা থেকে নিরাপদ থাকা যায়

হাদীস : ২০৩৬ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) যে ব্যক্তি সূরা কাহফের প্রথম তিন আয়াত পড়বে, তাকে দাজ্জারের ফেতনা থেকে নিরাপদে রাখা হবে। -(তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।)

সূরা ইয়াসীন কুরআনের অন্তর

হাদীস : ২০৩৭ ॥ হযরত আবুদ্দারাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের একটি কলব (হৃদয়) আছে, আর কুরআনের কলব হল সূরা ইয়াসীন। যে তা একবার পড়বে, আল্লাহ তায়ালা তার দরুণ তার জন্য দশ বার কুরআন পড়ার সওয়াব নির্ধারণ করবেন। -(তিরমিযী ও দারেমী। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব।) যইফ (৪৩৯)

আল্লাহ দুনিয়া সৃষ্টির এক হাজার বছর পূর্বে সূরা ইয়াসীন পড়লেন

হাদীস : ২০৩৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আসমান ও যমীন সৃষ্টির এক হাজার বছর পূর্বে সূরা 'ত্বা-হা' ও 'ইয়াসীন' পাঠ করলেন। যখন ফেরেশতাগণ তা শুনলেন- বললেন, ধন্য সে জাতি, যাদের উপর এটা নাযিল হবে, ধন্য সে পেট যে তা ধারণ করবে এবং ধন্য সে মুখ যে উচ্চারণ করবে। -(দারেমী)

সূরা হা-মীম দুখান পাঠ করলে ফেরেশতারা দোয়া করে

হাদীস : ২০৩৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে 'সূরা হা-মীম দুখান' পড়ে, সে সকালে উঠে আর তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। -(তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা গরীব। তা ছাড়া এটার রাবী আমর ইবনে আবুল খাসআম যয়ীফ। ইমাম বোখারী বলেছেন, আমর একজন মুনকার রাবী।)

জুমআর রাতে সূরা হা-মীম দুখান পাঠ করলে ক্ষমা পাবে

হাদীস : ২০৪০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে জুমুআর রাতে 'সূরা হা-মীম দুখান' পড়বে, তাকে মাফ করা হবে। -(তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে এটা গরীব। কেননা, এটা রাবী আবুল মেকদাম হেশামকে যয়ীফ বলা হয়ে থাকে।)

সূরা নাস ও ফালাকের মধ্যে উত্তম একটি আয়াত আছে

হাদীস : ২০৪১ ॥ হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) শয়নের পূর্বে 'মুসাব্বিহাত' পাঠ করতেন এবং বলতেন, ঐ আয়াতসমূহের মধ্যে এমন কোন একটি আয়াত রয়েছে, যার হাজার আয়াত অপেক্ষাও উত্তম।

-(তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব কিন্তু হাসান।)

সূরা মুলক খুব ফযিলতপূর্ণ

হাদীস : ২০৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, কুরআন পাকে ত্রিশ আয়াতের একটি সূরা আছে, যা এক ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করেছে, ফলে তাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। সে সূরাটি হচ্ছে 'তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলক।' -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

কবরের ভিতর সূরা মুলক পড়ার শব্দ পাওয়া যায়

হাদীস : ২০৪৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) কোন এক সাহাবী একটি কবরের উপর আপন তাঁবু খাটালেন। তিনি জানতেন না যে, তা একটি কবর। হঠাৎ তিনি দেখেন– তাতে একটি লোক সূরা তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মূলক' পড়ছে, এমনকি তা শেষ করে ফেলেছে। অতপর তিনি কাছে আসলেন এবং তাকে এই সংবাদ জানালেন। রাসূল (স) বললেন, এটা [illegible] বাধাদানকারী এবং মুক্তিদানকারী, যা পাঠকারীকে আল্লাহ আযাব হতে মুক্তি দিয়ে থাকে। –(তিরমিযী এটা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, হাদীসটি গরীব)–

সূরা মুলক পাঠ করা খুবই ফযিলতের কাজ

হাদীস : ২০৪৪ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) যে পর্যন্ত না 'সূরা আলিফ লাম মীম তানযীল' ও 'সূরা তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মূলক' পড়তেন, নিদ্রা যেতেন না। –(আহমদ, তিরমিযী ও দারেমী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। শরহুস সুন্নায়ও এরূপ রয়েছে। 'মাসাবীহ' কিতাবে এটাকে গরীব বলা হয়েছে।)

সূরা যুলযিলাত কুরআনের অর্ধেক

হাদীস : ২০৪৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস ও আনাস ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সূরা ইযা যুলযিলাত (সওয়াবে) কুরআনের অর্ধেকের সমান, 'কুল হুওয়াল্লাহু' এক-তৃতীয়াংশের সমান এবং 'কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূন' এক-চতুর্থাংশের সমান। –(তিরমিযী)

সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত খুব ফযিলতপূর্ণ

হাদীস : ২০৪৬ ॥ হযরত মা'কেল (মা'কাল নহে) ইবনে ইয়াসার (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি সকালে উঠে তিনবার বলবে – 'আউযু বিল্লাহিস সামীয়িল আলীমি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম' অতপর সূরা হাশরের শেষের তিন আয়াত পড়বে, আল্লাহ তায়ালা তার জন্য সত্তর হাজার ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন, যারা তার জন্য সন্ধ্যা পর্যন্ত দোয়া করতে থাকবেন। আর যদি সে এ দিনে মারা যায়, মারা গেলে শহীদ হিসেবে গণ্য হবে এবং যে ব্যক্তি তা সন্ধ্যায় পড়বে, সেও হবে অনুরূপ মর্তবার অধিকারী। –(তিরমিযী ও দারেমী। কিন্তু তিরমিযী বলেছেন হাদীসটি গরীব।)–

সূরা এখলাস দু'শবার পাঠ করলে পঞ্চাশ বছরের গোনাহ মাফ

হাদীস : ২০৪৭ ॥ হযরত আনাস (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন দুশতবার সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়বে, তার পঞ্চাশ বছরের গোনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে যদি তার উপর ঋণের বোঝা না থাকে। –(তিরমিযী ও দারেমী। কিন্তু দারেমীর বর্ণনায় (দুশতবারের স্থলে) পঞ্চাশবারের কথা রয়েছে এবং তিনি ঋণের কথা উল্লেখ করে নি। (কোন কোন ব্যাখ্যাকারের মতে দু শতবারের বর্ণনাই ঠিক।)–

ডান দিকে শয়ন করতে হয়

হাদীস : ২০৪৮ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ঘুমাবার ইচ্ছায় শয্যা গ্রহণ করবে এবং ডান পার্শ্বের উপর শয়ন করবে, অতপর একশতবার সূরা 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়বে – যখন কিয়ামতের দিন আসবে, পরওয়ারদেগারে আলম তাকে বলবেন, হে আমার বান্দা! তোমার ডান দিকের বেহেশতে প্রবেশ কর। –(তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছে এবং বলেছেন, এটা হাসান তবে গরীব।)

সূরা এখলাস পাঠ করলে বেহেশত অবধারিত

হাদীস : ২০৪৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়তে শুনে বললেন, অবধারিত হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কি অবধারিত হয়ে গিয়েছে? তিনি বললেন, বেহেশত। –(মালিক, তিরমিযী ও নাসাঈ)

সূরা কাফিরূন পাঠ করলে শিরক থেকে বাঁচা যায়

হাদীস : ২০৫০ ॥ (তাবেঈ) ফরওয়া ইবনে নওফেল তাঁর পিতা নওফেল থেকে বর্ণনা করেন যে, একদিন নওফেল বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি জিনিস শিখিয়ে দিন যা আমি শয্যা গ্রহণকালে পড়তে পারি। রাসূল (স) বললেন, সূরা কুল ইয়া আইয়্যুহাল কাফিরূণ পড়বে। কেননা, এটাতে শিরক হতে বিরাগ রয়েছে।

–(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

সূরা নাস ও ফালাক পড়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইতে হয়

হাদীস : ২০৫১ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূল (স)- এর সাথে জুহ্ফা ও আবওয়ার মধ্যবর্তী এলাকায় চলছিলাম, এমন সময় আমাদেরকে প্রবল ঝড় ও ঘোর অন্ধকার ঢেকে ফেলল। তখন রাসূল (স) সূরা কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও সূরা কুল আউযু বিরাব্বিন নাস পড়ে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং বললেন, হে ওকবা! এ সূরা দিয়ে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর। কেননা, এর ন্যায় কোন সূরা দিয়ে কোন প্রার্থনাকারীই আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে নি। –(আবু দাউদ)

www.waytojannah.com

সূরা নাস, ফালাক ও এখলাস প্রত্যেকের জন্য উপকারী

হাদীস : ২০৫২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে খুবায়ব (রা) বলেন, একবার আমরা ঝড়-বৃষ্টি ও ঘোর অন্ধকারময় এক রাতে রাসূল (স) – এর তালাশে বের হলাম, এবং তাঁকে পেলাম। তখন তিনি বললেন, পড়িও! আমি বললাম কি পড়ব? তিনি বললেন, তিনবার পড়বে, 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস' যখন তুমি সকাল করবে এবং যখন সন্ধ্যা করবে। এটা প্রত্যেক বস্তুর (বিপদাপদের) মোকাবেলায় তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।
–(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

সূরা ফালাক পড়ার নির্দেশ দিলেন রাসূল (স)

হাদীস : ২০৫৩ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, একবার আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি সূরা হুদ পড়ব, না সূরা ইউসুফ? তিনি বললেন, এ ব্যাপারে সূরা 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক' অপেক্ষা আল্লাহর কাছে উত্তম কোন সূরা তুমি কখনও পড়তে পারবে না। –(আহমদ, নাসাঈ ও দারেমী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআনের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে

হাদীস : ২০৫৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, স্পষ্ট ও শুদ্ধ করে পড় কুরআন এবং অনুসরণ কর তার গারায়েব- এর আর 'গারায়েব' হল ফারায়েয ও হুদুদ।

দান করা রোযা রাখা অপেক্ষা উত্তম

হাদীস : ২০৫৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, নামাযে কুরআন পড়া নামাযের বাইরে কুরআন পড়া অপেক্ষা উত্তম, নামাযের বাইরে কুরআন পড়া তাসবীহ্ ও তাকবীর পড়া অপেক্ষা উত্তম; তাসবীহ্ ও তাকবীর পড়া দান করার অপেক্ষা উত্তম; দান করা (নফল) রোযা রাখা অপেক্ষা উত্তম এবং রোযা হচ্ছে দোযখের আগুনের পক্ষে ঢালস্বরূপ।

কুরআন মাসহাফে পড়া উত্তম

হাদীস : ২০৫৬ ॥ (তাবেঈ) হযরত ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আওস সাকাফী তাঁর দাদা সাহাবী হযরত আওস (রা) হতে বর্ণনা করেন, যে রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি মাসহাফ ব্যতীত মুখস্থ কুরআন পড়া এক হাজার মর্যাদা রাখে, আর মাসহাফে পড়া মুখস্থ পড়ার দু গুণ– দু হাজার পর্যন্ত মর্যাদা রাখে।

বেশি বেশি মৃত্যুর স্মরণ করলে অন্তর পরিষ্কার হয়

হাদীস : ২০৫৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বলেন, এ অন্তরসমূহে মরিচা ধরে যেভাবে লোহায় মরিচা ধরে, যখন তাতে পানি লাগে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তা পরিষ্কার করার উপায় কী? রাসূল (স) বললেন, বেশি বেশি মৃত্যুর স্মরণ এবং কুরআন তেলাওয়াত।
–(উপরোক্ত হাদীস চারটি বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।)

সূরা এখলাস সবচেয়ে মর্যাদাবান

হাদীস : ২০৫৮ ॥ হযরত আইফা ইবনে আবদ কালায়ী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরআনের কোন সূরা অধিকতর মর্যাদাবান? তিনি বললেন, কুল হুয়াল্লাহু আহাদ। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, কুরআনের কোন আয়াত অধিকতর মর্যাদাবান? তিনি বললেন, আয়াতুল কুরসী –'আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহু হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম।' সে আবার জিজ্ঞেস করল, ইয়া নাবিয়্যাল্লাহ! কুরআনের কোন আয়াত এমন, যার বরকত আপনার এবং আপনার উম্মতের প্রতি পৌছতে আপনি ভালোবাসেন? তিনি বললেন, সূরা বাকারার শেষের দিক। কেননা, আল্লাহ তায়ালা আরশের নিচের ভাণ্ডার হতে এই উম্মতকে তা দান করেছেন। দুনিয়া ও আখেরাতের এমন কোন কল্যাণ নেই যা তাতে নেই। –(দারেমী)

সূরা ফাতেহা সকল রোগের ঔষধ

হাদীস : ২০৫৯ ॥ তাবেঈ আবদুল মালিক ইবনে ওমায়র (রা) মুরসালরূপে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, সূরা ফাতেহায় সকল রোগের আরোগ্য রয়েছে। –(দারেমী। আর বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে।)

সূরা আলে ইমরানের শেষের দিক পড়া ভালো

হাদীস : ২০৬০ ॥ হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা) বলেন, যে ব্যক্তি রাতে সূরা আলে ইমরানের শেষের দিক পড়বে, তার জন্য পূর্ণ রাত্রি নামাযে কাটানোর সওয়াব লেখা হবে।

জুমআর দিন সূরা আলে ইমরান পড়লে নিরাপদ থাকবে

হাদীস : ২০৬১ ॥ হযরত মাকহুল (রা) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিনে সূরা আলে ইমরান পড়বে, ফেরেশতাগণ তার জন্য রাত পর্যন্ত দোয়া করতে থাকবেন। –(উক্ত হাদীস দুইটি দারেমী বর্ণনা করেছেন।)

www.waytojannah.com

সূরা বাকারার শেষ দু আয়াত আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়

হাদীস : ২০৬২ ॥ তাবেঈ জুবায়র ইবনে নুফয়র (র) বলেন, রাসূল (স) বলেন, আল্লাহ তায়ালা সূরা বাকারাকে এমন দুটি আয়াত দিয়ে সমাপ্ত করেছেন, যা আমাকে আল্লাহর আরশের নিচের ভাণ্ডার হতে দান করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা তা শিক্ষা করবে এবং তোমাদের নারীদেরকেও তা শিক্ষা দিবে। কেননা, এতে রয়েছে ক্ষমা-প্রার্থনা, আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় ও দোয়া। –(দারেমী, মুরসালরূপে।)

রাসূল (স) জুমুআর রাতে সূরা হুদ পড়তে বলেছেন

হাদীস : ২০৬৩ ॥ হযরত কা'ব ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআবারে সূরা কাহ্ফ পড়বে। –(দারেমী)

সূরা কাহ্ফ পাঠ করাও খুব ফযিলত

হাদীস : ২০৬৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআবারে সূরা কাহ্ফ পড়বে, তার নূর এ জুমুআ হতে ঐ জুমুআ পর্যন্ত চমকিতে থাকবে। –(বায়হাকী দা'ওয়াতুল কবীরে।)

সূরা সাজদা পাঠ করলে মুক্তি পাওয়া যায়

হাদীস : ২০৬৫ ॥ (তাবেঈ) খালেদ ইবনে মা'দান (রা) বলেন, পড় তোমরা মুক্তিদানকারী সূরা। তা হল 'সূরা আলিফ-লাম-মীম তান্‌যীল' কেননা, বিশ্বস্ত সূত্রে আমার কাছে এ কথা পৌছেছে যে, এক ব্যক্তি এ সূরা পড়ত এবং তা ছাড়া অপর কিছু পড়ত না। আর সে ছিল বড় গোনাহগার ব্যক্তি। উক্ত সূরা তার উপর ডানা বিস্তার করে এবং বলতে থাকে যে, হে পরওয়ারদেগার! তাকে ক্ষমা কর। কেননা, সে আমাকে বেশি বেশি পড়ত। সুতরাং পরওয়ারদেগারে আলম তার সম্পর্কে এ সূরায় শাফাআত কবুল করেন এবং বলেন যে, তার প্রত্যেক গোনাহর স্থলে এক একটি নেকী লেখ এবং তার মর্যাদা বলুন্দ কর।

তিনি এটাও বলেন যে, উক্ত সূরা কেবল পাঠকের জন্য আল্লাহর কাছে আর্জি করে বলবে, হে আল্লাহ! আমি যদি তোমার কিতাবের অংশ হয়ে থাকি, তা হলে তার ব্যাপারে তুমি আমার শাফাআত কবুল কর, আর যদি আমি তোমার কিতাবের অংশ না হয়ে থাকি, তবে আমাকে তা হতে মুছে ফেল। তিনি বলেন, উহা পক্ষীর ন্যায় তার উপর আপন পাখা বিস্তার করবে এবং তার জন্য সুপারিশ করবে। ফলে তাকে কবরের আযাব হতে রক্ষা করবে।

তিনি 'সূরা তাবারাকাল্লাযী' সম্পর্কেও এরূপ বলেছেন। (পরবর্তী রাবী বলেন) খালেদ এ সূরা দুটি না পড়ে শুতেন না। তাবেঈ তাঊস বলেন, এ দুসূরাকে কুরআনের প্রত্যেক সূরা অপেক্ষা ষাট গুণ অধিক নেকী লাভের মর্যাদা দান করা হয়েছে। –(দারেমী মুরসালরূপে)

সূরা ইয়াসিন পাঠ করলে সমস্ত আশা পূর্ণ হয়

হাদীস : ২০৬৬ ॥ (তাবেঈ) হযরত আতা ইবনে আবু রাবাহ্ (রা) বলেন, আমার কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে এ কথা পৌছেছে যে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দিনের প্রথম দিকে সূরা ইয়াসীন পড়বে তার সমস্ত হাজত পূর্ণ হবে। –(দারেমী –মুরসালরূপে)

সূরা ইয়াসীন পাঠ করলে পূর্ববর্তী গোনাহ ক্ষমা হয়

হাদীস : ২০৬৭ ॥ (সাহাবী) হযরত মা'কেল ইবনে ইয়াসার (মুযানী) (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে শুধু আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে সূরা ইয়াসীন পড়বে তার পূর্ববর্তী (সগীরা) গোনাহসমূহ মাফ করা হবে, সুতরাং তোমরা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদের কাছে তা পড়বে। –(বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে)

সূরা বাকারা কুরআনের শীর্ষস্থান

হাদীস : ২০৬৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসের একটি শীর্ষস্থান রয়েছে, আর কুরআনের শীর্ষস্থান হলো সূরা বাকারা এবং প্রত্যেক জিনিসের একটি সার রয়েছে, আর কুরআনের সার হল 'মুফাসসাল' সূরাসমূহ। –(দারেমী)

সূরা আর রাহমান কুরআনের শোভা

হাদীস : ২০৬৯ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক জিনিসের একটি শোভা রয়েছে, আর কুরআনের শোভা হল, 'সূরা আর রাহমান।'

সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করলে অনেক সওয়াব আছে

হাদীস : ২০৭০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকেয়া পাড়বে, কখনও সে দারিদ্র্যে পতিত হবে না। (পরবর্তী রাবী বলেন) হযরত ইবনে মাসউদ তাঁর মেয়েদেরকে প্রত্যেক রাতে তা পড়তে বলতেন। –(উক্ত হাদীসটি বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।)

www.waytojannah.com

রাসূল (স) সূরা আ'লা ভালোবাসতেন

হাদীস : ২০৭১ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) এ সূরা সাব্বিহিসমা রাব্বিকাল আ'লাকে ভালোবাসতেন। -(আহমদ)

সূরা যুলযিলাত খুবই তাৎপর্য পূর্ণ

হাদীস : ২০৭২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, 'আলিফ-লাম-রা' ওয়ালা সূরাসমূহের মধ্যে খেবে তিনটি সূরা পড়বে। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বৃদ্ধ হয়েছি এবং আমার অন্তর কঠিন ও জিহ্বা শক্ত হয়ে গিয়েছে। তখন তিনি বললেন, তবে তুমি 'হা-মীম' ওয়ালা সূরাসমূহ থেকে তিনটি পড়বে। সে পূর্বের ন্যায় উত্তর দিল। অতপর বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে ব্যাপক তাৎপর্য পূর্ণ একটি সূরা শিখিয়ে দিন। তখন রাসূল (স) তাকে সূরা 'ইযা যুল যিলাত' শেষ পর্যন্ত পড়ালেন। এবার সে বলল, তার কসম যিনি আপনাকে সত্যসহকারে পাঠিয়েছেন– আমি এর উপর কখনও কিছু বাড়াব না। অতপর সে প্রস্থান করল, আর রাসূল (স) দুবার বললেন, লোকটি কৃতকার্য হল, লোকটি কৃতকার্য হল। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

সূরা তাকাছুর হাজার আয়াত পাঠ করার সমান

হাদীস : ২০৭৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বললেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি প্রত্যহ হাজার আয়াত পড়তে পারে না? সাহাবীগণ বললেন, কে প্রত্যহ হাজার আয়াত পড়তে পারবে? তখন তিনি বললেন, তবে কি তোমাদের কেউ প্রত্যহ সূরা 'আলহা কুমুততাকাছুর' পড়তে পারে না। -(বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে)

সূরা এখলাস পাঠের বিনিময়ে বেহেশতে একটি বাগান হবে

হাদীস : ২০৭৪ ॥ (তাবেঈ) হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব মুরসালরূপে রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যে দশবার 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়বে তার জন্য বেহেশতে একটি বালাখানা তৈরি করা হবে, যে বিশবার পড়বে তার জন্য দুইটি বালাখানা তৈরি করা হবে, আর যে ত্রিশবার পড়বে তার জন্য বেহেশতে তিনটি বালাখানা তৈরি করা হবে। এ কথা শুনে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, খোদার কসম! ইয়া রাসূলাল্লাহ! তবে তো আমরা বহু বালাখানা লাভ করব। রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর রহমত এটা অপেক্ষাও অধিক প্রশস্ত। -(দারেমী)

প্রতি রাতে একশ আয়াত কুরআন পাঠ করা উচিত

হাদীস : ২০৭৫ ॥ তাবেঈ হযরত হাসান বসরী মুরসালরূপে বর্ণনা করেন, রাসূল (স), যে ব্যক্তি রাতে একশতটি আয়াত পড়বে, কুরআন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে না ঐ রাতে। আর যে ব্যক্তি রাতে দুশত আয়াত পড়বে তার জন্য লেখা হবে এক রাত্রির ইবাদত। আর যে ব্যক্তি রাতে পাঁচশত থেকে হাজার আয়াত পর্যন্ত পড়বে, সে ভোরে উঠে এক কিন্তার সওয়াব দেখবে। তারা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! 'কিন্তার' কী? তিনি বললেন, ১২ হাজার দীনার পরিমাণ ওজন। -(দারেমী)

দ্বিতীয় অধ্যায়

কুরআনের প্রতি সদা লক্ষ্য রাখা

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন নিয়মিত পাঠ করা উচিত

হাদীস : ২০৭৬ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কুরানের প্রতি সদা লক্ষ্য রাখবে। তাঁর কসম, যার হাতে আমার জীবন রয়েছে, নিশ্চয় কুরআন রশিতে বাঁধা উট অপেক্ষাও অধিক পলায়নপর। -(বোখারী ও মুসলিম)

কুরআন মানুষের অন্তর থেকে পালিয়ে যায়

হাদীস : ২০৭৭ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কারও এরূপ বলা কি জঘন্য কথা যে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গিয়েছি; বরং সে যেন বলে তাকে ভুলানো হয়েছে। তোমরা পুনঃ পুনঃ কুরআন ইয়াদ করবে। কেননা, তা মানুষের অন্তর থেকে চতুষ্পদ জন্তু অপেক্ষাও অধিক পলায়নপর। -(বোখারী ও মুসলিম। কিন্তু মুসলিম বাড়িয়ে বলেছেন, রশিতে বাঁধা চতুষ্পদ জন্তু।)

www.waytojannah.com

কুরআনকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে হবে

হাদীস : ২০৭৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, স্মৃতিতে কুরআনের রক্ষকদের উদাহরণ হচ্ছে রশিতে বাঁধা উট রক্ষকের ন্যায়। যদি উটের প্রতি সদা লক্ষ্য রাখে তাকে আবদ্ধ রাখতে পারে, আর যদি তাকে ছেড়ে দেয় তবে তা পলায়ন করে। –(বোখারী ও মুসলিম)

মনের সন্তুষ্টি পরিমাণ সময় কুরআন পড়বে

হাদীস : ২০৭৯ ॥ হযরত জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুরআন পড়, যতক্ষণ তোমাদের মন পড়তে চায়। আর যখন মনের ভাব অন্যরূপ দেখ, তখন উঠে যাও। –(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)–এর কুরআন পড়া হল টানা পদ্ধতি

হাদীস : ২০৮০ ॥ (তাবেঈ) হযরত কাতাদা (রা) বলেন, একদিন হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূল (স) কুরআন পাঠ কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, তা ছিল টানা টানা। অতপর আনাস 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' পড়লেন; টানলেন 'বিসমিল্লাহ'তে, টানলেন 'রাহমানে'তে এবং টানলেন 'রাহিমে'তে। –(বোখারী)

আল্লাহ পাক নবীর কুরআন পড়া শুনেন

হাদীস : ২০৮১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা কান পেতে শুনেন না কোন কথাকে, যত না কান পেতে শুনেন কোন নবীর সুর করে কুরআন পড়াকে। –(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ উচ্চঃস্বর পছন্দ করেন না

হাদীস : ২০৮২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন স্বরকে, যত না পছন্দ করেন কোন নবীর মধুর স্বরে সরবে কুরআন পড়াকে। –(বোখারী ও মুসলিম)

কুরআন স্বর করে পড়তে হবে

হাদীস : ২০৮৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে আমাদের দলের নহে, যে স্বর করে কুরআন পড়ে না। –(বোখারী)

রাসূল (স) অন্যের মুখে কুরআন শুনতে ভালোবাসতেন

হাদীস : ২০৮৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) মিম্বরে অধিষ্ঠিত অবস্থায় আমাকে বললেন, তুমি আমার সামনে কুরআন পড় আমি শুনব, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার সামনে আমি কুরআন পড়ব, অথচ তা আপনার উপরই নাযিল হয়েছে? রাসূল (স) বললেন, আমি তা অন্যের মুখে শুনিতে ভালোবাসি। সুতরাং আমি সূরা নিসা পড়তে আরম্ভ করলাম। যখন আমি তা আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলাম, 'তবে কেমন হবে যখন আমি প্রত্যেক উম্মতের বিরুদ্ধে একজন সাক্ষী উপস্থিত করব এবং আপনাকে উপস্থিত করব সাক্ষীরূপে তাদের বিরুদ্ধে– তখন তিনি বললেন, এবার বন্ধ কর। এ সময় আমি তাঁর দিকে তাকালাম, দেখি তাঁর দু'চোখ অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছে।
–(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ পাক উবাই ইবনে কা'বের নাম ধরে উল্লেখ করেছেন

হাদীস : ২০৮৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) উবাই ইবনে কা'ব (রা)-কে বললেন, আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, তোমাকে কুরআন পড়ে শুনাতে। উবাই জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ কি আপনাকে আমার নাম ধরে বলেছেন? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। উবাই বললেন, রাব্বুল আলামীনের কাছে কি আমি উল্লেখিত হয়েছি? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। এটা শুনে তাঁর দু'চোখে অশ্রু ঝরতে লাগল। অপর বর্ণনায় আছে, আল্লাহতায়ালা আমাকে তোমার কাছে 'লাম ইয়াকুনিল্লালাযীনা কাফারূ' সূরা পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন। তখন উবাই বললেন, আল্লাহ আমার নাম করেছেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তাতে উবাই কেঁদে দিলেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

শত্রু ভূমিতে কুরআন নিয়ে সফর করবে না

হাদীস : ২০৮৬ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন শত্রুভূমিতে কুরআন নিয়ে সফর করতে। –(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, কুরআন নিয়ে ভ্রমণ করবে না। কেননা, তা শত্রুর হাতে পড়া সম্পর্কে আমি নিরাপদ মনে করি না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

গরীবরা ধনীদের চেয়ে পাঁচশত বছর পূর্বে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ২০৮৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদিন আমি দরিদ্র মুজাজিরদের এক দলে বসলাম,

www.waytojannah.com

তখন তারা একে অন্যের সাথে লেগে বসেছিল নিজের নগ্নতা ঢাকবার উদ্দেশ্যে। এ সময় একজন পাঠক আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। যখন রাসূল (স) দাঁড়ালেন, পাঠক চুপ হয়ে গেল। তখন তিনি আমাদের সালাম করলেন। অতপর জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কী করছিলে? আমরা বললাম, আমরা আল্লাহর কিতাব শুনছিলাম। তখন রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর শোকর যিনি আমার উম্মতের মধ্যে এমন এমন লোক সৃষ্টি করেছেন, যাদের সাথে আমার নিজেকে শামিল রাখার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। আবু সাঈদ বলেন, অতপর তিনি আমাদের মধ্যে বসে গেলেন যাতে তাঁর নিজেকে আমাদের সাথে শামিল করে নেন। অতপর আপন হাত দিয়ে ইশারা করলেন, তোমরা বৃত্তাকার হয়ে বস। (রাবী বলেন) তারা বৃত্তাকার হয়ে বসলেন এবং তাদের চেহারা রাসূল (স)-এর দিকে হয়ে গেল। এ সময় তিনি বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ কর তোমরা হে রগীব মুজাহির দল, পূর্ণ নূরের (জ্যোতির) কিয়ামতের দিনে, তোমরা ধনীদের অর্ধ দিন পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবে, আর তা হল পাঁচশত বৎসর। -(আবু দাউদ) - ২৫৭ (৪৬৮)

সুন্দরভাবে কুরআন পড়তে হয়

হাদীস : ২০৮৮ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের (সমধুর) স্বর দিয়ে কুরআনকে সুন্দর কর। -(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

কুরআন শিক্ষা করে ভুলে যাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ২০৮৯ ॥ হযরত সা'দ ইবনে ওবাদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআন শিক্ষা করে ভুলে গেছে, কিয়ামতের দিন সে অঙ্গহীনরূপে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে। -(আবু দাউদ ও দারেমী)

তিন দিনের কমে কুরআন খতম করা জায়েয নেই

হাদীস : ২০৯০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তিন দিনের কমে কুরআন পড়েছে সে কুরআন বুঝে নি। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

কুরআন প্রকাশ্যে পাঠ করা যায়

হাদীস : ২০৯১ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রকাশ করে কুরান পাঠ প্রকাশ্যে খয়রাতকারীর ন্যায়, আর চুপে কুরআন পাঠক চুপে খয়রাতকারীর ন্যায়। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।)

কুরআনের আদেশ নিষেধ মানতে হবে

হাদীস : ২০৯২ ॥ হযরত সুহায়ব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কুরআনের হারামকে হালাল মনে করেছে, সে কুরআনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে নি। -(তিরমিযী এটা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটার সনদ সবল নয়।)

উম্মে সালামা (রা) রাসূল (স)-এর কুরআন পাঠ শিখেছেন

হাদীস : ২০৯৩ ॥ (তাবেঈ) হযরত লাইস ইবনে সা'দ (তাবেঈ) ইবনে আবী মুলাইকা হতে, তিনি (তাবেঈ) ইয়া'লা ইবনে মামলাক (রা) হতে বর্ণনা করেন, যে ইয়া'লা একদিন হযরত উম্মে সালামা (রা)-কে রাসূল (স)-এর কুরআন পাঠ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। দেখা গেল, তিনি উহা প্রকাশ করেছেন অক্ষর অক্ষর পৃথক করে।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

কুরআন বাক্যে বিরতি দিয়ে পড়তে হয়

হাদীস : ২০৯৪ ॥ (তাবেঈ) হযরত ইবনে জুরাইজ (তাবেঈ) ইবনে আবী মুলাইকা হতে, তিনি হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেছেন, রাসূল (স) বাক্যে পূর্ণ ছেদ দিয়ে কুরআন পাঠ করতেন। তিনি বলতেন, 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' অতপর বিরতি দিতেন। তারপর বলতেন, 'আর রাহমানির রাহীম' অতপর বিরতি দিতেন। -তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, এটার সনদ মুত্তাসিল নহে। কেননা, (উপরের হাদীসে) লাইস এটাকে ইবনে আবি মুলাইকা হতে এবং তিনি ইয়া'লা ইবনে মামলাক হতে, আর ইয়া'লা হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং উপরের লাইসের বর্ণনাটিই অধিকতর বিশ্বস্ত।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআনের বিনিময় দুনিয়াতে চাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ২০৯৫ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের কাছে পৌছলেন, তখন আমরা কুরআন পাঠ করছিলাম। আমাদের মধ্যে আরবও ছিল এবং অনারবও ছিল। রাসূল (স) বললেন, পড়তে থাক, প্রত্যেকটি ভালো। শীঘ্রই এমন কিছু সম্প্রদায় আসবে যারা কুরআনের পাঠ ঠিক করবে, যেভাবে তীর ঠিক করা হয়। তারা দুনিয়াতেই শীঘ্র শীঘ্র কুরআনের ফল চাবে এবং আখেরাতের অপেক্ষা করবে না। -(আবু দাউদ আর বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে।)

www.waytojannah.com

কুরআনের সুর একদিন পরিবর্তন হবে

হাদীস : ২০৯৬ ॥ হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কুরআন পড় আরবদের সুরে এবং দূরে থাক আহলে এশ্ক ও আহ্লে কিতাবদের স্বর হতে। শীঘ্রই আমার পর এমন লোকেরা আগমন করবে যারা কুরআনে গান ও বিলাপের সুর ধরবে। কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না। তাদের অন্তর হতে দুনিয়ায় মোহগ্রস্ত এবং অনুরূপভাবে তাদের অন্তরও যারা তাদের পদ্ধতিকে পছন্দ করবে। –(বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে এবং রযীন তাঁর কিতাবে।)

কোরআন পাঠ করবে সুমধুর স্বরে

হাদীস : ২০৯৭ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি তোমরা তোমাদের স্বরের দ্বারা কুরআনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত কর। কেননা, সমধুর স্বর কুরআনের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। –(দারেমী)

কুরআন পাঠের সময় অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকতে হবে

হাদীস : ২০৯৮ ॥ (তাবেঈ) হযরত তাউস (ইয়ামানী) মুরসালরূপে বর্ণনা করেন যে, একবার রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরআনের স্বর প্রয়োগ ও ভালো তেলাওয়াতের দিক দিয়ে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? রাসূল (স) বললেন, যার কুরআন পাঠ শুনে তোমার কাছে মনে হয় যে, সে আল্লাহর প্রতি ভয় পোষণ করছে। তাউস বলেন, তাবেঈ তালক্ এরূপ ছিলেন। –(দারেমী)

কুরআন সম্পর্কে গবেষণা বা ইজতেহাদ করার নির্দেশ আছে

হাদীস : ২০৯৯ ॥ হযরত উবায়দা মুলাইকী (রা) বলেন, আর তিনি ছিলেন রাসূল (স) এর সহচর। রাসূল (স) বলেন, হে কুরআনধারীগণ! তোমরা কুরআনকে বালিশ বানাবে না; বরং তেলাওয়াত করার মত তাকে তেলাওয়াত করবে- রাত ও দিনে এবং প্রকাশ করবে ও সুর করে পড়বে; অধিকন্তু কুরআনে যা আছে সেসব সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার এবং শীঘ্র শীঘ্র এটার প্রতিফল পাওয়ার জন্য ব্যস্ত হবে না। কেননা, কুরআনের প্রতিফল রয়েছে। –(বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে।)

তৃতীয় অধ্যায়

কুরআন পাঠ ও কুরআন সংকলন

প্রথম পরিচ্ছেদ

কুরআন সাতটি মূল নীতিতে অবতীর্ণ

হাদীস : ২১০০ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি হেশাম ইবনে হাকীম ইবনে হেযামকে সূরা ফোরকান পড়তে শুনলাম, আমি যেভাবে উহা পড়ি তা হতে ভিন্নরূপে, অথচ স্বয়ং রাসূল (স) আমাকে তা পড়িয়েছেন। অতএব আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলাম কিন্তু নামায শেষ করা পর্যন্ত তাকে সময় দিলাম। অতপর আমি তাকে তার চাদর গলায় পেঁচিয়ে রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি যেরূপে আমাকে পড়িয়েছেন তা হতে ভিন্নতর রূপে আমি তাকে সূরা ফোরকান পড়তে শুনেছি। তখন রাসূল (স) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও এবং হেশামকে বললেন, হেশাম তুমি পড় তো দেখি। সে উহা আমি তাকে যেরূপ পড়তে শুনেছিলাম সেরূপই পড়ল। শুনে রাসূল (স) বললেন, এরূপেও কুরআন নাযিল হয়েছে। অতপর আমাকে বললেন, তুমি পড় দেখি। সুতরাং আমি পড়লাম। শুনে বললেন, এটা এরূপে নাযিল হয়েছে। বস্তুত এ কুরআন সাত রীতিতে নাযিল হয়েছে। সুতরাং তোমাদের (যার জন্য) যা সহজ হয় তাই পড়বে। –(বোখারী ও মুসলিম কিন্তু পাঠ মুসলিমের।)

পদ্ধতি পরিবর্তন করে কুরআন পড়া যায়

হাদীস : ২১০১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন পড়তে শুনলাম অথচ আমি রাসূল (স)-কে তা থেকে ভিন্ন পড়তে শুনছিলাম। সুতরাং আমি তাকে রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং তা জানালাম। তখন আমি তাঁর চেহারায় বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করলাম। তিনি বললেন, তোমাদের উভয়ই শুদ্ধ। সুত: তোমরা এ নিয়ে বিবাদ করিও না। কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীরা বিবাদ-বিস্বাদে লিপ্ত হয়েছে, যার ফলে ধ্বংস হয়েছে। –(বোখারী)

www.waytojannah.com

কুরআন সাত রীতিতে পড়া আল্লাহর আদেশ

হাদীস : ২১০২ ॥ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, আমি মসজিদে বসে আছি এমন সময় এক ব্যক্তি এসে নামায পড়তে লাগল। সে এমন এক পাঠে কুরআন পড়ল যা আমার অজানা ছিল। অতপর এক ব্যক্তি আসল এবং প্রথম ব্যক্তি হতে ভিন্নতর পাঠে কেরআত পড়ল। যখন আমরা নামায শেষ করলাম সকলেই। রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম এবং আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ ব্যক্তি এমন কেরাআতে কুরআন পড়েছে যা আমার জানা নেই। অতপর দ্বিতীয় ব্যক্তি এসে এটার ভিন্নতার পাঠে কেরাআত পড়ল। রাসূল (স) তাদেরকে হুকুম করলেন, তারা কুরআন পড়ল আর তিনি উভয়ের পড়াকেই শুদ্ধ বললেন। তাতে আমার মনে রাসূল (স)-এর প্রতি এমন এক সন্দেহের সৃষ্টি হল যা জাহেলিয়াত যুগেও হয় নি। যখন রাসূল (স) আমাকে যা আচ্ছন্ন করে ফেলেছে তা লক্ষ্য করলেন, আমার সিনার উপর হাত মারলেন। তাতে আমি ঘামে ভেসে গেলাম এবং এতই ভীত হলাম যেন আমি আল্লাহকে দেখছি। এ সময় রাসূল (স) আমাকে বললেন, হে উবাই! আমার কাছে ওহী পাঠানো হয়েছিল যে, কুরআন এক পাঠে পড়। কিন্তু আমি আল্লাহর কাছে আরজ করলাম যে, আপনি আমার উম্মতের প্রতি সহজ করে দিন। আল্লাহ দ্বিতীয়বারে উত্তর দিলেন, তবে দুই রীতিতে পড়। আমি পুনরায় আরজ করলাম আপনি আমার উম্মতের প্রতি আরও সহজ করে দিন। তিনি তৃতীয়বারে আমাকে বললেন, তবে সাত নিয়মে পড়। কিন্তু তোমরা প্রত্যেক আরজের পরিবর্তে যা তোমাকে আমি দিয়েছি তা ছাড়াও এক একটি যাঞ্চার অধিকার রইল, তা তুমি করত পার। রাসূল (স) বললেন, আপনি আমার উম্মতকে মাফ করে দিন। আর তৃতীয়টি আমি এমন দিনের জন্য পিছিয়ে রাখলাম, যে দিন সমগ্র সৃষ্টি আমার সুপরিশের দিকে চেয়ে থাকবে, এমন কি হযরত ইব্রাহীম (আ)ও। -(মুসলিম)

কুরআন সাত নিয়মে পড়াই হল বিশুদ্ধ আদেশ

হাদীস : ২১০৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জিব্রাইল (আ) আমাকে এক নিয়মে কুরআন পড়ালেন, আর আমি তাকে ফেরত পাঠালাম এবং আল্লাহর কাছে তার (সংখ্যা) বৃদ্ধি চাইতে লাগলাম। তিনি আমার জন্য তা বৃদ্ধি করতে লাগলেন, অবশেষে তা সাত নিয়মে পৌছল। রাবী ইবনে শিহাব (যুহরী) বলেন, বিশ্বস্ত সূত্রে আমার কাছে এটাও পৌছেছে যে, এই সাত রীতি অর্থের দিক দিয়ে একই, হালাল-হারামে ভিন্ন নহে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স)-এর অনুরোধে কুরআন সাত নিয়মে নাযিল হয়েছে

হাদীস : ২১০৪ ॥ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) হযরত জিব্রাঈলের সাক্ষাৎ লাভ করলেন। বললেন, হে জিব্রাঈল! আমি একটি নিরক্ষর উম্মতের প্রতি প্রেরিত হয়েছি, তাদের মধ্যে রয়েছে প্রবীণ, বৃদ্ধ, কিশোর ও শিশু এবং এমন ব্যক্তি যে কখনও কোন লেখাপড়া করেনি। তিনি বললেন, হে মুহাম্মদ! কুরআন সাত নিয়মে নাযিল হরা হল। -(তিরমিযী। আহ্মদ ও আবু দাউদের এক বর্ণনায় অতিরিক্ত রয়েছে, তাদের প্রত্যেক নিয়মই আরোগ্য দানকারী ও যথেষ্ট।

কিন্তু নাসাঈ এক বর্ণনায় তার বিস্তারিত বিবরণ এভাবে রয়েছে, রাসূল (স) বলেন, জিব্রাঈল (আ) ও মিকাঈল (আ) আমার কাছে এলেন এবং জিব্রাঈল আমার ডান দিকে এবং মিকাঈল আমার বাম দিকে বসলেন। জিব্রাঈল বললেন, আপনি আমার কাছে হতে কুরআন পড়ে নেন এক নিয়মে। তখন মিকাঈল বললেন, আপনি তাঁর কাছে বৃদ্ধির আবেদন করুন। আমি তা করলাম, অবশেষে তা সাত পর্যন্ত পৌছল। সুতরাং তার প্রত্যেক নিয়মই আরোগ্য দানকারী ও যথেষ্ট।

কুরআন পড়ে আল্লাহর দরবারে সওয়াল করতে হয়

হাদীস : ২১০৫ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত, একবার তিনি এক ওয়াযেয বা গল্পকথকের কাছে পৌছলেন, দেখলেন, সে কুরআন পড়ছে আর মানুষের কাছে সওয়াল করছে। তিনি দুঃখে 'ইন্না লিল্লাহি' পড়লেন, অতপর বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি যে, কুরআন পড়ে সে যেন তার বিনিময়ে আল্লাহর কাছে সওয়াল করে। শীঘ্রই এমন লোকেরা আসবে যারা কুরআন পড়ে তার বিনিময়ে মানুষের কাছে সওয়াল করবে।

-(আহমদ ও তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুরআন পড়ে মানুষের কাছে সওয়াল করা উচিত নয়

হাদীস : ২১০৬ ॥ হযরত বুরায়দা আসলামী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কুরআন পড়ে মানুষের কাছে খাবার চাবে, কিয়ামতে সে এমন অবস্থায় উপস্থিত হবে যে তার চেহারায় হাড় থাকবে, তবে তার উপর গোশত থাকবে না। -(বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে)

www.waytojannah.com

বিসমিল্লাহ সূরাসমূহকে পার্থক্য করে দিয়েছে

হাদীস : ২১০৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) সূরাসমূহের মধ্যে পার্থক্য বুঝে উঠতে পারতেন না, যতক্ষণ না 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' নাযিল হত। –(আবু দাউদ)

নেশা জাতীয় কিছু খেয়ে কুরআন পড়া নিষেধ

হাদীস : ২১০৮ ॥ তাবেঈ হযরত আলকামা (রা) বলেন, আমরা হেমস শহরে ছিলাম। এ সময় একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) সূরা ইউসুফ পড়লেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, এটা এভাবে নাযিল হয়নি। হযরত আবদুল্লাহ বলেন, খোদার কসম! আমি এটা রাসূল (স)-এর আমলে পড়েছি আর তিনি বলেছেন, বেশ পড়েছ। আলকামা বলেন, সে তাঁর সাথে কথা বলতেছিল এমন সময় তার মুখ থেকে মদের গন্ধ পাওয়া গেল। তখন হযরত আবদুল্লাহ বললেন, দুষ্ট মদ খাও আর আল্লাহর কিতাবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন কর? অতপর তিনি তাকে শাস্তি দিলেন।

–(বোখারী ও মুসলিম)

কুরআন একত্রে লিপিবদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিলেন

হাদীস : ২১০৯ ॥ হযরত যায়দ ইবনে সাবেত (রা) বলেন, ইয়ামামা যুদ্ধের সময় খলীফা আবু বকর আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি গিয়ে দেখি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তাঁর কাছে বসা। হযরত আবু বকর (রা) বললেন, ওমর আমার কাছে এসে বলেন, ইয়ামামার যুদ্ধে বহু হাফেযে কুরআন শহীদ হয়েছে, আমার আশঙ্কা হয়, যদি বিভিন্ন স্থানে এভাবে হাফেযে কুরআন শহীদ হতে থাকেন, তা হলে কুরআনের অনেকাংশ লোপ পাবে। অতএব, আমি সঙ্গত মনে করি যে, আপনি কুরআনকে একত্র করতে নির্দেশ দেন। আমি ওমরকে বললাম, আপনি এমন কাজ কেমন করে করবেন, যা রাসূল (স) করেন নি? ওমর (রা) বললেন, খোদার কসম এটা অতি উত্তম হবে। এরূপ ওমর আমাকে এটা বারবার বলতে লাগলেন। অবশেষে তার জন্য আল্লাহ আমার অন্তরকে প্রশস্ত করে দিলেন এবং আমিও সঙ্গত মনে করলাম যা ওমর সঙ্গত মনে করেছেন।

যায়দ বলেন, হযরত আবু বকর আমাকে বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান ও বিশ্বাসী জোয়ান, যার প্রতি আমরা কোন সন্দেহ পোষণ করি না, তুমি রাসূল (স)-এর ওহীও লিখতে। সুতরাং তুমি কুরআনের আয়াতসমূহ অনুসন্ধান কর এবং মাসহাফ আকারে একত্র কর। যায়দ বলেন, যদি তারা আমাকে পাহাড়সমূহের একটি পাহাড় স্থানান্তরিত করার দায়িত্ব অর্পণ করতেন, তবে তা আমার পক্ষে কুরআন একত্র করার যে গুরুদায়িত্ব তাঁরা আমার উপর অর্পণ করলেন, তা অপেক্ষা অধিকতর দুঃসাধ্য হত না। যায়দ বলেন, আমি বললাম, আপনারা কেমন করে এমন কাজ করবেন যা রাসূল (স) করেন নি? তিনি বললেন, খোদার কসম, এটা বড় উত্তম কাজ।

মোটকথা, হযরত আবু বকর এভবে আমাকে পুনঃ পুন বলতে লাগলেন, অবশেষে আল্লাহ আমার অন্তরকে প্রশস্ত করে দিলেন, যার জন্য হযরত আবু বকর ও ওমরের অন্তরকে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। সুতরাং আমি তা সংগ্রহ করলাম খেজুর ডালা, সাদা পাথর, পশুর হাড় ও মানুষের (হেফাযতের) অন্তর বা স্মৃতি হতে। অবশেষে সূরা তাওবার শেষাংশ– 'লাকাদ জা-আকুম রাসূলুম মিন আনফুসিকুম' – হতে সূরার শেষ পর্যন্ত পেলাম আবু খুযাইমা আনসারীর নিকট। তা আমি তিনি ছাড়া অপর কারও কাছে পাইনি। (যায়দ বলেন) এ লিখিত সহীফাগুলো খলীফা হযরত আবু বকরের কাছে ছিল, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তায়ালা তাঁকে উঠিয়ে নেন। অতপর খলীফা হযরত ওমর ফারুকের কাছে তাঁর জীবনাবধি, অতপর তাঁর কন্যা উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসার নিকট। –(বোখারী)

ওসমান (রা)-এর সময়কালে লিপিবদ্ধ করে হরকত লাগানো হল

হাদীস : ২১১০ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত আছে, হুযায়ফা ইবনে ইয়ামান খলীফা ওসমান (রা)-এর কাছে মদীনায় আগমন করলেন, আর তখন তিনি (হুযায়ফা) ইরাকীদের সাথে থেকে আর্মেনিয়া ও আযারবাইজান জয় করার জন্য শামবাসীদের সাথে যুদ্ধ করছিলেন। লোকদের বিভিন্ন রীতিতে কুরআন পাঠ হুযায়ফাকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। হুযায়ফা হযরত ওসমান (রা)-কে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! ইহুদী ও নাসারাদের ন্যায় আল্লাহর কিতাবে বিভিন্নতা সৃষ্টির পূর্বে আপনি এ জাতিকে রক্ষা করুন। সুতরাং হযরত ওসমান (রা) উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা (রা)-এর কাছে বলে পাঠিয়ে দেন। আমরা উহা বিভিন্ন মাসহাফে (কিতাবে) অনুলিপি করে অতপর আপনাকে ফিরিয়ে দিব। হযরত হাফসা হযরত ওসমান (রা)-এর কাছে কুরআনের অনুলিপি পাঠিয়ে দিলেন, আর হযরত ওসমান (রা) সাহাবী যায়দ ইবনে সাবেত, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়র, সাঈদ ইবনে আ'স ও আবদুল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে হেশামকে অনুলিপি করতে নির্দেশ দিলেন। সে মতে তাঁরা বিভিন্ন মাসহাফে তার অনুলিপি করলেন। সে সময় হযরত ওসমান কুরাইশী তিনজনকে বলে দিয়েছিলেন, যখন কুরআনের কোন স্থানে যায়েদের সাথে আপনাদের মতভেদ হবে, তখন আপনারা তা

www.waytojannah.com

কুরাইশদের রীতিতেই লিপিবদ্ধ করবেন। কেননা, কুরআন মূলত তাদের রীতিতেই নাযিল হয়েছে। তাঁরা সে মতে কাজ করলেন। অবশেষে যখন তাঁরা সমস্ত সহীফা বিভিন্ন মাসহাফে অনুলিপি করলেন, হযরত ওসমান উক্ত সহীফাসমূহ হযরত হাফসার কাছে ফেরত পাঠালেন এবং তাঁর যা অনুলিপি করেছিলেন তার এক এক কপি রাজ্যের কাছে পাঠিয়ে দিলেন এবং আর তা ছাড়া যে কোন সহীফায় বা মাসহাফে লেখা কুরআনকে জ্বালিয়ে দিতে নির্দেশ দিলেন।

ইবনে শেহাব যুহরী বলেন, যায়দ ইবনে সাবেত পুত্র খারেজা আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি তাঁর পিতা যায়দ ইবনে সাবেতকে বলতে শুনেছেন, আমরা যখন কুরআন নকল করি, তখন সূরা আহ্যাবের একটি আয়াত পেলাম না, যা আমি রাসূল (স)-কে পড়তে শুনেছি। অতএব, আমরা তা তালাশ করলাম এবং খুযাইমা ইবনে সাবেত আনসারীর কাছে তা পেলাম। অতপর আমরা তাকে সূরায়ে মাসহাফে সংযোজন করলাম। তা হচ্ছে –'মিনাল মু'মিনীনা রিজালুনা সাদাকু মা আহাদুল্লাহা আলাইহি।' –(বোখারী)

কুরআন আয়াত আকারে অবতীর্ণ হত

হাদীস : ২১১১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি একবার খলীফা হযরত ওসমান (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কিসে আপনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করল যে, আপনারা সূরা আনফাল যা মাসানির অন্তর্গত ও সূরা বারাআত যা মেয়ীনের অন্তর্গত, উভয়কে এক জায়গায় করে দিলেন, আবার তাদের মধ্যখানে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লাইনও লিখলেন না আর তাদেরকে স্থান করে দিলেন সাবয়ে তেলাওয়াতের মধ্যে? কিসে আপনাদের এরূপ করতে উদ্বুদ্ধ করল? হযরত ওসমান (রা) বললেন, রাসূল (স)-এর অবস্থা এ ছিল যে, দীর্ঘ দিন এমনি অতিবাহিত হতো। আবার কখনও তাঁর উপর বিভিন্ন সূরা নাযিল হত, যখন তাঁর উপর কুরআনের কোন কিছু নাযিল হত, তিনি তাঁর কোন লেখক সাহাবীকে ডেকে বলতেন, এ সকল আয়াতকে অমুক সূরায় রাখ, যাতে অমুক অমুক বর্ণনা রয়েছে। অতপর যখন অপর কোন আয়াত নাযিল হত, বলতেন, এ আয়াতকে অমুক সূরায় রাখ যাতে অমুক অমুক বর্ণনায় রয়েছে। সূরা আনফাল হল মদীনার প্রথম অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্তর্গত। আর বারাআত হল অবতীর্ণের দিক দিয়ে শেষ, অথচ তার বিবরণ উহার বিবরণেরই অনুরূপ। অতপর রাসূল (স)-কে উঠিয়ে নেয়া হল, অথচ তিনি আমাদেরকে বলে যেতে পারলেন না তা আনফালের অন্তর্গত কি না। এ কারণেই আমি পরস্পরকে মিলিয়ে দিয়েছি এবং বিসমিল্লাহর ছতরও লেখি নি এবং তাকে সাবয়ে তেলাওয়াতের মধ্যে স্থান দিয়েছি। –(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

চতুর্থ অধ্যায়

দোয়া পর্ব : দোয়ার মহাত্ম ও নিয়ম

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রত্যেক নবীকে একটি দোয়ার অধিকার দিয়েছেন

হাদীস : ২১১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, প্রত্যেক নবীকে একটি বিশেষ দোয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে যা কবুল করা হয়। প্রত্যেক নবী শীঘ্র দুনিয়াতেই তাঁর দোয়া চেয়েছেন, আর আমি আমার দোয়া কিয়ামত পর্যন্ত মুলতবী রেখেছি আমার উম্মতের শাফাআতরূপে। 'ইনশাআল্লাহ' তা আমার উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি পৌছবে, যে আল্লাহর সাথে কিছুকে শরিক না করে ইন্তেকার। –(মুসলিম। তবে বোখারীর বর্ণনা অপেক্ষা কম।)

রাসূল (স)-এর দোয়া করার পদ্ধতি

হাদীস : ২১১৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, হে খোদা! আমি তোমার কাছে একটি অঙ্গীকার প্রার্থনা করছি যা তুমি কখনও বরখেলাফ করবে না। আমি তো মানুষ, সুতরাং আমি যে কোন মুমিনকে কষ্ট দিয়েছি, গালি দিয়েছি, অভিশাপ দিয়েছি, বা মেরেছি, তাকে তুমি তার জন্য আশীর্বাদ, পবিত্রতা ও তোমার নৈকট্য লাভের কারণস্বরূপ কর, যা দিয়ে তুমি কিয়ামতের দিন তাকে আপন কাছে করবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

কীভাবে দোয়া করতে হবে

হাদীস : ২১১৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, যখন তোমাদের কেউ দোয়া করে, সে যেন না বলে যে, হে খোদা! আমাকে মাফ কর যদি তুমি চাও, আমায় দয়া কর যদি চাও, আমাকে রিযিক দাও যদি তুমি চাও, বরং সে যেন দৃঢ়তার সাথে পেশ করে প্রার্থনা। তিনি যা ইচ্ছা তা করেন, তাঁকে বাধা দেবার কেউ নেই। –(বোখারী)

কোন জিনিস দান করতে আল্লাহর অসুবিধা হয় না

হাদীস : ২১১৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, যখন তোমাদের কেউ দোয়া করে, সে যেন

www.waytojannah.com

না বলে হে খোদা! আমাকে ক্ষমা কর যদি তোমার ইচ্ছা হয়, বরং সে যেন দৃঢ়তার সাথে চাই এবং গভীর আগ্রহের সাথে চাই। কেননা, আল্লাহর কষ্ট হয় না কোন জিনিস দান করতে। −(মুসলিম)

দোয়া করে তাড়াতাড়ি করবে না

হাদীস : ২১১৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বান্দার দোয়া কবুল করা হয় যতক্ষণ না সে গোনাহ্‌র কাজের অথবা আত্মীয়তা বন্ধন ছেদের দোয়া করে এবং যতক্ষণ না সে তাড়াতাড়ি করে। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাড়াতাড়ি করা কি? তিনি বললেন, এরূপ বলা, আমি (এই) দোয়া করছি, আমি ঐ দোয়া করেছি, কৈ আমার দোয়া তো কবুল হতে দেখলাম না। অতপর সে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং দোয়া ছেড়ে দেয়। −(মুসলিম)

মুসলমানদের জন্য দোয়া করলে কবুল হয়

হাদীস : ২১১৭ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন মুসলমান তার কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্য তার পিছনে যে দোয়া করে, তা কবুল করা হয়। তার শিয়রে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত থাকেন, যখন যখন সে তার ভাইয়ের জন্য কল্যাণের দোয়া করে, নিযুক্ত ফেরেশতা বলেন, আমিন এবং আমার জন্যও ঐরূপ হোক। −(মুসলিম)

কারো প্রতি বদদোয়া করা জায়েয নেই

হাদীস : ২১১৮ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা বদ দোয়া করবে না তোমাদের নিজেদের জন্য, বদ দোয়া করবে না নিজের আওলাদের জন্য এবং বদ দোয়া করবে না নিজেদের মালের জন্য, যাতে তোমরা এমন একসময়ে না পৌঁছ, যে সময় দোয়া করা হলে তা তোমাদের জন্য কবুল করা হয়। −(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ইবাদতের মূল হল দোয়া করা

হাদীস : ২১১৯ ॥ হযরত নো'মান ইবনে বশীর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, দোয়া হল আসল ইবাদত। অতপর তিনি কুরআনের এ আয়াত পড়লেন, তোমাদের পরওয়ারদেগার বলেছেন, আমার কাছে দোয়া কর, আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব।" −(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

দোয়া ইবাদতের মজগ স্বরূপ

হাদীস : ২১২০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোয়া হল ইবাদতের মগজ। −(তিরমিযী)

আল্লাহর কাছে দোয়াই সবচেয়ে উত্তম

হাদীস : ২১২১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কাছে দোয়া অপেক্ষা কোন জিনিসই সম্মানিত নয়। −(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

তাকদীর ফিরানো যায় না

হাদীস : ২১২২ ॥ হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তাকদীর ফিরাতে পারে না দোয়া ছাড়া অপর কিছু এবং বয়স বাড়াতে পারে না নেকী ছাড়া অপর কিছু। −(তিরমিযী)

দোয়া করলে বিপদ মুক্ত হওয়া যায়

হাদীস : ২১২৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দোয়া উপকার করে যে বিপদ নাযিল হয়েছে এ সম্পর্কে এবং যা নাযিল হয়নি সে সম্পর্কে। সুতরাং আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দোয়া করবে। −(তিরমিযী। আর আহমদ মুআয ইবনে জাবাল হতে। −তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

আল্লাহর কাছে দোয়া করলে তা কবুল হয়

হাদীস : ২১২৪ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন দোয়া করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সে যা চায় তা দেন অথবা তার অনুরূপ কোন বিপদকে তার হতে দূরে রাখেন, যে পর্যন্ত না সে দোয়া করে কোন গোনাহর কাজের অথবা আত্মীয়তার বন্ধন ছেদের। −(তিরমিযী)

আল্লাহর কাছে চাইলে তিনি খুশি হন

হাদীস : ২১২৫ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও। কেননা, তিনি ভালোবাসেন তাঁর কাছে কিছু চাওয়াকে। আর বিপদ হতে মুক্তির অপেক্ষা করা শ্রেষ্ঠ ইবাদত। তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

আল্লাহর কাছে সবকিছু চাইতে হয়

হাদীস : ২১২৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আল্লাহর কাছে কিছু চাবে না, আল্লাহ তার উপর রাগ করেন। −(তিরমিযী)

www.waytojannah.com

দোয়ার দরজা খোলা থাকলে রহমতের দরজা খোলা হয়

হাদীস : ২১২৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার জন্য দোয়ার দরজা খোলা, তার জন্য রহমতের দরজা খোলা হয়েছে এবং আল্লাহর কাছে কুশল বা নিরাপত্তা অপেক্ষা প্রিয়তর কোন জিনিসই চাওয়া হয় না।
–(তিরমিযী)

সুখে থাকা অবস্থায় দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২১২৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ভালোবাসে যে, দুঃখের সময় আল্লাহ তার দোয়া শুনবেন, সে যেন সুখের সময় অধিকহারে দোয়া করে। –(তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি গরীব।)

কবুল হওয়ার বিশ্বাস নিয়ে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২১২৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কবুলের বিশ্বাসের সাথে দোয়া কর তোমরা এবং জেনে রেখ যে, আল্লাহ আমনোযী, অবহেলাকারী অন্তরের দোয়া কবুল করেন না।
–(তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।)

হাতের ভিতর পিঠ দিয়ে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২১৩০ ॥ হযরত মালিক ইবনে ইয়াসার (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা আল্লাহর কাছে কিছু প্রার্থনা করবে, তোমাদের করের ভিতর দিক দিয়ে করবে এবং বাইর দিক দিয়ে করবে না। হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর কিনট প্রার্থনা তোমরা তোমাদের করের পেট দিয়ে এবং প্রার্থমা করবে না তাঁর কাছে তার পিঠ দিয়ে, অতপর যখন তোমরা দোয়া শেষ করবে, কর দিয়ে তোমাদের চেহারা মুছিবে। –(আবু দাউদ)

আল্লাহ খুব লজ্জাশীল

হাদীস : ২১৩১ ॥ হযরত সালমান ফারসী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের পরওয়ারদেগার লজ্জাশীল ও দাতা; লজ্জাবোধ করেন তাঁর কোন বান্দা তাঁর কাছে দুই হাত উঠালে খালি ফিরায়ে দিতে। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ। আর বায়হাকী – দা'ওয়াতুল কবীরে।)

দোয়া করে হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মুছতে হয়

হাদীস : ২১৩২ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন দোয়ায় হাত উঠাতেন হাত দিয়ে আপন মুখমণ্ডল মাসেহ করা ছাড়া নামাতেন না। –(তিরমিযী)

অর্থবোধক দোয়া করা উচিত

হাদীস : ২১৩৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) অল্প কথায় বেশি অর্থবোধক দোয়াকে পছন্দ করতেন এবং উহা ছাড়া অপর দোয়া (কোন সময়) ছেড়ে দিতেন। –(আবু দাউদ)

উপস্থিত ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ২১৩৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন. অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য অনুপস্থিত ব্যক্তির দোয়াই সত্বর কবুল হয়। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

অন্যের জন্য দোয়া করার বিধান আছে

হাদীস : ২১৩৫ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, একবার আমি রাসূল (স)-এর কাছে ওমরা করার অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন এবং বললেন, ভাই তোমার দোয়াতে আমাকেও শামিল কর এবং আমায় ভুলিও না। ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে এমন একটি কথা বললেন, যার পরিবর্তে আমাকে সমগ্র দুনিয়া দেওয়া হলেও আমি এত খুশি হতাম না।
–(আবু দাউদ ও তিরমিযী। কিন্তু তিরমিযীর বর্ণনা আমাকে ভুলবে না পর্যন্তই শেষ।)

ন্যায় বিচারক শাসকের দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ২১৩৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন ব্যক্তির দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না। রোযাদারের দোয়া, যখন সে ইফতার করে, ন্যায়বিচারক শাসকের দোয়া এবং অত্যাচারিতের দোয়া। তার দোয়াকে আল্লাহ মেঘের উপর উঠিয়ে নেন এবং তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং পরওয়ারদেগারে আলম বলেন, আমার ইজ্জত সম্মানের কসম– আমি নিশ্চিত তোমার সাহায্য করব, যদিও কিছু সময় পাছে হয়। –(তিরমিযী)

পিতা-মাতার দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ২১৩৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, তিনটি দোয়া কবুল হয়, তাতে কোন সন্দেহ নেই। পিতার দোয়া, মুসাফিরের দোয়া ও উৎপীড়িতের দোয়া। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ।)

www.waytojannah.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সবকিছু আল্লাহর কাছে চাইতে হয়

হাদীস : ২১৩৮ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেককেই যেন আপন পরওয়ারদেগারের কাছে নিজের যাবতীয় আবশ্যক প্রার্থনা করে, এমন কি যখন তার জুতার দোয়ালী ছিঁড়ে যায় তাও প্রার্থনা করে। সাবেত বুনানীর মুরসাল বর্ণনায় অধিক রয়েছে, এমন কি তাঁর কাছে নিমকও প্রার্থনা করে, এমনকি আপন জুতার দোয়ালীও প্রার্থনা করে, যখন ছিঁড়ে যায়। -(তিরমিযী)

রাসূল (স) হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন

হাদীস : ২১৩৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) দোয়াতে হাত উঠাতেন, এমন কি তাঁর বগলের শুভ্রতা পর্যন্ত দেখা যেত।

হাত উপরে উঠিয়ে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২১৪০ ॥ হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বলেন, রাসূল (স) আপন আঙ্গুলী কাঁধ বরাবর করে দোয়া করতেন।

দোয়া করা হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মুছতে হয়

হাদীস : ২১৪১ ॥ হযরত সায়েব ইবনে ইয়াযীদ তার পিতা ইয়াযীদ হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) যখন হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন তখন হাত দিয়ে চেহারা মাসেহ করতেন। -(উপরোক্ত হাদীস তিনটি বায়হাকী দা'ওয়াতুল কবীরে বর্ণনা করেছেন।)

দোয়ার সময় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাতে হয়

হাদীস : ২১৪২ ॥ হযরত ইকরিমা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহর কাছে সওয়াল বা কিছু চাওয়ার নিয়ম হল, তুমি তোমার দু হাত তোমার কাঁধ পর্যন্ত অথবা কাছাকাছি উঠাবে। এস্তেগফার বা ক্ষমা প্রার্থনার নিয়ম হল, তুমি তোমার একটি আঙ্গুলী (শাহাদাত আঙ্গুলী) দিয়ে ইশারা করবে এবং ফরিয়াদ করার নিয়ম হল, তুমি তোমার পূর্ণ হাত প্রসারিত করবে। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, ফরিয়াদ করার নিয়ম হল এরূপ, অতপর তিনি আপন দুই হাত উপরের দিকে উঠালেন এবং হাতের ভিতর দিককে আপন চেহারার দিকে রাখলেন।

-(আবু দাউদ)

দোয়ায় হাত বুক পর্যন্ত উঠাতে হয়

হাদীস : ২১৪৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তোমাদের হাত উঠানো বেদআত। রাসূল (স) কখনও সিনা বরাবরের অধিক উঠাননি। -(আহমদ)

প্রথমে নিজের জন্য দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২১৪৪ ॥ হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কাউকেও স্মরণ করে দোয়া করতেন, প্রথমে নিজের জন্য দোয়া করতেন। -(তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি হাসান, গরীব ও সহীহ।)

যে দোয়ার মধ্যে গোনাহ নেই তা কবুল হয়

হাদীস : ২১৪৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন মুসলমান যে কোন দোয়া করে যাতে কোন গোনাহর কাজ অথবা আত্মীয়তা বন্ধন ছিন্নের কথা নেই, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে এ তিনটির একটি দান করেন। তাকে চাওয়া বস্তু দুনিয়াতে দান করেন অথবা তা তার পরকালের জন্য জমা রাখেন অথবা তা তার অনুরূপ কোন অমঙ্গলকে তার থেকে দূরে রাখেন। সাহাবীগণ বললেন, তবে তো আমরা অনেক লাভ করব। রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ এটা অপেক্ষাও অধিক দেন। -(আহমদ)

পাঁচ ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়

হাদীস : ২১৪৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, পাঁচ ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়, উৎপীড়িতের দোয়া যে পর্যন্ত না সে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, হাজীর দোয়া যে পর্যন্ত না সে বাড়ি ফিরে, জেহাদকারীর দোয়া যে যাবৎ না সে বসে পড়ে, রোগীর দোয়া যে পর্যন্ত না সে ভাল হয় এবং মুসলমান ভাইয়ের দোয়া মুসলমান ভাইয়ের জন্য অনুপস্থিতিতে। অতপর রাসূল (স) বললেন, এ সকল দোয়ার মধ্যে সত্বর কবুল হয় ভাইয়ের দোয়া ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে। -(বায়হাকী দা'ওয়াতুল কবীরে।)

www.waytojannah.com

পঞ্চম অধ্যায়

আল্লাহর নৈকট্য লাভ

প্রথম পরিচ্ছেদ

যিকিরকারীকে আল্লাহর রহমত ঢেকে রাখে

হাদীস : ২১৪৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা ও হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন মানব দল আল্লাহর যিকির করতে বসে, নিশ্চয় আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাদের ঘিরে নেয়। তাঁর রহমত তাদের ঢেকে ফেলে এবং তাদের উপর শান্তি বর্ষিত হয়। অধিকন্তু আল্লাহ ইয়াদ করেন তাদেরকে আপন পার্শ্বচরদের কাছে। -(মুসলিম)

আল্লাহর যিকিরকারী মুফাররিদ

হাদীস : ২১৪৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) মক্কার পথে সফরে এক পাহাড়ের কাছে পৌছলেন, যার নাম হল জুমদান। তখন বললেন, চল, চল এটা জুমদান। আগে চলে গেল মুফাররিদরা। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, মুফাররিদ কারা ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বলেন, যে পুরুষ বা নারী আল্লাহর বেশি বেশি যিকির করে তারা। -(মুসলিম)

নিজ প্রভুর স্মরণকারী জীবিত

হাদীস : ২১৪৯ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে নিজ প্রতিপালকের স্মরণ করে এবং যে স্মরণ করে না, তাদের উদাহরণ যথাক্রমে জীবিত ও মৃত্যুর ন্যায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ স্মরণকারীর সাথে থাকেন

হাদীস : ২১৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি আমার বান্দার কাছে সেরূপ যেরূপ সে আমাকে ভাবে। আমি তার সাথে থাকি, যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে স্মরণ করে আমাকে তার মনে, স্মরণ করি আমি তাকে আমার মনে, আর যদি সে স্মরণ করে আমাকে মানুষ দলে, স্মরণ করি আমি তাকে তাদের অপেক্ষা উত্তম দলে। -(বোখারী ও মুসলিম)

একটি ভাল কাজের জন্য পুরস্কার দশগুণ রয়েছে

হাদীস : ২১৫১ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে আমার কাছে একটি ভাল কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, তার জন্য তার দশগুণ পুরস্কার রয়েছে। আর আমি বেশিও দিব। আর যে একটি মন্দ কাজ নিয়ে উপস্থিত হবে, তার প্রতিফল তার অনুরূপ একগুণই রয়েছে। অথবা আমি মাফ করে দিব। যে আমার এক বিঘত কাছে আসে, আমি তার এক হাত কাছে যাই। আর যে আমার এক হাত কাছে আসে, আমি তার এক হাত কাছে হই। যে আমার কাছে হাঁটিয়া আসে, আমি তার কাছে দৌড়িয়ে যাই এবং আমার কাছে পৃথিবী পরিমাণ গোনাহ নিয়ে আসে আমার সাথে কাউকে শরিক না করে। আমি তার সাথে সাক্ষাৎ করি ঐ পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে। -(মুসলিম)

আল্লাহর প্রিয় বান্দাকে ভালবাসতে হবে

হাদীস : ২১৫২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে আমার কোন দোস্তকে দুশমন ভাবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমার বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে পারে না এমন কোন জিনিস দিয়ে, যা আমার কাছে প্রিয়তর হতে পারে, আমি যা তার প্রতি ফরয করেছি তা অপেক্ষা এবং আমার বান্দা সর্বদা আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে থাকে নফল এবাদত দিয়ে। অবশেষে আমি তাকে ভালবাসি, আর আমি যখন তাকে ভালবাসি, আমি হই তার কান যা দিয়ে সে শোনে, আমি হই তার চোখ যা দিয়ে সে দেখে, আমি হই তার হাত যা দিয়ে সে ধরে এবং আমি হই তার পা যা দিয়ে সে চলে এবং যখন সে আমার কাছে চায়, আমি তাকে দেই এবং যদি সে আমার আশ্রয় চায়, আমি তাকে নিশ্চয় আশ্রয় দেই। আর আমি ইতস্তত করি যা আমি করতে চাই। মু'মিনের রূহ কব্য করার ন্যায় ইতস্তত। সে মউতকে না পছন্দ করে আর আমি না পছন্দ করি তাকে অসন্তুষ্ট করাকে, কিন্তু মৃত্যু তার জন্য আবশ্যক। -(বোখারী)

আল্লাহর স্মরণকারীকে ফেরেশতাগণ খোঁজ করেন

হাদীস : ২১৫৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর একদল ফেরেশতা রয়েছে যারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে আল্লাহর স্মরণকারীদের তালাশ করেন। যখন তারা কোন দলকে আল্লাহর স্মরণ করতে দেখতে পান তখন একে অন্যকে বলেন, আস! তোমাদের কাম্য বস্তু এখানেই। রাসূল (স) বলেন, অতপর তারা তাদের ডানা

www.waytojannah.com

দিয়ে ঘিরে নেয় এ নিকটতম আসমান পর্যন্ত। রাসূল (স) বলেন, তখন তাদেরকে প্রভু পরওয়াদেগার জিজ্ঞেস করেন– অথচ তিনি তাদের অবস্থা অধিক অবগত আছেন। আমার বান্দারা কী বলছে? রাসূল (স) বলেন, তখন তারা বলেন, তারা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা, মহত্ব ঘোষণা, প্রশংসাবাদ ও মর্যাদা বর্ণনা করছে। রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, তারা কি আমাকে দেখছে? রাসূল (স) বলেন, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, কসম তোমার তারা কখনও তোমাকে দেখেনি। রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, যদি তারা আমাকে দেখতে কেমন হত? রাসূল (স) বলেন, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, হে খোদা! যদি তারা তোমাকে দেখত তবে তারা তোমার আরও বেশি ইবাদত করত এবং আরও বেশি মর্যাদা বর্ণনা ও পবিত্রতা ঘোষণা করত। রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কী চায়? ফেরেশতাগণ বলেন, তোমার কাছে তারা বেহেশত চায়। রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, তারা কি তা দেখেছে? ফেরেশতাগণ বলেন, হে রব! তোমার কসম, তারা কখনও দেখেনি। রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, কেমন হত যদি তারা তা দেখত? রাসূল (স) বলেন, ফেরেশতারা উত্তর দেন, যদি তারা তা দেখত নিশ্চয় তারা তার প্রচণ্ড লোভ করত, তার প্রার্থনা জানাত অধিক এবং তার আগ্রহ বেশি প্রকাশ করত। তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কোন জিনিস হতে আশ্রয় চায়? রাসূল (স) বলেন, ফেরেশতারা উত্তর দেন, দোযখ হতে। রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা কি তা দেখেছে? রাসূল (স) বলেন, ফেরেশতারা উত্তর দেন হে রব! তোমার কসম, তারা কখনও তা দেখেনি। রাসূল (ষ) বলেন, তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, কেমন হত যদি তারা দোযখ দেখত? রাসূল (স) বলেন, ফেরেশতারা উত্তর করেন, যদি তারা দোযখ দেখত, তবে তা হতে বেশি দূরে যেত এবং তা হতে বেশি ভয় করত। রাসূল (স) বলেন, তখন তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি যে, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। রাসূল (স) বলেন, তখন ফেরেশতাদের একজন বলে ওঠেন, তাদের অমুক ব্যক্তি তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সে তো শুধু তার কোন কাজেই এসেছে। তখন আল্লাহ বলেন, তার এমন সভাসদ যাদের কোন সদস্যই হতভাগ্য হয় না। –(বোখারী)

মুসলিমের এক বর্ণনায় রয়েছে –আল্লাহ তায়ালা একদল অতিরিক্ত পর্যটক ফেরেশতা রয়েছে, যারা যিকিরের মজলিস তালাশ করে বেড়ায়। যখন এমন কোন মজলিস পান যাতে আল্লাহর যিকির হচ্ছে তারা তাদের সাথে বসে যান এবং একে অন্যের সাথে পাখা মিলিয়ে যিকিরকারীদের হতে এ নিকটতম আসমান পর্যন্ত সমস্ত স্থানকে ঘিরে নেন। যখন যিকিরকারীগণ মজলিস ত্যাগ করে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে, ফেরেশতাগণ আকাশের দিকে অতপর আরও উপরের দিকে উঠে যান। রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, অথচ আল্লাহ অধিক অবগত আছেন, তোমরা কোথা থেকে আসলে? তারা বলেন, আমরা তোমার এমন বান্দাদের কাছে হতে এসেছি, যারা যমীনে আছে এবং তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছে, মহত্ব ও একত্ব ঘোষণা করছে, প্রশংসাবাদ করছে ও তোমার কাছে প্রার্থনা করছে। তখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তারা আমার কাছে কী প্রার্থনা করছে? ফেরেশতারা বলেন, তোমার জান্নাত প্রার্থনা করছে। তখন আল্লাহ বলেন, তারা কি আমার জান্নাত দেখেছে? তারা বলেন, না হে পরওয়ারদেগার! তখন তিনি বলেন, কেমন হত যদি তারা আমার জান্নাত দেখত? অতপর ফেরেশতারা বলেন, তারা তোমার কাছে পানাহও চাচ্ছে। তাখন আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, কোন জিনিস হতে পানাহ্ চাচ্ছে? তারা বলেন, দোযখ হতে। তখন তিনি জিজ্ঞেস করেন, কেমন হত যদি তারা আমার দোযখ দেখত? অতপর তারা বলেন, তারা তোমার কাছে ক্ষমাও প্রার্থনা করছে। রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম এবং দান করলাম যা তারা আমার কাছে প্রার্থনা করছে। আর পানাহ দিলাম যা হতে তারা পানাহ চাচ্ছে। রাসূল (স) বলেন, তখন ফেরেশতাগণ বলেন, প্রভু হে, তাদের মধ্যে অমুক তো অত্যন্ত গোনাহগার বান্দা, সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল আর তাদের সাথে বসে গিয়েছে।" রাসূল (স) বলেন, তখন আল্লাহ বলেন, আমি তাকেও মাফ করে দিলাম। তারা এমন দল যাদের সাথী হতভাগ্য হয় না।

যিকিরকারীর সঙ্গে ফেরেশতাগণ করমর্দন করেন

হাদীস : ২১৫৪ ॥ হযরত হানযালা ইবনে রাবাইয়্যে উসাইদী (রা) বলেন, আমার সাথে হযরত আবু বকরের সাক্ষাৎ হল। তিনি বললেন, কেমন আছ হানাযালা? আমি বললাম, হানযালা মুনাফেক হয়ে গেছেন। তিনি বললেন, সোবহানাল্লাহ! এ কী বল হানযালা? আমি বললাম, আমরা রাসূল (স)-এর কাছে থাকি, তিনি আমাদের বেহেশত-দোযখ স্মরণ করিয়ে দেন যেন আমরা তাদের চোখে দেখি, কিন্তু আমরা যখন রাসূল (স)-এর কাছ থেকে বের হয়ে আসি এবং বিবি-বাচ্চা ও খেত-খামারে লিপ্ত হই, তখন তা অনেকটা ভুলে যান। তখন আবু বকর বললেন, আমরাও এরূপ অনুভব করি। অতপর আমি ও আবু বকর রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম এবং আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার কাছে থাকি, আর আপনি আমাদেরকে বেহেশত-দোযখের কথা স্মরণ করে দেন যেন তা আমরা আমাদের চোখে দেখি, কিন্তু যখন আমরা আপনার কাছ থেকে বের হই এবং বিবি-বাচ্চা ও খেত-খামারে লিপ্ত হই, তখন তা অনেকটা ভুলে যায়। তখন রাসূল (স) বললেন, তার কসম যার হাতে আমার জান রয়েছে যদি তোমরা সর্বদা ঐরূপ থাকতে, যেরূপ আমার কাছে থাক [illegible] সর্বদা যিকির-ফিকিরে থাকতে, নিশ্চয় ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের রাস্তায় তোমাদের সাথে মোসাফাহা (করমর্দন) করতেন, কিন্তু কখনও এরূপ আর কখনও এরূপ হবে হানযালা! এটা তিনি তিনবার বললেন। –(মুসলিম)

www.waytojannah.com

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর যিকির করা সবচেয়ে ভাল ইবাদত

হাদীস : ২১৫৫ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) বললেন, আমি কি তোমাদের বলব না যে, তোমাদের কার্যসমূহের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম, তোমাদের প্রভুর কাছে অধিক পবিত্রও তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে অধিক কার্যকর, সর্বোপরি তোমাদের পক্ষে সোনা-রূপা দান করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং এ কথা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ যে, তোমরা শত্রুর সাক্ষাৎ করবে এবং তাদের গর্দান কাটবে, আর তারা তোমাদের গর্দান কাটবে। তারা উত্তর করলেন, হ্যাঁ, বলুন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, আল্লাহর যিকির বা স্মরণ। মালিক, আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজা। কিন্তু মালিক এটাকে মওকুফ হাদীস অর্থাৎ আবুদ্দারদার কথা বলে মনে করেন।

সে ভাল যার আয়ু দীর্ঘ এবং নেক আমল করেছে

হাদীস : ২১৫৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসর (রা) বলেন, একদিন এক বেদুঈন রাসূল (স)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি কে? রাসূল (স) বললেন, তার পক্ষেই খুশি যার হায়াত দীর্ঘ হয়েছে এবং আমল নেক হয়েছে। অতপর সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন আমল সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? রাসূল (স) বললেন, তুমি দুনিয়া ত্যাগ করবে, আর তখন তোমার মুখে আল্লাহর যিকির থাকবে। -(আহমদ ও তিরমিযী)

যিকিরের মজলিশ হল বেহেশতের বাগান

হাদীস : ২১৫৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা বেহেশতের বাগানে পৌঁছবে তার ফল খাবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বেহেশতের বাগান কী? তিনি বললেন, যিকিরের মজলিশ। -(তিরমিযী)

শোয়া অবস্থায়ও আল্লাহর যিকির করতে হয়

হাদীস : ২১৫৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন স্থানে বসেছে আর সেখানে আল্লাহর স্মরণ করে নি, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সে বৈঠক তার পক্ষে ক্ষতির কারণ হয়েছে। এরূপে যে ব্যক্তি কোন শয়ন স্থলে শুয়েছে, অথচ তথা আল্লাহর স্মরণ করে নি, আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী তা তার পক্ষে ক্ষতির কারণ হবে। -(আবু দাউদ)

প্রত্যেক মজলিশেই আল্লাহর যিকির করতে হয়

হাদীস : ২১৫৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন দল আল্লাহর স্মরণ না করে কোন মজলিস হতে উঠল, তারা নিশ্চয় মরা গাধা খেয়ে উঠল। সে মজলিস তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

আল্লাহর নবী (স)-এর প্রতি দরুদ পাঠাতে হয়

হাদীস : ২১৬০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন দল কোন মজলিসে বসল, অথচ আল্লাহর স্মরণ করল না এবং তাদের নবীর প্রতিও দরুদ পাঠাল না, নিশ্চয় তা তাদের পক্ষে ক্ষতির কারণ হল। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করেন, তাদের শাস্তিও দিতে পারেন, আর যদি ইচ্ছা করেন, মাফও করে দিতে পারেন। -(তিরমিযী)

আদম সন্তানের প্রত্যেক কথাই তার জন্য ক্ষতিকর

হাদীস : ২১৬১ ॥ হযরত উম্মে হাবীবা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক কথাই তার পক্ষে ক্ষতিকর, কল্যাণকর নয়। সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজ হতে নিষেধ অথবা আল্লাহর যিকির ব্যতীত। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

(৪৮৫) - যঈফ

আল্লাহর যিকির ছাড়া বেশি কথা বলা উচিত নয়

হাদীস : ২১৬২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর যিকির ছাড়া বেশি কথা বলবে না। কেননা, আল্লাহর যিকির ছাড়া বেশি কথা দিল শক্ত হওয়ার কারণ, আর শক্ত দিল ব্যক্তিই হচ্ছে আল্লাহ হতে সর্বাপেক্ষা দূরে। -(তিরমিযী) - যঈফ (৪৮৬)

আল্লাহর যিকিরকারীর অন্তর শ্রেষ্ঠ সম্পদ

হাদীস : ২১৬৩ ॥ হযরত সওবান (রা) বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হল- 'আর যারা সোনা-রূপা সঞ্চয় করে'- (শেষ পর্যন্ত) আমরা রাসূল (স)- এর সাথে তাঁর কোন এক সফরে ছিলাম, তখন তাঁর কোন সাহাবী বললেন, এটা সোনা-রূপা সম্পর্কে নাযিল হল, আমরা যদি জানতে পারতাম কোন সম্পদ উত্তম, তবে তা সঞ্চয় করতাম। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমাদের কারও শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল আল্লাহর যিকিরকারী রসনা, কৃতজ্ঞ অন্তর এবং ঈমানদার স্ত্রী যে তার ঈমানের (দ্বীনের) ব্যাপারে তাকে সাহায্য করে। -(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

www.waytojannah.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যিকিরকারীকে নিয়ে আল্লাহ গর্ব করেন

হাদীস : ২১৬৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদিন আমীর মুআবিয়া (রা) মসজিদের এক বৃত্তাকার মজলিসে পৌঁছলেন এবং তাদেরকে বললেন, আপনারা কি কাজে এখানে বসে আছেন? তারা বলল, আমরা আল্লাহর যিকির করছি। তিনি বললেন, খোদার শপথ করে বলুন– আপনার এখানে এ ছাড়া অন্য কাজে বসে নাই তো? তারা বলল, খোদার শপথ করে বলছি– আমরা এখানে অন্য কোন কাজে বসিনি। অতপর তিনি বললেন, জেনে রাখুন– আমি আপনাদের প্রতি অবিশ্বাস করে আপনাদেরকে শপথ করাই নি। রাসূল (স)-এর কাছে আমার মত মর্যাদাবান কোন সাহাবী আমার ন্যায় এত কম হাদীস আর কেউ বর্ণনা করেন নি। একদিন রাসূল (স) ঘর হতে বের হয়ে তাঁর সাহাবীদের এক মজলিসে পৌঁছলেন এবং বললেন, আপনারা এখানে কি কাজে বসে আছেন? তারা বলল, আমরা এখানে বসে আল্লাহর যিকির করছি এবং তিনি যে আমাদেরকে ইসলামের প্রতি হেদায়েত করেছেন ও আমাদের প্রতি এহসান করেছেন তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তখন রাসূল (স) বললেন, আপনারা খোদার শপথ করে বলতে পারেন কী আপনারা এখানে এ ছাড়া অন্য কাজে বসে নেই। তখন রাসূল (স) বললেন, শুনুন, আপনাদের প্রতি অবিশ্বাসবশত আমি আপনাদেরকে শপথ করাইনি, বরং ব্যাপার হল, এখন হযরত জিবরাঈল (আ) এসে আমাকে সংবাদ দিলেন, আপনাদের নিয়ে আল্লাহ তায়ালা তার ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করছেন। –(মুসলিম)

সব সময় জিহ্বা দিয়ে আল্লাহর যিকির করবে

হাদীস : ২১৬৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসরা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূল (স)! ইসলামের (নফলী) বিধি-বিধান আমার উপর অনেক। আমাকে সংক্ষেপে কিছু বলে দিন, যা আমি সর্বদা ধরে থাকতে পারি। রাসূল (স) বললেন, তবে তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকিরের সাথে থাকে। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

কিয়ামতে আল্লাহর যিকিরকারী মর্যাদাবান হবে

হাদীস : ২১৬৬ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একবার রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে বান্দাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ও অধিক মর্যাদাবান হবে? তিনি বললেন, আল্লাহর যিকিরকারী পুরুষ ও নারী। আবার তাকে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর রাস্তায় জেহাদকারী অপেক্ষাও কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, যদি সে আপন তরবারি দিয়ে কাফের ও মুশরিকদেরকে কাটে এমন কি তার তরবারি ভেঙে যায় আর সে নিজে রক্তাক্ত হয়, তা হতেও আল্লাহর যিকিরকারী শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান। –(আহমদ ও তিরমিযী। তিনি বলে হাদীসটি গরীব।)

আল্লাহর যিকির থেকে গাফেল হলে শয়তান ধোঁকা দেয়

হাদীস : ২১৬৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শয়তান আদম সন্তানের দিলের উপর জেঁকে বসে থাকে, যখন সে আল্লাহর স্মরণ করে সরে যায় আর যখন সে গাফেল হয়, তার দিলে ওয়াসওয়াসা ঢালতে থাকে। –(বোখারী তা'লীকরূপে)

গাফেলদের যিকির খুব উপকারী

হাদীস : ২১৬৮ ॥ হযরত ইমাম মালিক (রা) বলেন, আমার কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে পৌঁছেছে যে, রাসূল (স) বলতেন, গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারী যেমন যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নকারীদের মধ্যে যুদ্ধকারী, আর গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারী যেমন শুষ্ক গাছের মধ্যে কাঁচা ডাল। অপর বর্ণনায় আছে, যেমন শুষ্ক তরুরাজির মধ্যখানে সবুজ তরু। গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারী যেমন অন্ধকার ঘরে বাতি। গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারীকে জীবদ্দশায়ই তার বেহেশতের স্থান দেখানো হবে এবং গাফেলদের মধ্যে যিকিরকারীর গোনাহ মানুষ ও পশুর সংখ্যা পরিমাণ মাফ করে দেয়া হবে। –(রযীন)

যিকিরে আল্লাহ আযাব থেকে রক্ষা করবে

হাদীস : ২১৬৯ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, কোন বান্দা এমন কোন আমল করতে পারে না যা তাকে আল্লাহর যিকির অপেক্ষা আল্লাহর আযাব হতে অধিক রক্ষা করতে পারে। –(মালিক, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

যিকির করলে আল্লাহর কাছেই থাকেন

হাদীস : ২১৭০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি আমার বান্দার কাছে থাকি, যখন সে আমার যিকির করে এবং আমার তরে তার ওষ্ঠ নড়ে। –(বোখারী)

www.waytojannah.com

আল্লাহর যিকির করলে অন্তর পরিষ্কার থাকে

হাদীস : ২১৭১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক জিনিসেরই একটা মাজন রয়েছে, আর অন্তরের মাজন হল আল্লাহর যিকির। আল্লাহর যিকির অপেক্ষা আল্লাহর আযাব হতে অধিক ত্রাণদাতা আর কোন জিনিস নেই। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করাও কি নয়? তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় তরবারির মালিকও নহে এমন কি যদি ভেঙ্গেও যায়। -(বায়হাকী দা'ওয়াতুল কবীরে)

ষষ্ঠ অধ্যায়

আল্লাহকে স্মরণ করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিরানব্বইটি নামে আল্লাহর ফযিলত আছে

হাদীস : ২১৭২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালার নিরানব্বই- এক কম একশতটি নাম রয়েছে। যে তা মুখস্থ করবে বেহেশতে যাবে। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বিজোড়, বিজোড়কে ভালবাসেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর নিরানব্বটি নাম মনে রাখাতে ফযিলত আছে

হাদীস : ২১৭৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহতায়ালার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, যে তা মুখস্থ করবে বেহেশতে যাবে। তা হচ্ছে – আল্লাহ – যিনি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। আর রাহমান – দয়াময়, যার দয়া সমগ্র বিশ্বকে ব্যাপিয়া আছে। আর রাহীম – দয়াবান বা বিশেষ দয়ার অধিকারী, যা শুধু মু'মিনদের প্রতি করা হয়। আল মালিক - রাজা, বাদশাহ। আলকুদ্দুস – অতি পাক ও পবিত্র। নশ্বরতা বা কোন অপগুণ তাকে স্পর্শ করতে পারে না। আস্সালাম – শান্তিময় ও নিরাপদ। কোনরূপ অশান্তি তাকে ছুঁতে পারে না। আল মু-মিন – নিরাপত্তাদাতা, নিরাপদকারী। আল মুহাইমিন –নেগাহবান রক্ষক। 'আল আযীয - প্রভাবশালী, অন্যের উপর বিজয়ী। আল জাব্বার – শক্তি প্রয়োগ দ্বারা সংশোধনকারী। আল মুতাকাব্বির – অহঙ্কারের অধিকারী – যার অহঙ্কার করা শোভা পায়। আল খালেক – প্রকল্পক, স্রষ্টা। আলবারী – ত্রুটিহীন স্রষ্টা। আল মুসাব্বির – প্রকল্পক ও নকশা অঙ্কনকারী, ডিজাইনার। আলগাফফার - বড় ক্ষমাশীল – যিনি অপরাধ ঢেকে রাখেন এবং অসংখ্য অপরাধ মার্জনা করতেও দ্বিধাবোধ করেন না। আল কহ্হার – সকল বস্তু যার ক্ষমতার অধীন। ক্ষমতা প্রয়োগে যার কোন বাধা নেই। আলওয়হ্হাব - বড় দাতা, যার দান অবারিত। আররাযযাক – রিযিকদাতা। আলফাত্তাহ্ – যিনি গুপ্ত- ব্যক্ত সবকিছু জানেন। আলকাবেয – রিযিক ইত্যাদির সংকোচনকারী। আলবাসেত – উহার সম্প্রসারণকারী। আল খাফেযু – যিনি নিচে নামান। আররাফিউ – যিনি উপরে উঠান। আল মুইযযু – সম্মান ও পূর্ণতা দাতা। আলমুযিল্লু– অপমান ও অপূর্ণদানকারী। আসসামীউ – শ্রোতা (ছোট-বড় সকল স্বরের)। আলবাছীর – দর্শক (ছোট বড় সকল জিনিসের)। আলহাকামু – নির্দেশ দানকারী, বিধানকর্তা। আলআদলু – ন্যায়বিচারক – যিনি যা উচিত তাই করেন। আললাতীফু – যিনি সৃষ্টির যখন যা আবশ্যক তা করে দেন; অগ্রকারী। সূক্ষ্মদর্শী বা যিনি অতি সূক্ষ্ম বিষয়ও অবগত। আলখাবীর – যিনি গুপ্ত ভেদ, অবগত, ভিতরের বিষয় জ্ঞাতা। আলহালীম – ধৈর্যীল– যিনি অপরাধ দেখে সহজে শাস্তি দেন না। আলআযীমু – বিরাট, বহু সম্মানী। আলগাফুর – যিনি অপরাধ ঢেকে রাখেন এবং অতি জঘন্য অপরাধও ক্ষমা করেন। আশ্শাকুরু – কৃতজ্ঞ, যিনি অল্পে বেশী পুরস্কার দেন। আল আলিয়্যু – সর্বোচ্চ সমাসীন, সর্বোপরি। আলকাবীরু – বিরাট, মহান, ধারণার উর্ধ্বে বড়। আল হাফীযু – বড় রক্ষাকারী। যিনি বান্দাদের সব বিষয় লক্ষ্য রাখেন। আলমুকীতু – যার জন্য যা যথেষ্ট তা দান করেন। আলজালীলু – গৌরাবান্বিত মহিমান্বিত – যার মহিমার তুলনা নেই। আলকারীমু – বড় দাতা, আশার অতিরিক্ত দাতা, যিনি বিনা সওয়ালে দান করেন। আররাকীবু – যিনি সকলের সকল বিষয় লক্ষ্য রাখেন এবং সর্বদা লক্ষ্য রাখেন। আলমুজীবু – উত্তর দাতা, ডাকে সাড়া দাতা। আলওয়াসেউ – সম্প্রসারণকারী, অথবা যার দান, জ্ঞান, দয়া ও রাজ্য সম্প্রারিত ও বিপুল। আলহাকীমু – প্রজ্ঞাবান তত্ত্বজ্ঞানী। যিনি সকল কাজ উত্তমরূপে ও নিখুঁতভাবে করেন। আলওয়াদুদু – যিনি বান্দার কল্যাণকে ভালবাসেন। আলমাজীদু – অসীম অনুগ্রহকারী। আরবাএসু – প্রেক, রাসূল প্রেরণকারী, রিযিক প্রেরণকারী, কবর হতে হাশরে প্রেরণকারী। আশশাহীদু – বান্দাদের কাজের সাক্ষী। যিনি ব্যক্ত বিষয় অবগত। খাবীর – যিনি গুপ্ত বিষয় কার্যকারক, যিনি বান্দাদের কাজের যোগান দেন। আলকাবিয়্যু – শক্তিবান, শক্তির আধার। আলমাতীনু – বড় ক্ষমতাবান, যার উপর কারও

www.waytojannah.com

ক্ষমতা নেই। আলওলিয়্যু – যিনি মু'মিনদের ভালবাসেন ও সাহায্য করেন। অভিভাবক। আলহামীদু – প্রশংসিত, প্রশংসার যোগ্য। আলমুহ্সী – হিসাব রক্ষক, বান্দারা যা করে তিনি তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখেন। আলমুবদিউ বিনা নমুনায় স্রষ্ঠ, যিনি মডেল না দেখে সৃষ্টি করেন। আলমুঈদু – মৃত্যুর পর পুনঃ সৃষ্টিকারী। যান পুনঃ সৃষ্টি করার ক্ষমতা রয়েছে। আলমুহয়ী – জীবনদাতা। আলমুমীতু – মৃত্যুদানকারী। আলহাইয়্যু – চিরঞ্জীব। আলকাইয়্যুম – স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠাতা। আলওয়াজিদু – যিনি যা চান তা পান। আলমাজিদু – বড় দাতা। আলওয়াহিদুল আহাদু – এক ও একক, যার কোন অংশ বা অংশী নাই। আস্সামাদু – প্রধান প্রভু। যিনি কারও মোহতাজ নহেন এবং সকলেই তার মোহতাজ। আলকাদেরু – ক্ষমতাবান, যিনি ক্ষমতা প্রয়োগে কারও মুখাপেক্ষী নহেন। আলমুকতাদেরু – সকলের উপর যার ক্ষমতা রয়েছে। সার্বভৌম। যার বিধান চরমে। আলমুকাদ্দিমু – যিনি কাছে করেন এবং আগে বাড়ান যাকে চান। আলমুআখখিরু – যিনি দূরে রাখেন বা পিছনে করেন যাকে চান। আলআউয়ালু – প্রথম, অনাদি। আলআখিরু – সর্বশেষ, অনন্ত। আযযাহেরু – যিনি ব্যক্ত, প্রকট গুণে নিদর্শনে। আলবাতিনূ – যিনি গুপ্ত সত্তাতে। আলওয়ালী – অভিভাবক, মুরব্বী। আলমুতাআলী – সর্বোপরি। আলবাররু – মুহসিন, অনুগ্রহকারী। আত্তাওয়্যাবু – তওবা গ্রহণকারী। যিনি অপরাধে অনুশোচনাকারীর প্রতি পুনঃ অনুগ্রহকারী। আলমুনতাকিমু – প্রতিশোধ গ্রহণকারী। আলআফুব্বু – বড় ক্ষমাশীল। আররাউফু – বড় দয়ালু। মালিকুল মুলক – রাজ্যাধিপতি। যার রাজ্যে তিনি যা ইচ্ছা তা করতে পারেন। যুলজালালি ওয়াল ইকরাম – মহিমা ও সম্মানের অধিকারী। আলমুকসিতু – অত্যাচার দমনকারী, উৎপীড়ক হতে উৎপীড়িতের প্রতিশোধ গ্রহণকারী। আলজামিউ – কিয়ামতে বান্দাদের একত্রকারী, অথবা সর্বগুণের অধিকারী। আলগানিয়্যু – বেনিয়াজ, যিনি কারও মুখাপেক্ষী নহেন। আলমুগনিয়্যু – যিনি কাউকেও কারও মুখাপেক্ষী হতে বাঁচিয়ে রাখেন। আলমানিউ – বিপদে বাধাদানকারী। আয্যাররু – যিনি ক্ষতির ক্ষমতা রাখেন। আননাফিউ – যিনি উপকারের ক্ষমতা রাখেন। উপকারী। আননূর – আলোক, প্রভা, প্রভাকর। আলহাদিয়ু – পথপ্রদর্শক (যারা তার দিকে যেতে চায় তাদেরকে) আলবাদীউ – অদ্বিতীয়, অনুপম অথবা যিনি বিনা আদর্শে গড়েন। আলবাকী – যিনি সর্বদা থাকবেন। সৃষ্টি ধ্বংসের পরেও যিনি থাকবেন। আলওয়ারিসু – উত্তরাধিকারী, সকল শেষ হবে আর তিনি সকলের উত্তরাধিকারী হবেন। আররাশীদু – কারও পরামর্শ বা বাতলানো ব্যতীত যার কাজ উত্তম ও ভাল হয়। আস্সাবুরু – বড় ধৈর্যশীল। –(তিরমিযী। আর বায়হাকী' দাওয়াতুল কবীরে। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।)

আল্লাহর উত্তম নাম ধরে ডাকতে হয়

হাদীস : ২১৭৪ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে (আবু মুসাকে) এমন বলতে শুনলেন, হে খোদা! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি এবং জানি যে, তুমিই আল্লাহ তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। তুমি এক, অনন্য, নিরপেক্ষ ও অন্যদের নির্ভরস্থল – যিনি জনকও নহেন, জাতও নহেন এবং যার কোন সমকক্ষ নেই। তখন রাসূল (স) বললেন, সে আল্লাহকে তার ইসমে আ'যম বা সর্বাধিক বড় ও সম্মানিত নামের সাথে ডাকল, যা দিয়ে যখন কেউ তাঁর কাছে কিছু চাই তিনি তাকে তা দান করে এবং যা দিয়ে যখন কেউ তাকে ডাকে, তিনি তার ডাকে সাড়া দেন।

–(তিরমিযী ও আবু দাঊদ)

আল্লাহকে ইসমে আযমের সাথে ডাকতে হয়

হাদীস : ২১৭৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর সাথে মসজিদে বসা ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি নামায পড়তেছিল এবং বলতেছিল, হে খোদা! আমি তোমার কাছে সওয়াল করি এবং জানি যে, তোমারই প্রশংসা, তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তুমি বড় দয়ালু, বড় দাতা, আসমান ও যমীনের বিনা নমুনায় স্রষ্টা হে মহত্ত্ব ও সম্মানের অধিকারী, হে চিরঞ্জীব হে প্রতিষ্ঠাতা – আমি তোমার কাছে সওয়াল করি। তখন রাসূল (স) বললেন, সে আল্লাহকে তাঁর ইসমে আযমের সাথে ডাকল – এ দিয়ে যখন তাকে ডাকা হয় তাতে তিনি সাড়া দেন এবং যখন তার কাছে সওয়াল করা হয় তা তিনি দান করেন। –(তিরমিযী, আবু দাঊদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

ইসমে আযমের পরিচয়

হাদীস : ২১৭৬ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) হতে বর্ণিত আছে, যে রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর ইসমে আযম-এ দু আয়াতের মধ্যে আছে, ওয়া ইলাহুকুম ইলাহু ওয়াহিদ লা ইলাহা ইল্লাহ হুয়াররাহমানুর রাহীম' এবং সূরা আলে ইমরানের শুরু আলিফ লাম মীম আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লাহ হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম। –(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেম।)

হযরত ইউনুস (আ)- এর দোয়া

হাদীস : ২১৭৭ ॥ হযরত সা'দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মাছওয়ালা নবী ইউনুস (আ)-এর দোয়া হল,

www.waytojannah.com

যখন তিনি মাছের পেটে থেকে দোয়া করেছিলেন, "লা ইলাহা ইল্লাহ আন্তা সুব্হানাকা ইন্নি কুন্তু মিনাযযালিমীন– তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তুমি পবিত্র আর আমি হচ্ছি অত্যাচারী অপরাধী" – যে কোন মুসলমানই কোন ব্যাপারে এ দোয়া করবে নিশ্চয় তার দোয়া কবুল হবে। –(আহমদ ও তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যে নামে আল্লাহকে ডাকা হয় সাড়া দেন

হাদীস : ২১৭৮ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর সাথে এশার সময় মসজিদে পৌঁছলাম। দেখি এক ব্যক্তি কুরআন পড়ছে। আর তাতে আপন স্বর উচ্চ করছে আমি বললাম ইয়া রাসূলুল্লাহ! একে কি আপনি রিয়াকার বলবেন? রাসূল (স) বললেন, না বরং সে একজন ভক্ত মু'মিন। বুরায়দা বলেন, হযরত আবু মুসা আশআরীই কুরআন পড়ছিলেন এবং উচ্চ স্বরে পড়তেছিলেন, আর রাসূল (স) তার কেরাআত শুনছিলেন। অতপর বসে আবু মুসা এরূপ দোয়া করতে লাগলেন। হে খোদা! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি আল্লাহ, তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তুমি এক ও সকলের নির্ভরস্থলে, যিনি জনকও নহেন, জাতও নহেন এবং যার কোন সমক্ষক নেই। তখন রাসূল (স) বললেন, নিশ্চয় সে আল্লাহর ঐ নামের সাথে তাঁর কাছে প্রার্থনা করল, যার সাথে যখন প্রার্থনা করা হয়, তখন তিনি দান করে এবং যার সাথে যখন তাকে ডাকা হয়, তখন তিনি তাতে সাড়া দেন। বুরায়দা বলেন, তখন আমি বললাম গিয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি তাঁকে বলব, যা আপনার কাছে শুনলাম? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। অতপর তাকে রাসূল (স)-এর কথা বিবৃত করলাম, তখন আবু মূসা আশআরী আমাকে বললেন, আজ হতে আপনি আমার প্রিয় ভাই, আপনি আমাকে রাসূল (স)-এর কথা জানালেন। –(রযীন)

সপ্তম অধ্যায়

চার তাছ্বীহ্র সওয়াব

প্রথম পরিচ্ছেদ

শ্রেষ্ঠ বাক্য হচ্ছে চারটি

হাদীস : ২১৭৯ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শ্রেষ্ঠ বাক্য হচ্ছে চারটি, সুবহানাল্লাহি, ওয়ালহামদু লিল্লাহি, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার – আল্লাহ পবিত্র, সুবহানাল্লাহি, ওয়ালহামদু লিল্লাহি, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার – আল্লাহ পবিত্র, আল্লাহর জন্য প্রশংসা, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই ও আল্লাহ সর্বাপেক্ষা মহান। অপর বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বাক্য চাটি সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহু আকবার– এর যে কোনটি তুমি প্রথমে বল তাতে তোমার ক্ষতি হবে না।

–(মুসলিম)

সমস্ত দুনিয়া থেকে প্রিয় দোয়া

হাদীস : ২১৮০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমার সুবহানাল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ও আল্লাহু আকবার– বলা সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষাও আমার কাছে প্রিয়তর। –(মুসলিম)

নিয়মিত যিকির করতে হয়

হাদীস : ২১৮১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশতবার বলবে, সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহাম্‌দিহী – অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তার প্রশংসার সাথে – তার গোনাহসমূহ মাফ করা হবে, যদিও তা সমুদ্র–ফেনা রশির ন্যায় বেশী হয়। –(বোখারী ও মুসলিম)

সকাল-সন্ধ্যার যিকির

হাদীস : ২১৮২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় একশত বার বলবে, সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহাকমদিহী –কিয়ামতের দিন তার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাক্য নিয়ে কেউ উপস্থিত হতে পারবে না, কেবল সে ব্যক্তি ব্যতীত, যে এর মত বা এর অপেক্ষা অধিকবার বলবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

সবচেয়ে ওজনদার বাক্য

হাদীস : ২১৮৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুটি সংক্ষিপ্ত বাক্য, যা বলতে সহজ, অথচ পাল্লাতে ভারী ও আল্লাহর কাছে প্রিয়, তা হল সুবহান্নাল্লাহি ও ওয়াবিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম।

–(বোখারী ও মুসলিম)

www.waytojannah.com

এক হাজার নেকী লাভের উপায়

হাদীস : ২১৮৪ ॥ হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর কাছে ছিলাম। এ সময়ে তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কি দৈনিক এক হাজার নেকী অর্জন করতে অক্ষম? তারা সাথে বসা কেউ বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কীভাবে আমাদের মধ্যে কেউ এক হাজার নেকী অর্জন করতে পারবে? তখন তিনি বললেন, সে দৈনিক একশত বার সুবহানাল্লাহ বলবে। তাতে তার জন্য (এক দশ করিয়া) এক হাজার নেকী লেখা হবে অথবা তার এক হাজার গোনাহ মাফ করা হবে। –মুসলিম আর মুসলিম শরিফে মুসা জুহানীর সমস্ত বর্ণনায় او يحط শব্দ আছে অর্থাৎ তাতে عنه শব্দ নেই। তবে আবু বকর বারকানী বলেন, শো'বা, আবু আওয়ানা এবং ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান মুসা জুহানী হতে যেসব রেওয়ায়ত করেছেন তাতে তারা ويحط অর্থাৎ الف। ছাড়া বর্ণনা করেছেন। হুমাইদীর কিতাবেও অনুরূপ রয়েছে।

ফেরেশতাদের পছন্দনীয় বাক্য সবচেয়ে ভাল

হাদীস : ২১৮৫ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন বাক্য শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, যা আল্লাহ তাঁর ফেরেশতাদের জন্য পছন্দ করেছেন তা, সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহী। –(মুসলিম)

রাসূল (স) সবচেয়ে ওজনদার বাক্য বলতেন

হাদীস : ২১৮৬ ॥ উম্মুল মু'মিনীন হযরত জুওয়াইরিয়া (রা) হতে বর্ণিত আছে, একদিন খুব ভোরে রাসূল (স) তাঁর কাছে হতে বের হলেন যখন ফজরের নামায পড়লেন, হযরত জওয়াইরিয়া তখন আপন নামাযের জায়গায় বসা। অতপর রাসূল (স) প্রত্যাবর্তন করলেন সূর্য যখন খুব উপরে উঠল, আর তখনও জুওয়ারাইরিয়া তায় বসে আছেন। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পর থেকে তুমি তো এ অবস্থায় আছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমার পরে আমি মাত্র চারটি বাক্য তিনবার বলেছি যদি তাকে তুমি এ অবধি যা বলেছ তার সাথে ওজন দেওয়া হয়, তা হলে তার ওজনই অধিক হবে, সুবহানাল্লাহি, ওয়াবিহামদিহী আদাদা খালকিহী, ওয়া বেযা নাফসিহী, ওয়া যিনাতা আরশিহী ওয়া মিদাদা কালিমাতিহী – অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে – তার সৃষ্টি সংখ্যা পরিমাণ, তাঁর সন্তোষ পরিমাণ, তার আরশের ওজন পরিমাণ ও তার বাক্যসমূহের সংখ্যা পরিমাণ। –(মুসলিম)

সব সময় দোয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতে হবে

হাদীস : ২১৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, যে ব্যক্তি দৈনিক একশত বার বলবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই, তারই রাজত্ব, তারই প্রশংসা এবং তিনি হচ্ছেন সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান– তার দশটি গোলাম আযাদ করার পরিমাণ সওয়াব হবে, তার জন্য একশত নেকী লেখা হবে, তার একশতটি গোনাহ মাফ করা হবে এবং তার পক্ষে তার ঐ দিনের জন্য শয়তান হতে রক্ষাকবচ হবে, যে পর্যন্ত না সন্ধ্যা হয় এবং সে যা করছে তা অপেক্ষা উত্তম কেউ কিছু করতে পারবে না, ঐ ব্যক্তি ব্যতীত যে তা অপেক্ষা অধিক বলবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ সবচেয়ে কাছে অবস্থান করেন

হাদীস : ২১৮৮ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূল (স)– এর সাথে ছিলাম। লোকেরা তখন উচ্চৈঃস্বরে তকবীর বলছিল। তখন রাসূল (স) বললেন, ও মিঞারা! তোমরা নিজেদের প্রতি রহম কর, তোমরা বধিরকে ডাকছ না, আর না অনুপস্থিতকে, তোমরা ডাকছ শ্রোতা ও দর্শক-সামী ও বাছীরকে, তিনি তোমাদের সাথে আছেন আর যাকে তোমরা ডাকতেছ, তিনি তোমাদের বাহনের ঘাড় অপেক্ষাও তোমাদের অধিক কাছে আছেন। আবু মুসা বলেন, আমি তখন রাসূল (স)- এর পিছনে চুপে চুপে বলছিলাম, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ অর্থাৎ আমার কোন উপায় নাই, শক্তি নাই, আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত। তখন রাসূল (স) বললেন, ও আবদুল্লাহ ইবনে কায়স! আমি কি তোমাকে বেহেশতের ভাণ্ডারসমূহের একটি ভাণ্ডারের সন্ধান দিব না? আমি বললাম, নিশ্চয়ই ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তা হল– লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর প্রশংসাকারীর জন্য বেহেশতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হয়

হাদীস : ২১৮৯ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বলবে, সুবহানাল্লাহিল আযীম, ওয়াবিহামদিহী –অর্থাৎ মহান আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করি তাঁর প্রশংসার সাথে – তার জন্য বেহেশতে একটি খেজুর গাছ রোপণ করা হবে। –(তিরমিযী)

www.waytojannah.com

ফেরেশতারা ঘোষণা করে যে আল্লাহর প্রশংসা কর

হাদীস : ২১৯০ ॥ হযরত যুবায়র (র) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন কোন ভোর নেই যাতে আল্লাহর বান্দারা ওঠেন, আর একজন ঘোষণাকারী এরূপ ঘোষণা না করেন, পবিত্র বাদশাহ্র পবিত্রতা বর্ণনা কর। -(তিরমিযী)

শ্রেষ্ঠ দোয়া আলহামদুলিল্লাহ

হাদীস : ২১৯১ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, শ্রেষ্ঠ যিকির হল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' আর শ্রেষ্ঠ দোয়া হল, আলহামদুলিল্লাহ।" -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

প্রশংসা করা সবচেয়ে বড় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

হাদীস : ২১৯২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রশংসা করা হল সেরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যে বান্দা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনি, সে তাঁর প্রশংসা করে নি।

সুখে-দুঃখে প্রশংসাকারীরা প্রথমে বেহেশতেয যাবে

হাদীস : ২১৯৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কেয়ামতের দিন প্রথমে যাদেরকে ডাকা হবে, তারা হবেন, যারা সুখে-দুঃখে সকল সময় আল্লাহর প্রশংসা করে থাকেন। -(উক্ত হাদীস দুইটি বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।)

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর পাল্লা ভারী হবে

হাদীস : ২১৯৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একদিন মুসা (আ) বললেন, হে পরওয়ারদেগার! আমাকে এমন একটি বাক্য বলে যাও যা দিয়ে তোমার যিকির করতে পারি অথবা বলেছেন, তোমার কাছে দোয়া করতে পারি। আল্লাহ বললেন, তুমি বলবে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তখন মুসা বললেন, হে পরওয়ারদেগার! তোমার সকল বান্দাই তো এটা বলে থাকে। আমি তো তোমার কাছে একটি বিশেষ বাক্য চাচ্ছি। তখন আল্লাহ বললেন, মুসা! যদি সপ্ত আকাশ আর আমি ভিন্ন উহার সমস্ত অধিবাসী এবং সপ্ত পৃথিবী এক পাল্লায় রাখা হয়, আর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অপর পাল্লায় রাখা হয়, তবে নিশ্চয় লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর পাল্লা ভারী হবে। -(শরহুস সুন্নাহ)

আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই

হাদীস : ২১৯৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে বলে- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আক্‌বার- অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং আল্লাহ অতি মহান- আল্লাহর তার সমর্থন করে বলেন, হ্যঁ, আমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং আমি অতি মহান। আর যখন সে বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু- অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, আমি একক, আমার কোন শরিক নেই। আর যখন সে বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু - অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তারই রাজ্য ও তারই প্রশংসা। আর যখন সে বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ- অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কারও কোন উপায় ও শক্তি নেই - আল্লাহ বলেন, হ্যাঁ, আমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই এবং আমার সাহায্য ছাড়া কারও কোন উপায় ও শক্তি নেই। আর রাসূল (স) এটাও বলতেন, এটা যে আপন রোগে বললে, অতপর মরে যাবে, তাকে দোযখের আগুন খাবে না। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

সুবহানাল্লাহর যিকির সবচেয়ে উত্তম

হাদীস : ২১৯৬ ॥ হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি একদিন রাসূল (স)-এর সাথে একটি স্ত্রীলোকের কাছে পৌঁছলেন। তখন স্ত্রীলোকটির সামনে কতক খেজুর বিচি অথবা বলেছে কাঁকর ছিল, যা দিয়ে সে তসবীহ গুনছিল। রাসূল (স) বললেন, আমি কি তোমাকে বলব না যা এটা অপেক্ষা তোমার পক্ষে সহজ অথবা বলেছেন, উত্তম? তা হচ্ছে এরূপ বলা, সুবহানাল্লাহু অর্থাৎ আল্লাহর পবিত্রতা- যে পরিমাণ তিনি আসমানে মাখলুক সৃষ্টি করেছেন, সুবহানাল্লাহ- যে পরিমাণ তিনি যমীনে মখলুক সৃষ্টি করেছেন, 'সুবহানাল্লাহ'- যে পরিমাণ তাদের মধ্যখানে রয়েছে এবং সুবহানাল্লাহ - যে পরিমাণ তিনি ভবিষ্যতে সৃষ্টি করবেন যে পরিমাণ। 'আল্লাহু আক্‌বার' তার অনুরূপ, আলহামদুলিল্লাহ- তার অনুরূপ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ- তার অনুরূপ এবং 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্'ও তার অনুরূপ।

-(তিরমিযী ও আবু দাউদ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।)

সকাল-বিকাল একশতবার সোবহানাল্লাহ বলা একশত হজ্জের সমতুল্য

হাদীস : ২১৯৭ ॥ আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর দাদা বলেন, রাসূল (স) বলেন, যে ব্যক্তি সকালে একশতবার ও বিকালে একশতবার সুবহানাল্লাহ বলবে, সে তাঁর ন্যায় হবে, যে

www.waytojannah.com

একশত হজ্জ করেছে। যে ব্যক্তি সকালে একশতবার ও বিকালে একশতবার আলহামদু লিল্লাহ বলবে, সে তাঁর ন্যায় হবে, যে একশত ঘোড়ায় একশত মুহাজিদ রওয়ানা করে দিয়েছে। যে ব্যক্তি সকালে একশতবার ও বিকালে একশতবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে সে তাঁর ন্যায় হবে, যে ইসমাঈল বংশীয় একশত দাস মুক্ত করেছে এবং যে সকালে একশতবার ও বিকালে একশতবার আল্লাহু আকবার বলবে, সে দিন তার অপেক্ষা অধিক সওয়াবের কাজ আর কেউ করতে পারবে না– অবশ্য সে ব্যক্তি ব্যতীত, যে এরূপ বলেছে বা এ অপেক্ষা বেশি বলেছে। –(তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

সুবহানাল্লাহ যিকির পাল্লার অর্ধেক

হাদীস : ২১৯৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, 'সুবহানাল্লাহ' হল পাল্লার অর্ধেক, 'আলহামদু লিল্লাহ' তাকে পূর্ণ করে এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর সামনে কোন পর্দা নেই, যে পর্যন্ত তা আল্লাহর কাছে গিয়ে পৌছে। –(তিরমিযী এটা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব, এটা সনদ সবল নহে।)

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু পড়লে তার জন্যে বেহেশত ওয়াজিব

হাদীস : ২১৯৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন বান্দা খালেস দিলে 'লা ইলাহা ইল্লাহু বলবে, নিশ্চয় তার জন্য বেহেশতের দরজাসমূহ খোলা হবে, যে পর্যন্ত না তা আল্লাহর আরশ পর্যন্ত পৌছে, যদি সে কবীরা গোনাহ্ হতে বেঁচে থাকে। –(তিরমিযী। তিনি বলেছেন হাদীসটি গরীব।)

বেহেশত হল সুগন্ধ মাটি ও সুপেয় পানিতে পূর্ণ

হাদীস : ২২০০ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মে'রাজের রাতে হযরত ইবরাহীম (আ)- এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, মুহাম্মদ! আপনি আপনার উম্মতকে আমার সালাম বলবেন এবং সংবাদ দিবেন যে, বেহেশত হল সুগন্ধ মৃত্তিকা ও সুপেয় পানি বিশিষ্ট কিন্তু তাতে কোন গাছপালা নেই। আর তার গাছ হল সুবহানাল্লাহ ওয়ালহামদুলিল্লাহ ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার। –(তিরমিযী তিনি বলেন, সনদের বিচারে হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

গাফেল হলে আল্লাহর রহমত হতে বিস্মৃত হবে

হাদীস : ২২০১ ॥ হযরত ইয়াসায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি ছিলেন মুহাজির নারীদের অন্তর্গত– তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদেরকে বললেন, তোমরা 'সুবাহানাল্লাহ' 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস' বলবে এবং আঙ্গুলী গুনবে। কেননা তাদেরকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করা হবে ও বলার শক্তি দেয়া হবে এবং তোমরা গাফেল হবে না– যাতে তোমরা আল্লাহর রহমত হতে বিস্মৃত হও। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হয়

হাদীস : ২২০২ ॥ হযরত সা'দ ইবনে ওয়াক্কাস (রা) বলেন, এক বেদুঈন এসে রাসূল (স)-এর কাছে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে দোয়া-কালাম সম্পর্কে একটি কথা শিখিয়ে দিন যা আমি পড়তে পারি। তিনি বললেন, বল তুমি, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই, তিনি এক, তার কোন শরিক নাই, আল্লাহ বহু বড়, আল্লাহর জন্য বহু প্রশংসা, আমি পবিত্রতা ঘোষণা করি আল্লাহর যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক, কারও কোন উপায় বা শক্তি নাই আল্লাহ ভিন্ন, যিনি প্রতাপন্বিত ও প্রজ্ঞাবান।" সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা হল আমার প্রভুর জন্য প্রশংসা আমার জন্য কি? তখন তিনি বললেন, বল তুমি, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, দয়া কর, হেদায়েত কর, আমাকে রিযিক দাও ও আমাকে শান্তিতে রাখ।' রাবী সন্দেহ করেছেন, শেষ শব্দ রাসূল (স)- এর কথার মধ্যে আছে কিনা। –(মুসলিম)

গাছের ঝরা পাতার মত গোনাহ্ ঝরে যায়

হাদীস : ২২০৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) একটি পাতা শুষ্ক গাছের পৌছলেন এবং লাঠি দিয়ে তাকে আঘাত করলেন। তাতে তার পাতা ঝরতে লাগল। তখন তিনি বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ' 'সুবহানাল্লাহ' ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার'– বান্দার গোনাহকে ঝরিয়ে দেয় যেভাবে ঐ গাছের পাতা ঝরছে। –(তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।)

দারিদ্র্য দূর হওয়ার দোয়া

হাদীস : ২২০৪ ॥ (তাবেঈ) মাকহুল হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) একবার আমাকে বলেন, "লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লাবিল্লাহ' বেশি বেশি বলবে, কেননা তা জান্নাতের ভাণ্ডারের বাক্যবিশেষ। মাকহুল বলেন, যে বলবে, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহি ওয়ালা মানজাআ মিনাল্লাহি ইল্লা ইলাইহি' আল্লাহ তার সত্তরটি কষ্ট দূর করে দিবেন, যার তুচ্ছটা হল দারিদ্র্য। –(তিরমিযী এটা বর্ণনা করে বলেন, এর সনদ মুত্তাসিল নহে। মাকহুল হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে হাদীসটি শুনেন নি।)

নিরানব্বইটি রোগের ঔষধ

হাদীস : ২২০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহি' নিরানব্বইটি রোগের ঔষধ, যাদের সহজটা হল চিন্তা। – বায়হাকী

আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা

হাদীস : ২২০৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার আমাকে বললেন, আরশের নিচের ও বেহেশতের ভাণ্ডারের একটি বাক্য কি তোমাকে জানিয়ে দিব না– 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ' আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমার বান্দা সম্পূর্ণভাবে আমাতে আত্মসমর্পণ করল। উক্ত হাদীস দুটি বায়হাবী দা'ওয়াতুল কবীরে বর্ণনা করেছেন।

ইবাদত পূর্ণ করতে হলে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে

হাদীস : ২২০৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, 'সুবহানাল্লাহ' হল বান্দাদের ইবাদত, 'আলহামদুলিল্লাহ' হল কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বাক্য, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' হল তাওহীদের কালেমা এবং 'আল্লাহ আকবার' পূর্ণ করে আসমান ও যমীনের মধ্যে যা আছে তাকে। বান্দা যখন বলে, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' আল্লাহ তায়ালা বলেন, সে সম্পূর্ণভাবে আমাতে আত্মসমর্পণ করল। –(রযীন)

অষ্টম অধ্যায়

ক্ষমা চাওয়া বা তওবা করা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) প্রতিদিন সত্তর বারের অধিক তওবা করতেন

হাদীস : ২২০৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, খোদার কসম! আমি দৈনিক সত্তর বারেরও বেশি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই ও তওবা করি। –(বোখারী)

প্রতিদিন একশতবার আস্তাগফিরুল্লাহ পড়া

হাদীস : ২২০৯ ॥ হযরত আগার মুযানী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহর কাছে তওবা কর, আর আমিও দৈনিক একশত বার তার কাছে তওবা করি। –(মুসলিম)

রাসূল (স) নিজের জন্য হারাম করেছিলেন জুলুমকে

হাদীস : ২২১০ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) আল্লাহর নাম করে বলেছেন, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তায়ালা বলেন, হে আমার বান্দাগণ! আমি জুলুমকে আমার জন্য হারাম করেছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম করেছি। সুতরাং তোমরা পরস্পরে জুলুম করবে না। আমার বান্দাগণ, তোমাদের প্রত্যেকেই পথহারা; কিন্তু আমি যাকে পথ দেখাই। সুতরাং তোমরা আমার কাছে পথের সন্ধান চাও। আমি তোমাদেরকে পথ দেখাব। হে আমার বান্দাগণ! তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত; কিন্তু আমি যাকে আহার করাই। অতএব তোমরা আমার কাছে খাদ্য চাও আমি তোমাদেরকে খাওয়াব। আমার বান্দাগণ, তোমাদের প্রত্যেকেই নাঙ্গা; কিন্তু আমি যাকে পরাই। সুতরাং তোমরা আমার কাছে পরিচ্ছদ চাও। আমি তোমাদেরকে পরাব।

আমার বান্দাগণ! তোমরা অপরাধ করে থাক রাত-দিন, আর আমি সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে দেই। সুতরাং তোমরা আমার কাছে মাফ চাও, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দেব। আমার বান্দাগণ! তোমার আমার ক্ষতি–করার সাধ্য রাখ না যে, আমার ক্ষতি করবে এবং আমার উপকার করারও সাধ্য রাখ না যে, আমার কোন উপকার করবে। অতএব আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আওয়াল ও আখের, সমস্ত মানুষ ও জ্বিন তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরহেযগার ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় অন্তর দিয়ে পরহেযগার হয়ে যায়, তা আমার রাজ্যের কিছুমাত্র বৃদ্ধি করতে পারবে না। আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আওয়াল ও আখের, সমস্ত মানুষ ও জ্বিন তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অনাচারী ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় অন্তর নিয়ে অনাচার করে–এটা আমার রাজ্যের কিছুমাত্র লোকসান করতে পারবে না। আমার বান্দাগণ! যদি তোমাদের আওয়াল ও আখের, সমস্ত মানুষ ও জ্বিন একই মাঠে দাঁড়িয়ে একত্রে আমার কাছে চাও, আর আমি তোমাদের প্রত্যেককে তার চাওয়া জিনিস দেই, তা আমার কাছে যা আছে তার কিছুই কমাতে পারবে না, অতখানি ব্যতীত যতখানি কমায় একটি সুঁই যখন সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়া হয়। আমার বান্দাগণ! বাকি রইল তোমাদের ভাল-মন্দ আমল–তা আমি যথাযথভাবে রক্ষা করি, সে যেন আল্লাহর শোকর করে, আর যে মন্দ লাভ করে, সে যেন নিজেকে ব্যতীত কাউকেও তিরস্কার না করে। –(মুসলিম)

www.waytojannah.com

ইলম বিস্তারের জন্য গমন করে মৃত্যু হলে আল্লাহ পছন্দ করেন

হাদীস : ২২১১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে এক ব্যক্তি ছিল, যে নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছিল। অতপর সে ফত্ওয়া জিজ্ঞেস করার জন্য বের হল এবং একজন দরবেশের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, এমন ব্যক্তির জন্য তওবা আছে কিনা? তিনি বললেন, নাই। সে তাকেও হত্যা করল এবং বরাবর লোকদেরকে জিজ্ঞেস করতে লাগল। এক ব্যক্তি বলল, অমুক গ্রামে গিয়ে অমুক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস কর। এ সময় তার মউত এসে গেল এবং মৃত্যুকালে সে নিজের সিনাকে ঐ গ্রামের দিকে কিছু বাড়িয়ে দিল। অতপর রহমতের ফেরেশতারা ও আযাবের ফেরেশতারা পরস্পর ঝগড়া করতে লাগল, কারা তার রূহ নিয়ে যাবে। এ সময় আল্লাহ তায়ালা ঐ গ্রামকে বলল, তুমি মৃতের কাছে আস আর তার নিজ গ্রামকে বলল, তুমি দূরে সরে যাও। অতপর ফেরেশতাদের বললেন, তোমরা উভয় দিকের দূর মেপে দেখ। মাপে তাকে এ গ্রামের দিকে এক বিঘত নিকেট পাওয়া গেল। সুতরাং তাকে মাফ করে দেয়া হল। –(বোখারী ও মুসলিম)

গোনাহ করে ক্ষমা চাইতে হয়

হাদীস : ২২১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন তাঁর শপথ যার হাতে আমার জান রয়েছে– যদি তোমরা গোনাহ না করতে, আল্লাহ তোমাদের সরিয়ে দিতেন এবং এমন জাতিকে সৃষ্টি করতেন যারা গোনাহ করে আল্লাহ তায়ালার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করত, আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দিতেন। –(মুসলিম)

তওবার জন্য আল্লাহপাক হাত প্রসারিত করেন

হাদীস : ২২১৩ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা রাতে আপন হাত প্রসারিত করেন, যাতে দিনের গোনাহগার তওবা করে, আবার দিনের বেলায় হাত প্রসারিত করেন, যাতে রাতের গোনাহগার তওবা করে। এভাবে তিনি করতে থাকবেন, যে পর্যন্ত না পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হয়। –(মুসলিম)

ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করেন

হাদীস : ২২১৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেন, যখন বান্দাহ গোনাহ স্বীকার করে এবং মাফ চায়, আল্লাহ তা কবুল করেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

ফজরের পর তওবা করতে হয়

হাদীস : ২২১৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা কবুল করবেন। –(মুসলিম)

তওবা করলে আল্লাহ খুশি হন

হাদীস : ২২১৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবায় আনন্দিত হন, যখন সে তাঁর কাছে তওবা করে, তোমাদের মধ্যকার সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক, যার বাহন একটি মরুপ্রান্তের তার কাছে হতে ছুটে পালায়, আর তার উপর থাকে তার খাদ্য ও পানীয়। তাতে সে হতাশ হয়ে যায়। অতপর সে একটি গাছের কাছে এসে তার ছায়ায় শুয়ে পড়ে– সে তার বাহন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ। এ অবস্থায় সে হঠাৎ দেখে, বাহন তার কাছে দাঁড়ান। সে তার লাগাম ধরে এবং আনন্দের আতিশয্যে বলে ওঠে, হে খোদা! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রভু! সে ভুল করে আনন্দের আতিশয্যে। –(মুসলিম)

আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করেন

হাদীস : ২২১৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন বান্দা অপরাধ করলে এবং বলল প্রভু হে! আমি অপরাধ করেছি, তুমি তা ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তার একজন প্রভু আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা তাতে শাস্তি দেন? আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম। অতপর আল্লাহ যত দিন ইচ্ছা করলেন, তত দিন সে অপরাধ না করে রইল। আবার অপরাধ করল এবং বলল, প্রভু হে! আমি আবার অপরাধ করেছি, তা ক্ষমা কর। তখন আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি জানে যে, তার একজন প্রভু আছেন, যিনি অপরাধ ক্ষমা করেন অথবা তাকে শাস্তি দেন? আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করলাম। সে যা ইচ্ছা করুক। –(বোখারী ও মুসলিম)

অমুককে ক্ষমা করবে না এ কথা বলা উচিত নয়

হাদীস : ২২১৮ ॥ হযরত জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, আল্লাহর কসম! আল্লাহ অমুককে মাফ করবেন না। তখন আল্লাহ তায়ালা বলেন, কে আছে– যে আমাকে কসম দিতে পারে। যে, আমি অমুককে মাফ করব না। আমি তাকে মাফ করলাম এবং তোমার আমল নষ্ট করে দিলাম। রাবী বলেন, তিনি এমন অথবা এর অনুরূপ বলেছেন। –(মুসলিম)

www.waytojannah.com

বড় ইস্তেগফার হল এরূপ বলা হে আল্লাহ তুমি ছাড়া প্রভু নেই

হাদীস : ২২১৯ ॥ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সাইয়্যেদুল ইস্তেগফার বা শ্রেষ্ঠ ইস্তেগফার হল তোমরা এমন বলা, হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রভু, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা, আমি আমার সাধ্যানুযায়ী তোমার চুক্তি ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার কৃতকার্যের মন্দ পরিণাম হতে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আমি স্বীকার করি আমার প্রতি তোমার দানকে এবং স্বীকার করি আমার অপরাধকে। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা কর। কেননা, তুমি ব্যতীত অপরাধ রাশি ক্ষমা করার আর কেউ নেই।

অতপর রাসূল (স) বলেন, যে এ বিশ্বাস করে দিনে বলবে আর সন্ধ্যার আগে মারা যাবে, সে বেহেশতীদের অন্তর্গত হবে এবং যে এ বিশ্বাস করে রাতে বলবে আর সকাল হওয়ার আগে মারা যাবে সে বেহেশতীদের অন্তর্গত হবে।

-(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ক্ষমার আশা করলে আল্লাহ পাক ক্ষমা করেন

হাদীস : ২২২০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আদম সন্তান! যাবৎ তুমি আমাকে ডাকবে এবং আমার ক্ষমার আশা রাখবে আমি তোমাকে ক্ষমা করব। তোমার অবস্থা যা হোক না কেন- আমি কারও পরওয়া করি না। আদম সন্তান! তোমার গোনাহ যদি আকাশ পর্যন্তও পৌছে, অতপর তুমি আমার কাছে ক্ষমা চাও। আমি তোমাকে ক্ষমা করব, আমি কারও পরওয়া করি না। আদম সন্তান! তুমি যদি পৃথিবী পরিমাণ গোনাহ নিয়েও আমার সাক্ষাৎ কর এবং আমার সাথে কাউকেও শরিক না করে আমার সাক্ষাৎ কর, আমি পৃথিবী পরিমাণ ক্ষমা নিয়ে তোমার কাছে উপস্থিত হব। -(তিরমিযী। আর আহমদ ও দারেমী আবু যর (রা) হতে। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন

হাদীস : ২২২১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, যে জানে যে, আমি গোনাহ মাফ করার অধিকারী, আমি তাকে মাফ করে দিব এবং আমি কারও পরওয়া করি না। যে পর্যন্ত না সে আমার সাথে কাউকে শরিক না করে। -(শরহুস সুন্নাহ)

ক্ষমা প্রার্থনা করলে চিন্তা থেকে মুক্ত থাকা যায়

হাদীস : ২২২২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে সর্বদা ক্ষমা চায় আল্লাহ তায়ালা তার জন্য প্রত্যেক সংকীর্ণতা হতে একটি পথ বের করে দেন এবং প্রত্যেক চিন্তা হতে তাকে মুক্তি দেন, আর তাকে রিযিক দান করে যেখান হতে সে কখনও ভাবেনি। -(আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

রাসূল (স) প্রতিদিন সত্তরবার ক্ষমা প্রার্থনা করবে

হাদীস : ২২২৩ ॥ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে বাস্তবে পুনঃ পুনঃ অপরাধ করে নি যে ক্ষমা চেয়েছে, যদিও সে দৈনিক সত্তরবার তা করে থাকে। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

প্রত্যেক আদম সন্তানই অপরাধী

হাদীস : ২২২৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) প্রত্যেক আদম সন্তানই অপরাধী আর উত্তম অপরাধী তারাই যারা তওবা করে। -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

মু'মিন গোনাহ করলে অন্তরে কালো দাগ পড়ে

হাদীস : ২২২৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) মু'মিন যখন কোন গোনাহ্ করে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। অতপর যদি সে তওবা করে ও ক্ষমা চায়, তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়, আর যদি গোনাহ বেশি হয় দাগও বেশি হয়, অবশেষে তা তার অন্তরের উপর ছেয়ে যায়। এটা সে মরিচা, যার উল্লেখ আল্লাহ তায়ালা আপন কালামে করেছেন। 'কখনই না বরং তাদের অন্তরে মরিচাস্বরূপ লেগে গেছে যা তারা বরাবর উপার্জন করেছে।' (সূরা মুতাফিফিফীন।) -(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।)

আল্লাহ পাক বান্দার তওবা কবুল করে থাকেন

হাদীস : ২২২৬ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) নিশ্চয়, আল্লাহ বান্দার তওবা কবুল করেন, যে পর্যন্ত না তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

শয়তান মানুষদের ওয়াসওয়াসা দিতে থাকবে

হাদীস : ২২২৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল বলেছেন, (স) শয়তান বলল, প্রভু হে! তোমার

www.waytojannah.com

ইজ্জতের কসম– আমি তোমার বান্দাদেরকে গোমরাহ করতে থাকব, যে পর্যন্ত তাদের প্রাণ দেহে থাকে তখন প্রভু পরওয়ারদেগার আযযা ও জাল্লা বললেন, আমার ইজ্জত ও জালাল ও উচ্চ মর্যাদার কসম– আমি তাদেরকে মাফ করতে থাকব যে পর্যন্ত তারা আমার কাছে মাফ চাইতে থাবে। –(আহমদ)

তওবার জন্য পশ্চিম দিকে একটি দরজা খোলা আছে

হাদীস : ২২২৮ ॥ হযরত সাফওয়ান ইবনে আসসালা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তওবার জন্য পশ্চিম দিকে একটি দরজা খুলে রেখেছেন, যার প্রশস্ততা সত্তর বছরের পথ, যে পর্যন্ত না সূর্য ঐদিক হতে উদিত হবে উহা বন্ধ করা হবে না। আর এটাই হল কুরআনে আল্লাহ আয্যা ও জাল্লার কওল, 'যে দিন তোমার প্রভু কোন এক নিদর্শন পৌঁছবে, সেদিন কাউকেও তার ঈমান কাজ দিবে না, যে এর পূর্বে ঈমান আনে নি। (সূরা আনআম আয়াত–১৫৮)–(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

হিযরতের ধারা বন্ধ হবে না যতক্ষণ তওবার দরজা বন্ধ হয়

হাদীস : ২২২৯ ॥ হযরত মুআবিয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হিজরতের ধারা বন্ধ হবে না, যতক্ষণ না তওবার দরজা বন্ধ হয়। আর তওবার দরজা বন্ধ হবে যতক্ষণ না সূর্য আপন অস্তধাম হতে উদিত হয়। –(আহমদ, আবু দাউদ ও দারেমী)

গোনাহকে ক্ষমা করে দেয়া হল

হাদীস : ২২৩০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে দু ব্যক্তি পরস্পর বন্ধু ছিল। তাদের একজন বড় আবেদ ছিল, আর অপরজন বলতে আমি গোনাহগার। আবেদ তাকে বলত বিরত থাক যাতে তুমি লিপ্ত আছ তা থেকে, আর সে বলত আমাকে আমার পরওয়ারদেগারের সাথে ছেড়ে দাও। অবশেষে একদিন সে তাকে এমন একটি অপরাধে লিপ্ত পেল যাকে সে কড়া গুরুতর মনে করল এবং বলল বিরত থাক। সে বলল, আমাকে আমার পরওয়ারদেগারের সাথে ছেড়ে দাও। তোমাকে কি আমার উপর দারোগা করা হয়েছে? তখন সে বলল, খোদার কসম, তোমাকে আল্লাহ কখনও মাফ করবেন না এবং বেহেশতে দাখিল করবেন না। অতপর আল্লাহ তাদের কাছে একজন ফেরেশতা পাঠালেন। সে তাদের উভয়ের রূহ কবজ করল এবং তারা উভয়ে আল্লাহর সমীপে একত্র হল। তখন তিনি গোনাহগারকে বললেন, আমার রহমতের দ্বারা তুমি বেহেশতে দাখিল হও। আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে বললেন, তুমি কি আমাকে আমার বন্দার প্রতি রহম করতে বাধা দিতে পার? সে বলল, না প্রভু! আল্লাহ বললেন, একে দোযখের দিকে নিয়ে যাওয়া। –(আহমদ)

আল্লাহর কাছ থেকে নিরাশ হবে না

হাদীস : ২২৩১ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে কুরআনের এ আয়াত পড়তে শুনেছি, 'ওহে! যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হইও না, কেননা, আল্লাহ মাফ করেন সমস্ত গোনাহ।' (সূরা যুমার, আয়াত-৫৩)। আর তিনি কারও পরওয়া করেন না। –(আহমদ ও তিরমিযী। তিনি বলেন, এটা হাসান ও গরীব।) - যঈফ (৫০০)

রাসূল (স) বড় গোনাহ ক্ষমা করার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

হাদীস : ২২৩২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, (কুরআনে) আল্লাহ তায়ালার এ মহাবাণী সম্পর্কে বর্ণিত আছে, 'সগীরা গোনাহ ব্যতীত' রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ! যদি তুমি ক্ষমা কর, ক্ষমা কর বড় গোনাহ। কেননা, তোমার কোন বান্দা আছে, যে ছোট গোনাহ করে নি? –(তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব।)

আল্লাহর কাছে পথের সন্ধান চাইতে হয়

হাদীস : ২২৩৩ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন, হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই পথহারা, কিন্তু আমি যাকে পথ দেখিয়েছি, সুতরাং আমার কাছে পথের সন্ধান চাও, আমি তোমাদেরকে পথ দেখাব। তোমাদের প্রত্যেকেই অভাবী, কিন্তু আমি যাকে অভাবমুক্ত করেছি, সুতরাং আমার কাছে চাও আমি তোমাদেরকে রিযিক দেব। তোমাদের প্রত্যেকেই অপরাধী, কিন্তু আমি যাকে নিরাপদ রেখেছি (বা বাঁচাইয়াছি), সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে বিশ্বাস করে যে, আমি ক্ষমা করার ক্ষমতা রাখি, অতপর সে আমার কাছে ক্ষমা চাও, আমি তাকে ক্ষমা করি এবং আমি কারও পরওয়া করি না। যদি তোমাদের আওয়াল ও আখের, জীবিত ও মৃত, কাঁচা-শুকনা (ছেলে-বুড়া) সকলেই আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরহেযগার ব্যক্তির অন্তরে ন্যায় এক অন্তর হয়ে যায়– এটা আমার রাজ্যে একটি মাছির পালক পরিমাণও বৃদ্ধি করতে পারে না, আর যদি তোমাদের আওয়াল ও আখের, জীবিত ও মৃত, কাঁচা ও শুকনা– সকলেই আমার বান্দাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য ব্যক্তির অন্তরের ন্যায় এক অন্তর হয়ে যায়–

www.waytojannah.com

তাও আমার রাজ্যে এক মাছির পালক পরিমাণও কমাতে পারে না। যদি তোমাদের আওয়াল ও আখের, জীবিত ও মৃত এবং কাঁচা ও শুকনা– সকলেই এক প্রান্তরে একত্র হয়, অতপর তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী আমার কাছে চায়, আর আমি তোমাদের প্রত্যেক সওয়ালকারীকে দান করি তা আমার রাজ্যে কিছুমাত্র কমাতে পারবে না। যেমন, যদি তোমাদের কেউ সমুদ্রে পৌঁছে আর তাতে একটি সুঁই ডুবায় অতপর তা উঠায়। এটা এ জন্য যে, আমি বড় দাতা-প্রশস্ত দাতা; আমি করি যা ইচ্ছা। আমার দান হল আমার কালাম মাত্র, আমার শাস্তি হল আমার হুকুম মাত্র, আর আমার কোন বিষয়ের হুকুম হল যখন আমি ইচ্ছা করি– আমি বলি, হয়ে যাও, সাথে সাথে তা হয়ে যায়। –(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) – যঈফ (৫০১)

আল্লাহ ভয়ের ও ক্ষমার অধিকারী

হাদীস : ২২৩৪ ॥ হযরত আনাস (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি এ আয়াত পাঠ করেন– "তিনি (আল্লাহ) হলেন ভয়ের অধিকারী ও ক্ষমার অধিকারী"– বললেন, তোমারদের পরওয়ারদেগার বলেন, আমি লোকের ভয় পাওয়ার অধিকারী; সুতরাং যে আমাকে ভয় করল, আমি তাকে ক্ষমা করারও অধিকারী। –(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী) – যঈফ (৫০২)

রাসূল (স) একশতবার এস্তেগফার পড়তেন

হাদীস : ২২৩৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি একই মজলিসে রাসূল (স)-কে এস্তেগফার একশতবার গুনতাম– তিনি বলতেন, 'রাব্বিগ্‌-(ফিরলী, ওয়াতুব আলাইয়া, ইন্নাকা আন্তাত্‌ তাওয়্যাবুল গাফুর– পরওয়ারদেগার! তুমি আমাকে মাফ কর এবং আমার তওবা কবুল কর। কেননা, তুমি হও তওবা কবুলকরণেওয়ালা ও মাফ করণেওয়ালা। –(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

জিহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করেও তওবার গুণে ক্ষমা পাবে

হাদীস : ২২৩৬ ॥ রাসূল (স)-এর আযাদকৃত গোলাম যায়েদের পুত্র ইয়াসার, তার পুত্র বেলাল বলেন, আমার পিতা আমার দাদার মাধ্যমে বলেন যে, আমার দাদা যায়দ বলেছেন, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি বলল 'আসাতগফিরুল্লাহাল্লাযী' লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম, ওয়া আতুবু ইলাহি'– আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই যিনি ছাড়া কোন ক্ষমা করার কোন মা'বুদ নেই, যিনি চিরঞ্জীব, চির প্রতিষ্ঠাতা এবং তার কাছে তওবা করি– আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন, যদিও সে জেহাদের ছফ হতে পলায়ন করে থাকে। –(তিরমিযী ও আবু দাউদ। তবে আবু দাউদ বলেন, বর্ণনাকারীর নাম হল হেলাল ইবনে ইয়াসার। অর্থাৎ বেলালের পরিবর্তে হেলাল। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সন্তানের নেক দোয়া মর্যাদা উচ্চ করে

হাদীস : ২২৩৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ আযাযা ও জাল্লা বেহেশতে তাঁর কোন নেক বান্দার মর্যাদা বলুন্দ করবেন আর সে বলবে, প্রভু হে! আমার এ মর্যাদা বৃদ্ধি কী কারণে হল? তখন আল্লাহ বলবেন, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা চাওয়ার কারণে। –(আহমদ)

মৃত ব্যক্তি সাহায্য প্রার্থী পানিতে পড়ার মত

হাদীস : ২২৩৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয় মৃত ব্যক্তি হল সাহায্যপ্রার্থী পানিতে পড়া ব্যক্তির ন্যায়, সে তার বাপ, মা, ভাই-বন্ধুর দোয়া পৌঁছার অপেক্ষায় থাকে। যখন তার কাছে তা পৌঁছে, তখন তা তার কাছে সমগ্র দুনিয়া ও তার সামগ্রী অপেক্ষাও প্রিয়তর হয় এবং আল্লাহ তায়ালা কবরবাসীদেরকে যমীনবাসীদের দোয়ার কারণে পর্বত-সমতুল্য রহমত পৌঁছান, আর জীবিতদের পক্ষ হতে মৃতদের জন্য হাদিয়া তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়া। –(বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে) মুনকার ৫০৩

যে ইস্তেগফার বেশি করবে সে আনন্দ পাবে

হাদীস : ২২৩৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বসুরা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আনন্দ তার জন্য, যার আমলনামায় ইস্তেগফার বেশি পাওয়া যাবে। –(ইবনে মাজাহ। আর নাসাঈ তাঁর কিতাব আমলু ইয়াওমিন ওয়া লায়লাতিন।)

ভালো হল তারা যারা ভাল কাজ করে খুশি হয়

হাদীস : ২২৪০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হে আল্লাহ! আমাকে তাদের অন্তর্গত কর, যারা– যখন ভাল কাজ করে খুশি হয় এবং যখন মন্দ কাজ করে ক্ষমা চায়। –(ইবনে মাজাহ। আর বায়হাকী দা'ওয়াতুল কবীরে।) – যঈফ (৫০৪)

www.waytojannah.com

মু'মিন গোনাহকে ভয় পায়

হাদীস : ২২৪১ ॥ (তাবেঈ) হারেস ইবনে সুওয়াইদ বলেন, আমাকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা) দুটি কথা বলেছেন– একটি রাসূল (স)-এর পক্ষ হতে, অপরটি নিজের পক্ষ হতে। তিনি বলেছেন, মু'মিন নিজের গোনাহকে এরূপ মনে করে, যেন সে কোন পাহাড়ের নিচে বসা, যা সে তার উপর ভেঙে পড়ার আশঙ্কা করে। পক্ষান্তরে ফাজের ব্যক্তি আপন গোনাহকে দেখে– যেন একটি মাছি তার নাকের উপর বসল, আর সে আপন হাতের ইঙ্গিতে তাকে তাড়িয়ে দিল। অতপর তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তার মু'মিন বান্দার তওবায় সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক খুশি হন, যে কোন ধ্বংসকারী মরুভূমিতে পৌঁছেছে, আর তার সাথে তার বাহন রয়েছে, যার উপর তার খাদ্য ও পানীয় রয়েছে। সে সেখানে যমীনে মাথা রাখল এবং সামান্য ঘুমাল। অতপর জেগে দেখল তার বাহন ভেগে গেছে। সে তা তালাশ করতে লাগল, অবশেষে তাপ ও পিপাসা এবং অপরাপর কষ্ট যা আল্লাহর মর্জিতাকে কাতর করে ফেলল। তখন সে সিদ্ধান্ত করল, আমি যেখানে ছিলাম সেখানে গিয়ে শুয়ে থাকব, যে পর্যন্ত না মরে যাই। সুতরাং সে তথায় আপন বাহুর উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ল যাতে সে মরে যায়। এ সময় হঠাৎ জেগে দেখে তার বাহন তার নিকেট– তার উপর তার পাথেয় পেয়ে যেরূপ খুশি হয়েছে, তার অপেক্ষাও অধিক খুশি হন। –(মুসলিম শুধু মর'ফু অংশ এবং বুখারী মওকুফ এবং মরফু' উভয় অংশ বর্ণনা করেছেন।)

গোনাহ করে তওবা করলে আল্লাহ খুশি হন

হাদীস : ২২৪২ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ ভালবাসেন সে মু'মিন বান্দাকে যে গোনাহে পতিত হয়ে তওবা করে। - (৫০৫)

আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকে নিরাশ হতে নেই

হাদীস : ২২৪৩ ॥ হযরত সওবান (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি এ আয়াতের পরিবর্তে সমগ্র **দুনিয়া লাভ হওয়াকে আমি** ভালবাসি না, 'আমার বান্দাগণ' যারা নিজেদর প্রতি অবিচার করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না।' এ সময় এক ব্যক্তি বলে উঠল, যে শিরক করছে? রাসূল (স) কিছুক্ষণ চুপ রইলেন, অতপর তিনবার বললেন, যে শিরক করেছে সেও। - ৫০৬

মুশরিক অবস্থায় মারা গেলে ক্ষমা পাবে না

হাদীস : ২২৪৪ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাকে মাফ করে দেন, যতক্ষণ না পর্দা পড়ে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পর্দা কি? তিনি বললেন, কোন ব্যক্তির মুশরিক অবস্থা ইন্তেকাল করা। –উক্তি হাদীসটি তিনটি আহমদ বর্ণনা করেছেন। আর বায়হাকী কেবল শেষোক্ত কিতাবুল বা'সে ওয়ান্নুশূরে। - ৫০৭

আল্লাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন

হাদীস : ২২৪৫ ॥ হযরত আবু যর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে আল্লাহর সাথে কাউকেও সমান না করে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করবে আর তার উপর পাহাড় পরিমাণ গোনাহর বোঝাও থাকবে, আল্লাহ তাকে মাফ করে দিবেন। –(বায়হাকী কিতাবুল বা'সে ওয়ান্নুশূরে)

তওবা করলে সম্পূর্ণ পাপ মুক্ত হয়ে যায়

হাদীস : ২২৪৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গোনাহ হতে তওবাকারী তার ন্যায় যার কোন গোনাহ নেই। –(ইবনে মাজাহ)

বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে বলেন, নাহ্রানী এটা এক বর্ণনা করেছেন, অথব তিনি হলেন 'মাজহুল' ব্যক্তি। শরহুস্ সুন্নাহর বাগাবী এটাকে মওকুফ অর্থাৎ আবদুল্লাহর কথা হিসেবে বর্ণনা করেছে। আবদুল্লাহ বলেছেন, অনুশোচনাই হল তওবা আর তওবাকারী হল তার ন্যায় যার কোন গোনাহ নেই।

নবম অধ্যায়

আল্লাহর রহমত ও দয়ার অসীমতা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর দয়া তাঁর ক্রোধের চেয়ে অনেক বেশি

হাদীস : ২২৪৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ যখন মাখলুক সৃষ্টির ইচ্ছা করলেন, একটি লিপি লিখলেন, যা তাঁর কাছে তাঁর আশের উপর আছে, আমার দয়া আমার ক্রোধ অতিক্রম করেছে। **অন্য বর্ণনায়** আছে, আমার ক্রোধের উপর জয়লাভ করেছে। –(বোখারী ও মুসলিম)

www.waytojannah.com

আল্লাহপাকের একশত রহমত আছে

হাদীস : ২২৪৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর একশত রহমত রয়েছে, যা হতে একটি মাত্র রহমত তিনি জ্বিন, মানুষ, পশু ও কীট-পতঙ্গের মধ্যে নাযিল করেছেন। আর তার দ্বারা একে অন্যকে মায়া করে। তা দিয়েই তারা একে অন্যকে দয়া করে এবং তা দিয়েই ইতর প্রাণীরা তাদের সন্তানকে ভালোবাসে। বাকি নিরানব্বইটা আল্লাহ তায়ালা পরের জন্য রেখে দিয়েছেন, যা দিয়ে তিনি কিয়ামতের দিন আপন বান্দাদের রহম করবেন।

-(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় হযরত সালমান ফারসী হতে এর অনুরূপ রয়েছে। তার শেষের দিকে আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কিয়ামতের দিন হবে, আল্লাহ ঐ সকল রহমত দিয়ে তাদেরকে পূর্ণ করবেন।

আল্লাহপাকের দয়া সম্পর্কে অবগত থাকলে নিরাশ হবে না

হাদীস : ২২৪৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি মু'মিন জানত আল্লাহর কাছে কি শাস্তি রয়েছে, তা হলে তাঁর জান্নাতের আশা কেউ করত না, আর যদি কাফের জানত আল্লাহর কাছে কি দয়া রয়েছে, তবে কেউ তাঁর জান্নাত হতে নিরাশ হত না। -(বোখারী ও মুসলিম)

বেহেশত দোযখ আমল অনুযায়ী কাছে ও দূরে

হাদীস : ২২৫০ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বেহেশত তোমাদের কারও জন্য জুতার দোয়ালী অপেক্ষাও অধিক কাছে আর দোযখও তদ্রূপ। -(বোখারী)

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল ক্ষমতার অধিকারী

হাদীস : ২২৫১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক ব্যক্তি, যে কখনও কোন ভাল কাজ করে নি, আপন পরিজনকে বলল, অপর বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি নিজের প্রতি অবিচল করল, কিন্তু যখন তার মৃত্যু উপস্থিত হল, নিজের সন্তানদের ওসিয়ত করল, যখন সে মারা যাবে তখন তাকে যেন পুড়িয়ে ফেলা হয়, অতপর তার অর্ধেক ডাঙ্গায় ও অর্ধেক সমুদ্রে ছিটানো হয়। খোদার কসম! যদি তিনি তাকে ধরতে সক্ষম হন, তবে এমন শাস্তি দিবেন যা জগতের কাউকেও কখনও দেন নি। যখন সে মারা গেল, তারা তার নির্দেশ অনুসারেই কাজ করল। অতপর আল্লাহ সমুদ্রকে হুকুম দিলেন, সমুদ্র যা তার মধ্যে ছিল তার একত্র করে দিল। এভাবে ডাঙ্গাকে হুকুম দিলেন, ডাঙ্গা তার মধ্যে যা ছিল তা একত্র করে দিল। অতপর আল্লাহ তাকে জিজ্ঞেস করল কেন তুমি এমন করেছিলে? সে বলল, তোমার ভয়ে প্রভু! তুমি তা জান। এ কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর দয়ার কোন সীমারেখা নেই

হাদীস : ২২৫২ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, একবার রাসূল (স)-এর কাছে কতক যুদ্ধবন্দি আসল। দেখা গেল একটি স্ত্রীলোকের দুধ ঝরে পড়ছে, আর সে শিশুর তালাশে দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ সে বন্দিদের মধ্যে একটি শিশু পেল এবং তাকে কোলে টেনে নিল ও দুধ পান করাল। তখন রাসূল (স) আমাদেরকে বললেন, তোমাদের কি মনে হয় এই স্ত্রী লোকটি নিজের ছেলেকে আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে? আমরা আরয করলাম কখনও না ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি সে নিক্ষেপ না করার প্রতি শক্তি রাখে। রাসূল (স) বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তাঁর বন্দার প্রতি এ স্ত্রীলোকের তার সন্তানের প্রতি দয়া অপেক্ষা অধিক দয়াবান।-(বোখারী ও মুসলিম)

কারও আমল মুক্তি দিতে পারে না

হাদীস : ২২৫৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) তোমাদের কাউকেও তার আমল মুক্তি দিতে পারবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনাকেও নয় ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, আমাকেও নয়। অবশ্য যদি আল্লাহ নিজ রহমত দিয়ে আমাকে ঢেকে নেন। তবে তোমরা ঠিকভাবে কাজ করতে থাকবে ও মধ্যমপন্থায় থাকবে এবং সকাল, সন্ধ্যা ও রাতে কিছু কাজ করবে। সাবধান! তোমরা মধ্যমপন্থা এখতিয়ার করবে, মধ্যমপন্থা এখতিয়ার করবে- তাতে তোমরা গন্তব্যস্থলে পৌছবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহর রহমত ব্যতীত কেউ বেহেশতে যেতে পারবে না

হাদীস : ২২[illegible] ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কাউকে তার কর্ম বেহেশতে পৌছাতে পারবে না এবং তাকে দোযখ হতেও বাঁচাতে পারবে না, এমন কি আমাকেও না, আল্লাহর রহমত ছাড়া।

-(মুসলিম)

www.waytojannah.com

খাঁটিভাবে ইসলাম গ্রহণ করলে মুক্তি পাবে

হাদীস : ২২৫৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন বান্দা ইসলাম গ্রহণ করে আর তার ইসলাম গ্রহণ খাঁটি হয়, আল্লাহ তা দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করে দেন, সে পূর্বে যা অপরাধ করেছে। অতপর তার সৎ কাজ হয় অসৎ কাজের বিনিময়– সৎ কাজ তার দশগুণ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত লেখা হয়; আর অসৎ কাজ তার এক গুণমাত্র– তবে আল্লাহ যাকে তা ছেড়ে দেন। –(বোখারী)

আল্লাহর পাক পাপ-পুণ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন

হাদীস : ২২৫৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ পাপ-পুণ্য সম্পর্কে নির্ধারণ করে রেখেছেন, যে ব্যক্তি পুণ্যের সংকল্প কর আর তা সম্পাদন করে, আল্লাহ তার জন্য তা নিজের একটি পূর্ণ পুণ্যরূপে লেখেন। আর যদি তার সংকল্প করে অতপর তা সম্পাদন করে, আল্লাহ তার জন্য তাকে দশ গুণ হতে সাত শত গুণ বরং বহুগুণ পর্যন্ত পুণ্যরূপে লেখেন। আর যে পাপের সংকল্প করে অতপর তা সম্পাদন না করে, আল্লাহ তার জন্য ওটাকে নিজের কাছে একটি পূর্ণ পুণ্যরূপে লেখেন। আর যদি সে উহার সংকল্প করে অতপর সম্পাদন করে, আল্লাহ তার জন্য তাকে একটি মাত্র পাপরূপে লেখেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সৎ কাজের গুণের বর্ণনা

হাদীস : ২২৫৭ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে অসৎ কাজ করে অতপর সৎ কাজ করে, তার উদাহরণ সে ব্যক্তির ন্যায়, যার গায়ে সংকীর্ণ বর্ম রয়েছে এবং তার গলা কষে ধরেছে, অতপর সে কোন সৎ কাজ করল যাতে তার একটি গিরা খসে গেল, অতপর আরেকটি সৎ কাজ করলে ফলে আরেকটি গিরা খসে গেল। অবশেষে বর্ম মাটিতে পড়ে গেল। –(শরহে সুন্নাহ)

আল্লাহর প্রতি ভয় থাকলে দু'টি জান্নাত

হাদীস : ২২৫৮ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, তিনি রাসূল (স)-কে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ওয়ায করার সময় বলতে শুনেছেন, 'আর যে আল্লাহর সমীপে দাঁড়াবার ভয় করে, তার জন্য দু'টি জান্নাত রয়েছে। (সূরা আররাহমান, আয়াত-৪৬)। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি সে যেনা করে ও চুরি করে? তিনি তৃতীয়বার বললেন– 'আর যে আল্লাহর সমীপে দাঁড়াবার ভয় করে, তার জন্য দুইটি জান্নাত রয়েছে।' আমি তৃতীয়বার বললাম, যদি সে যেনা করে ও চুরি করে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, হ্যাঁ আবুদ্দারদার নাক কাটা গেলেও।

সন্তানের প্রতি মায়ের ভালবাসার পরিচয়

হাদীস : ২২৫৯ ॥ হযরত আমের রাম (রা) বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর কাছে ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি এসে পৌছল, যার গায়ে একটি চাদর ছিল এবং হাতে চাদর জড়ানো একটি জিনিস। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি বনের ধার দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তাতে পাখি ছানার শব্দ শুনলাম। আমি তাদের নিয়ে আমার কাপড়ে রাখলাম। এ সময় তাদের মা আসল এবং আমার মাথার উপর ঘুরতে লাগল। আমি তাদের খুলে দিলাম, আর সে তাদের মধ্যে পড়ল। আমি অমনি তাদের সকলকে আমার চাদরে জড়িয়ে ফেললাম। তারা এখন আমার সাথে। রাসূল (স) বললেন, তাদেরকে ছেড়ে দাও। আমি ছেড়ে দিলাম। কিন্তু তাদের মা তাদের ছেড়ে গেল না। তখন রাসূল (স) বললেন, ছানাদের মায়ের ছানাদের প্রতি দয়া দেখে তোমরা কি আশ্চর্য বোধ করছ? কসম তাঁর যিনি আমাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন– নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি ছানাদের মায়ের ছানাদের প্রতি দয়া অপেক্ষাও অধিক দয়াবান। তাদের নিয়ে যাও এবং সেখান থেকে নিয়ে এসেছ সেখানে তাদের মায়ের সাথে রেখে দাও। সুতরাং সে তাদের নিয়ে গেল। –(আবু দাউদ)-যঈফ ৫০৮

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর অবাধ্য কাফের ব্যতীত শাস্তি দিবেন না

হাদীস : ২২৬০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে এক যুদ্ধে ছিলাম। তিনি একদল লোকের কাছে গেলেন এবং বললেন, এরা কোন দলের লোক? তারা বলল আমরা মুসলমান। তখন একটি স্ত্রী লোক তার ডেগের নিচে আগুন ধরাচ্ছিল, আর তার সাথে ছিল তার একটি শিশু সন্তান। যখন আগুনের একটি ফুলকি উপরে উঠল অমনি সে তার সন্তানকে দূরে সরিয়ে নিল। অতপর সে রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, আপনি কি রাসূলুল্লাহ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সে বলল, আপনার প্রতি আমার মা-বাপ কোরবান যাক। বলুন, আল্লাহ কি সর্বাপেক্ষা অধিক দয়ালু নহেন? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই। তখন সে বলল, মা তো কখনও আপন সন্তানকে আগুনে ফেলে না। এটা শুনে রাসূল (স) নিচের দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে কাঁদতে লাগলেন। অতপর মাথা উঠিয়ে তার দিকে চেয়ে বললেন, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে এমন অবাধ্য সারকাশ ব্যতীত কাউকেও শাস্তি দেন না– যে আল্লাহর সাথে সারকাশী করে এবং আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই বলিতে অস্বীকার করে। –(ইবনে মাজাহ) ← যঈফ ৫০৭

www.waytojannah.com

আল্লাহর সন্তোষ লাভ করতে চাইলে ক্ষমা অবশ্যম্ভাবী

হাদীস : ২২৬১ ॥ হযরত সওবান (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, বান্দা আল্লাহর সন্তোষ লাভ করতে চায় আর উহার চেষ্টা করতে থাকে। ফলে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা জিবরাঈলকে বলেন, আমার অমুক বান্দা আমাকে সন্তুষ্ট করতে চায়। জেনে রেখ, তার প্রতি আমার দয়া আছে। তখন জিবরাঈল বলেন, আল্লাহর দয়া অমুকের প্রতি, আর এরূপ বলেন, আরশ বহনকারীগণ এবং তাদের পার্শ্বের ফেরেশতাগণ– অবশেষে ঐরূপ বলে সপ্ত আসমানের অধিবাসীগণ। অতপর দয়া তার জন্য অবতীর্ণ হয় যমীনের দিকে। –(আহমদ)

মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ উভয়ই আছে

হাদীস : ২২৬২ ॥ হযরত ওসমান ইবনে যায়দ (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আল্লাহর এ কালাম সম্পর্কে বলেছেন, "বান্দাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি অবিচার করে, তাদের মধ্যে কেউ ভাল-মন্দ উভয় করে, আর কেউ ভাল পথে অগ্রগামী হয়।" (কুরআন) এ সকলই বেহেশতে যাবে। –(বায়হাকী কিতাবুল বা'সে ওয়ান্নুশূরে)

দশম অধ্যায়

সকাল, সন্ধ্যা ও শয়নকালের দোয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) দোযখের আযাব থেকে মুক্তির জন্য প্রার্থনা

হাদীস : ২২৬৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন সন্ধ্যায় প্রবেশ করতেন, বলতেন, আমার সন্ধ্যায় প্রবেশ করলাম এবং সন্ধ্যায় প্রবেশ করল রাজ্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরিক নেই, তাঁরই শাসন, তারই প্রশংসা এবং তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাচ্ছি তোমার কাছে উহার অমঙ্গল হতে, আর তাতে যা রয়েছে তার অমঙ্গল থেকে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই অলসতা, বার্ধক্য ও বার্ধক্যের অপকারিতা এবং দুনিয়ার বিপদ ও কবরের আযাব হতে। আর যখন তিনি ভোরে প্রবেশ করতেন, তখনও ঔরূপ বলতেন। বলতেন, আমরা ভোরে প্রবেশ করলাম এবং ভোরে প্রবেশ করল রাজ্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে। অপর এক বর্ণণায় আছে, পরওয়ারদেগার! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দোযখের আযাব ও কবরের শাস্তি হতে। –(মুসলিম)

গালের নিচে হাত দিয়ে ঘুমাতে হয়

হাদীস : ২২৬৪ ॥ হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন রাত্রির শয্যা গ্রহণ করতেন, হাত গালের নিচে রাখতেন, অতপর বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার নামে মরি ও বাঁচি। আবার যখন জাগতেন তখন বলতেন, আল্লাহর শোকর যিনি মরার পর আমাদেরকে জীবিত করলেন, আর তারই দিকে প্রত্যাবর্তন। –(বোখারী, কিন্তু মুসলিম হযরত বারা হতে।)

শোয়ার পূর্বে বিছানা ঝেড়ে নিতে হয়

হাদীস : ২২৬৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ বিছানায় আশ্রয় নেয়, তখন যেন সে আপন তহবন্দের ভিতর দিক দিয়ে বিছানা ঝেড়ে নেয়। কেননা, সে জানে না তার বিছানার উপর কি এসেছে। অতপর যেন বলে, প্রভু হে! তোমারই নামে আমার পার্শ্ব রাখলাম এবং তোমারই নামে তা উঠাব। যদি তুমি আমার আত্মাকে রেখে দাও, তবে তার প্রতি দয়া কর, আর যদি তাকে ছেড়ে দাও রক্ষা কর যা দিয়ে রক্ষা কর তুমি তোমার নেক বান্দাদের। অপর বর্ণনায় আছে- অতপর যেন সে আপন ডান পার্শ্বের উপর শোয়, তৎপর বলে, তোমারই নামে --- ইত্যাদি। –(বোখারী ও মুসলিম)

অপর বর্ণনায় আছে, যেন তাকে তহবন্দের ভিতর কিনারা দিয়ে তিনবার ঝেড়ে নেয় এবং যদি তুমি আমার আত্মাকে রেখে দাও ক্ষমা করে দাও তাকে।

ডান পার্শ্বে শয়ন করা উচিত

হাদীস : ২২৬৬ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন শয্যায় আশ্রয় নিতেন ডান পার্শ্বের উপর শুতেন। অতপর বলতেন– আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার সমর্পণ করলাম, তোমার দিকে মুখ ফিরালাম আমার কাজ তোমার প্রতি ন্যস্ত করলাম এবং তোমার প্রতি আমি ভরসা করলাম– আগ্রহে ও ভয়ে। তোমার থেকে আশ্রয় পাওয়ার ও মুক্তি পাওয়ার স্থান নেই তুমি ব্যতীত। আমি বিশ্বাস করি তোমার কিতাবে যা তুমি অবতীর্ণ করেছ এবং তোমার নবীর প্রতি যাকে তুমি প্রেরণ করেছে।

www.waytojannah.com

অতপর রাসূল (স) বলেন, যে তা বলবে, তারপর রাত্রির মধ্যেই মারা যাবে, সে ইসলামের উপর মারা যাবে। অপর বর্ণনায় আছে, বারা বলেন, রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে বললেন, হে অমুক, যখন তুমি বিছানায় আশ্রয় নিবে, অযু করবে তোমার নামাযের অযুর ন্যায়, অতপর তোমার ডান পার্শ্বের উপর শয়ন করবে এবং বলবে, আল্লাহ আমি নিজেকে তোমার প্রতি সমর্পণ করলাম– থেকে প্রেরণ করেছ পর্যন্ত। তারপর রাসূল (স) বললেন, যদি তুমি সে রাতেই মারা যাও তুমি ইসলামের উপর মারা যাবে, আর যদি তুমি ভোরে ওঠ, তবে তুমি কল্যাণের সাথে উঠবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

শোয়ার পূর্বে আল্লাহর শোকর করতে হয়

হাদীস : ২২৬৭ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন বিছানায় আশ্রয় নিতেন, বলতেন, আল্লাহর শোকর যিনি আমাদেরকে খাওয়ালেন, পান করালেন, আমাদের প্রয়োজন নির্বাহ করলেন এবং আমাদেরকে আশ্রয় দিলেন, অথচ এমন কত লোক রয়েছে, যাদের না আছে কেউ প্রয়োজন নির্বাহক আর না আছে কেউ আশ্রয়দাতা।"–(মুসলিম)

যা আশা করা যায় আল্লাহর তার চেয়ে বেশি দেন

হাদীস : ২২৬৮ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, একদিন ফাতেমা চাক্কি পিষতে তার হাতে যে কষ্ট হয়, তার অভিযোগ করার জন্য রাসূল (স)-এর কাছে গেলেন। তিনি সংবাদ পেয়েছিলেন যে, রাসূল (স)-এর কাছে যুদ্ধবন্দি এসেছে। কিন্তু তিনি রাসূল (স)-এর সাক্ষাৎ পেলেন না, অতএব হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে তা উল্লেখ করলেন। অতপর রাসূল (স) যখন আসলেন, তখন আমরা শয্যা গ্রহণ করেছি। আমরা উঠতে উদ্যত হলাম। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ জায়গায় থাক। অতপর তিনি আমার ও তার মধ্যখানে এসে বসলেন, যাতে আমি তাঁর পা বোরাকের শীতলতা আমার পেটে অনুভব করতে লাগলাম। এ সময় তিনি বললেন, আমি কি সন্ধান দিব না তোমাদেরকে তোমরা যা চেয়েছ তার অপেক্ষা উত্তম জিনিসের; যখন তোমরা তোমাদের শয্যা গ্রহণ করবে, ৩৩ বার বলবে 'সুবহানাল্লাহ' ৩৩ বার বলবে, 'আলহামদু লিল্লাহ' এবং ৩৪ বার বলবে 'আল্লাহ আকবার' তা তোমাদের পক্ষে দাস-দাসীদের অপেক্ষা উত্তম হবে।

–(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) চাকর অপেক্ষা উত্তম বস্তু দিলেন

হাদীস : ২২৬৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন হযরত ফাতেমা (রা) রাসূল (স)-এর কাছে একটা দাস চাইতে আসলেন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কথা বলে দিব না, যা তোমার পক্ষে চাকর হতে উত্তম হবে– প্রত্যেক নামাযের সময় ও শুবার কালে বলবে, ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদুলিল্লাহ, ও ৩৪ বার আল্লাহও আকবার। –(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর ইচ্ছায় মানুষের মরা-বাঁচা

হাদীস : ২২৭০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন সকালে উঠতেন, বলতেন, 'আল্লাহ! তোমারই সাহায্যে আমরা সকালে উঠি এবং তোমারই সাহায্যে আমরা সন্ধ্যায় পৌছি, তোমারই নামে আমরা বাঁচি এবং তোমারই নামে মরি, আর তোমারই দিকে আমরা প্রত্যাবর্তন করি।' আর যখন সন্ধ্যায় উপনীত হতেন, বলতেন, আল্লাহ! তোমারই সাহায্যে আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হই এবং তোমারই সাহায্যে সকালে উঠি, তোমারই নামে আমরা বাঁচি এবং তোমারই নামে মরি, তোমারই দিকে আমাদের উত্থান। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

রাসূল (স) দোয়া করার নিয়ম শিখিয়ে দিলেন

হাদীস : ২২৭১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হযরত আবু বকর (রা) বলেছেন, একদিন আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে একটি দোয়ার নির্দেশ দিন যা আমি যখন সকালে উঠি এবং সন্ধ্যায় উপনীত হই তখন বলতে পারি। রাসূল (স) বললেন, তুমি বলবে, হে আল্লাহ! যিনি অদৃশ্য জ্ঞাতা, আসমান যমীনের স্রষ্টা, প্রত্যেক বস্তুর পালক ও অধিকারী- আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, আমি তোমার শরণ করি আমার মনের মন্দ হতে, শয়তানের মন্দ ও তার শিরক হতে। বলবে তুমি তা যখন সকালে উঠবে, যখন সন্ধ্যায় উপনীত হবে এবং যখন তুমি তোমার শয্যা গ্রহণ করবে। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

সকাল-সন্ধ্যায় বিপদে না পড়ার দোয়া

হাদীস : ২২৭২ ॥ হযরত আবান ইবনে ওসমান (রা) বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, রাসূল (স) বলেছেন; যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন সকালে এবং প্রত্যেক রাত্রে সন্ধ্যায় তিন বার বলবে –আল্লাহর নামে -যার নামের সাথে যমীন ও আসমানে কোন কিছুই ক্ষতি করতে পারে না, আর তিনি হচ্ছেন শ্রোতা ও জ্ঞাতা- তাকে কোন কিছুই ক্ষতি করে এমন হতে পারে না। পরবর্তী রাবী বলেন, আবানকে পক্ষাঘাত রোগে আক্রমণ করেছিল, তাই শ্রোতা তার দিকে

www.waytojannah.com

দেখছিল। তখন আবান তাকে বললেন, আমার দিকে দেখছ কি? নিশ্চয়ই হাদীস আমি যা বর্ণনা করেছি তাই- তবে আমি সেদিন এটা বলি নি, যাতে আল্লাহ আমাকে তাঁর পূর্ব নির্ধারিত কার্যকর করেন। -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও আবু দাউদ)

কিন্তু আবু দাউদের অপর বর্ণনায় আছে, সে রাতে তার প্রতি কোন আকস্মিক বিপদ পৌছবে না যে পর্যন্ত না সকাল হয়, আর যে তাতে সকালে বলবে তার প্রতি কোন আকস্মিক বিপদ পৌছবে না যে পর্যন্ত না সন্ধ্যা হয়।

আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের ওপর ক্ষমতাবান

হাদীস : ২২৭৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন যখন সন্ধ্যায় উপনীত হতেন, আমরা সন্ধ্যায় উপনীত হলাম আর রাজ্য সন্ধ্যায় উপনীত হল আল্লাহর উদ্দেশ্যে। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরিক নেই, তাঁরই রাজত্ব বা শাসন, তাঁরই জন্য প্রসংসা আর তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আমি তোমার কাছে চাই এ রাতে যা আছে তার ভাল এবং এর পরে যা আছে তার ভাল, আর তার মন্দ থেকে, হে পরওয়ারদেগার! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই অলসতা থেকে এবং বার্ধক্যের মন্দ হতে অথবা বলেছেন, কুফরীর মন্দ হতে। আর অপর বর্ণনায় আছে, বার্ধক্যের মন্দ ও দাম্ভিকতা হতে। হে পরওয়ারদেগার! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই দোযখের শাস্তি থেকে এবং কবরের শাস্তি থেকে। আর যখন তিনি সকালে উপনীত হতেন তা বলতেন, আমরা সকালে উপনীত হলাম আর রাজ্যও সকালে উপনীত হল আল্লাহর উদ্দেশ্যে। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী। তবে তিরমিযী বর্ণনাতে – শব্দটি উল্লেখ নেই।)

রাসূল (স) কন্যাদের শিক্ষা দিতেন

হাদীস : ২২৭৪ ॥ রাসূল (স)-এর কোন কন্যা হতে বর্ণিত আছে, যে রাসূল (স) তাঁকে শিক্ষা দিতেন এবং বলতেন, তুমি বলবে, যখন ভোরে উঠবে- আল্লাহর পবিত্রতা তার প্রশংসার সাথে, কারও কোন শক্তি নেই আল্লাহর শক্তি ছাড়া, যা আল্লাহ চান তাই হয়, আর যা তিনি চান না তা হয় না। আমি জানি, আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান, আর আল্লাহ সমস্ত জিনিসকে জ্ঞান দিয়ে ঘিরে রেখেছেন। যে এটা বলবে, যখন সকালে উঠবে সে হেফাযতে থাকবে যে পর্যন্ত সন্ধ্যায় উপনীত হয়, আর যে এটা বলবে যখন সন্ধ্যায় উপনীত হয়, সে হেফাযতে থাকবে যে পর্যন্ত না সকালে ওঠে।

- পৃষ্ঠা (৫৭০) -(আবু দাউদ)

সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রশংসা করতে হয়

হাদীস : ২২৭৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ আয়াত পড়বে যখন সকালে উঠবে, সুতরাং আল্লাহর পবিত্রতা যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও এবং যখন তোমরা সকালে উঠ এবং আসমান ও যমীনে প্রশংসা একমাত্র তারই জন্য আর বিকালে এবং যখন তোমরা দুপুরে উপনীত হও- এমন তোমরা বের করা হবে পর্যন্ত। সে লাভ করবে ঐ দিনে যা তার ফওত হয়ে গিয়েছে আর যে পড়বে তা যখন সন্ধ্যায় উপনীত হয়, সে লাভ করবে যা তার ঐ রাতে ফওত হয়ে গিয়েছে। -(আবু দাউদ) - পৃষ্ঠা (৫৭১)

রাসূল (স)-কে স্বপ্নে দেখা যায়

হাদীস : ২২৭৬ ॥ হযরত আবু আইয়্যাশ (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে সকালে উঠে বলবে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই, তারই রাজত্ব তাঁরই প্রশংসা এবং তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। তার জন্য এটা ইসমাঈল বংশীয় একটি দাস মুক্ত করার সমান হবে এবং তার জন্য দশটি পূর্ণ লেখা হবে ও তার দশটি পাপ খণ্ডন করা হবে, আর তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে এবং সে শয়তান হতে হেফাযত থাকবে- যে পর্যন্ত না সে সন্ধ্যায় উপনীত হয়। আর যদি সে বলে যখন সন্ধ্যায় উপনীত হয়, তার জন্য এমন হবে যে পর্যন্ত না সে সকালে ওঠে। (রাবী বলেন) এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে স্বপ্নে দেখল এবং বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! আবু আইয়্যাশ আপনার নাম করে এ কথা বলে। রাসূল (স) বললেন, আবু আইয়্যাশ সত্য বলেছে। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

মাগরিবের নামাযের পর সাতবার পড়বে আল্লাহুম্মা আজিরনী মিনান্নার

হাদীস : ২২৭৭ ॥ (তাবেঈ) হারেস ইবনে মুসলিম তামিমী তার পিতা হতে, তিনি রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, একদিন তিনি চুপে চুপে বললেন, যখন তুমি মাগরিবের নামায হতে অবসর গ্রহণ করবে, কারও সাথে কথা বলার পূর্বে সাতবার বলবে, আল্লাহ আজিরনী মিনান্নার- আল্লাহ আমাকে দোযখ হতে বাঁচাও। যখন তুমি তা বলবে অতপর ঐ রাতে মারা যাবে, তোমার জন্য দোযখ হতে ছাড়পত্র লেখা হবে। এরূপ যখন তুমি ফজরের নামাযের পর বলবে। অতপর যখন তুমি ঐ দিন মারা যাবে, তোমার জন্য দোযখ হতে ছাড়পত্র লেখা হবে। -(আবু দাউদ) - পৃষ্ঠা (৫৭২)

আল্লাহর কাছে দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা চাইতে হয়

হাদীস : ২২৭৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) এ বাক্যগুলো ছাড়তেন না, যখন তিনি সন্ধ্যায় উপনীত হতেন এবং যখন তিনি সকালে উঠতেন, আল্লাহ আমি তোমার কাছে চাই দুনিয়া ও আখেরাতের নিরাপত্তা।

www.waytojannah.com

আল্লাহ আমি তোমার কাছে চাই আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিজন ও মাল-সম্পদ সম্পর্কে নিরাপত্তা। আল্লাহ তুমি আমার দোষসমূহ ঢেকে রাখ এবং ভীতিপ্রদ বিষয়সমূহ হতে আমাকে নিরাপদ রাখ। আল্লাহ তুমি আমার হেফাযত কর আমার সামনে থেকে আমার পিছন দিক থেকে, আমার ডান দিক থেকে, আমার বাম দিক থেকে এবং আমার উপর দিক হতে, আল্লাহ আমি তোমার মর্যাদার কাছে পানাহ চাই মাটিতে ধসে যাওয়া থেকে। -(আবু দাউদ)

আল্লাহই একমাত্র গোনাহ ক্ষমাকারী

হাদীস : ২২৭৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে সকালে উঠে বলবে, আল্লাহ আমি সকালে সাক্ষী করি তোমাকে এবং তোমার আরশ বহনকারীদেরকে, তোমার অপর ফেরেশতাদেরকে, তোমার সমস্ত সৃষ্টিকে, তুমিই আল্লাহ তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তুমি এক, তোমার কোন শরিক নেই এবং মুহাম্মদ তোমার বান্দা ও রাসূল নিশ্চয় আল্লাহ তাকে মাফ করবেন তার ঐ দিনে যে গোনাহ ঘটবে। আর যদি সে বলে তা সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে, আল্লাহ মাফ করে দিবেন তার ঐ রাতে যে গোনাহ সংঘটিত হবে। - যঈফ (৫১৩)

-(তিরমিযী ও আবু দাউদ। কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।)

আল্লাহ পাক বান্দাদের কিয়ামতে খুশি করবে কি আমল করলে

হাদীস : ২২৮০ ॥ হযরত সাওবান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন মুসলমান বান্দা সন্ধ্যায় পৌছে এবং সকালে উঠে তিনবার বলবে- রাযীতু বিল্লাহি রাব্বান, ওয়া বিল ইসলামি দ্বীনান ওয়া বি মুহাম্মদিন নাবিয়্যান- আমি আল্লাহকে প্রভুরূপে, ইসলামকে দ্বীনরূপে ও মুহম্মদকে নবীরূপে পেয়ে খুশি হয়েছি। নিশ্চয় আল্লাহর প্রতি অবধারিত হবে, তিনি কিয়ামতের দিন তাকে খুশি করেন। -(আহমদ ও তিরমিযী) - যঈফ (৫১৪)

শোয়ার পরে দোয়ার পড়তে হয়

হাদীস : ২২৮১ ॥ হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন শুবার ইচ্ছা করতেন, হাত মাথার নিচের রাখতেন, অতপর বলতেন, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার শাস্তি হতে বাঁচিয়ে রাখ যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে একত্র করবে। অথবা তিনি বলেছেন, তোমার বান্দাদেরকে কবর হতে উঠাইবে।"-(তিরমিযী, কিন্তু আহমদ সাহাবী বারা হতে।)

রাসূল (স) ডান গালে হাত রেখে শয়ন করতেন

হাদীস : ২২৮২ ॥ হযরত হাফসা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন শুবার ইচ্ছা করতেন, ডান হাত গালের নিচে রাখতেন, অতপর তিনবার বলতেন- আল্লাহুম্মা কিনী আযাবাকা ইয়াওমা তাবআছু ইবাদাকা- হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার আযাব হতে রক্ষা কর যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে কবর হতে উঠাবে। -(আবু দাউদ)

আল্লাহর স্মরণে গোনাহর ভার দূর করেন

হাদীস : ২২৮৩ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) শোয়ারকালে বলতেন, আল্লাহ! আমি তোমার মহান সত্তার ও তোমার পূর্ণ কালামের স্মরণ নিতেছি- যা তোমার অধীনে আছে তার মন্দ হতে। আল্লাহ! তুমিই দূরীভূত কর ঋণের চাপ ও গোনাহর ভার। হে আল্লাহ! তোমার দল পরাভূত হয় না, তোমার ওয়াদা কখনও বরখেলাফ হয় না এবং কোন সম্পদশালীর সম্পদ তাকে তোমার থেকে রক্ষা করতে পারে না। তোমার পবিত্রতা তোমার প্রশংসার সাথে।

- যঈফ -(আবু দাউদ) (৫১৫)

বিছানায় শোয়ার দোয়া

হাদীস : ২২৮৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে বিছানায় আশ্রয় গ্রহণকালে তিনবার বলে- আস্তাগফিরুল্লা হাল্লাযি লা ইলাহা ইল্লা হুওয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি- আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই যিনি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, যিনি চিরঞ্জীব ও চির প্রতিষ্ঠাতা এবং আমি তাঁর কাছে তওবা করি। -আল্লাহ তার অপরাধ ক্ষমা করেন যদিও হয় অপরাধ সমুদ্র ফেনার ন্যায় অথবা বালু স্তুপের ন্যায় অথবা গাছের পাতার সংখ্যা অথবা দুনিয়ার দিনসমূহের সংখ্যার ন্যায় অধিক। -(তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি গরীব।- যঈফ (৫১৬)

দোয়া পড়লে ফেরেশতাগণ পাহারা দেয়

হাদীস : ২২৮৫ ॥ হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওসর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন মুসলমান কিতাবুল্লাহর কোন একটি সূরা পড়ে শয্যা গ্রহণ করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন। সুতরাং কোন কষ্টদায়ক জিনিস তার কাছে আসতে পারবে না, যে পর্যন্ত না সে জাগরিত হয়, যখন জাগ্রিত হয়।

- যঈফ -(তিরমিযী) ৫১৭

দু'টি বিষয়ের লক্ষ্য রাখলে সে বেহেশতে যাবে

হাদীস : ২২৮৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুটি বিষয় যে কোন মুসলমান লক্ষ্য রাখবে, সে নিশ্চয়ই বেহেশতে যাবে। জেনে রেখ বিষয় দুইটি সহজ; কিন্তু করণেওয়ালা কম,

www.waytojannah.com

প্রত্যেক নামাযের পর দশবার 'সুবহানাল্লাহ' দশবার আলহামদু লিল্লাহ' ও দশবার 'আল্লাহ আকবার' বলবে। আবদুল্লাহ বলেন, আমি রাসূল (স)-কে উহা হাতে গুনতে দেখেছি। রাসূল (স) বলেন, মুখে এটা (পাঁচ ওয়াক্তে) একশত পঞ্চাশ; কিন্তু কিয়ামতের মীযানের পাল্লায় এটা এক হাজার পাঁচশত। আর যখন শয্যা গ্রহণ করবে বলবে, 'সুবহানাল্লাহ' 'আল্লাহু আকবার' ও 'আলহামদু লিল্লাহ' (তিনটিতে মিলিয়ে) একশত বার। এটা মুখে একশত বটে। কিন্তু মীযানের এক হাজার। অতপর রাসূল (স) বলেন, তোমাদের মধ্যেকে একদিন এক রাতে দু'হাজার পাঁচশত গোনাহ করে? (অর্থাৎ কেউ এত গোনাহ করে না) সাহাবীগণ বললেন, কেন আমরা এ দুটি বিষয় লক্ষ্য রাখতে পারব না? তিনি বললেন, পারবে না এ জন্য যে, তোমাদের কারও কাছে তার নামায অবস্থায় শয়তান এসে বলে ঐ বিষয় স্মরণ কর, ঐ বিষয় স্মরণ কর, যে পর্যন্ত না সে নামায শেষ করে ফিরে। অতপর সে হয়তো তা না করে উঠে যায়। এভাবে শয়তান তার শয্যাকালে এসে ঘুম পাড়াতে থাকবে, যে পর্যন্ত না সে ঘুমিয়ে পড়ে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় আছে, দুটি বিষয় যে কোন মুসলমান উহার হেফাযত করবে। -এভাবে তাঁর বর্ণনায়- মীযানের পাল্লায় এক হাজার পাঁচশত-শব্দের পর রয়েছে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন সে শয্যা গ্রহণ করবে, বলবে- আল্লাহ আকবার ৩৪ বার, আলহামদু লিল্লাহ ৩৩ বার, ও সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার।

আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায় করতে হয়

হাদীস : ২২৮৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে গান্নামা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে সকালে উঠে বলল, আল্লাহ! সকালে আমার প্রতি এবং তোমার অপর যে কোন সৃষ্টির প্রতি যে নেয়ামত পৌছিয়েছ তা একা তোমারই পক্ষ হতে, এতে তোমার কোন শরিক নেই। সুতরাং তোমারই প্রশংসা এবং তোমারই শোকর- সে তার ঐ দিনের শোকর আদায় করল। আর যে এরূপ বলল সন্ধ্যায় পৌছে সে তার ঐ রাত্রির শোকর আদায় করল। -(আবু দাউদ)- যঈফ

পরমুখাপেক্ষীতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাবে ৫১৮

হাদীস : ২২৮৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন বিছানায় আশ্রয় নিতেন বলতেন, হে আল্লাহ! যিনি আসমানের প্রতিপালক, যমীনের প্রতিপালক তথা প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক, শস্য বীজ ও খেজুর দানা ফেড়ে গাছ উৎপাদক এবং তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআন নাযিলকারক, আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই যা তোমার অধিকারে আছে এমন প্রত্যেক মন্দের অধিকারী জিনিসের মন্দ হতে। তুমি প্রথম- তোমার পূর্বে কেউ ছিল না, তুমি শেষ তোমার পরে কেউ থাকবে না। তুমি প্রকাশ্য- তোমার অপেক্ষা প্রকাশ্য কোন কিছুই নেই; তুমি গোপন তোমার অপেক্ষা গোপনতর কিছু নেই, তুমি আমার ঋণ পরিশোধ কর এবং আমাকে পরমুখাপেক্ষীতা হতে বাঁচিয়ে রাখ। -(আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। মুসলিম সামান্য বিভিন্নতাসহ।)

রাতে শয়নের সময় শয়তান থেকে আশ্রয় চাবে

হাদীস : ২২৮৯ ॥ হযরত আবুল আযহার আনমারী (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) যখন শয্যা গ্রহণ করতেন, বলতেন, আল্লাহর নামে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে আমার পার্শ্বে রাখলাম। হে আল্লাহ! তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমার হতে শয়তান তাড়িয়ে দাও, আমার ঘাড়কে মুক্ত কর এবং আমাকে উচ্চ পরিষদে স্থান দাও। -(আবু দাউদ)

প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহর শোকর করতে হয়

হাদীস : ২২৯০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, বলতেন, আল্লাহর শোকর যিনি আমার প্রয়োজন নির্বাহ করলেন, আমাকে রাতে আশ্রয় দিলেন, আমাকে খাওয়ালেন, আমাকে পান করালেন, যিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেন এবং বহু অনুগ্রহ করলেন, যিনি আমাকে দান করলেন এবং যথেষ্ট দান করলেন। সুতরাং আল্লাহর শোকর প্রত্যেক অবস্থায়। হে আল্লাহ! যিনি প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক ও তার অধিকারী ও প্রত্যেক বস্তুর উপাস্য, আমি তোমার কাছে দোযখের আগুন হতে পানাহ চাই।-(আবু দাউদ)

সমস্ত মন্দ প্রশান্ত থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে

হাদীস : ২২৯১ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, একদিন খালেদ ইবনে ওলীদ রাসূল (স)-এর কাছে অভিযোগ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাতে আমার ঘুম আসে না। তখন আল্লাহন রাসূল (স) বললেন, যখন তুমি বিছানায় আশ্রয় নাও বলবে, হে আল্লাহ! যিনি সপ্ত আসমানের ও তারা যাকে ছায়া দিয়েছে তার প্রতিপালক প্রভু এবং যমীনসমূহ ও তারা যাকে ধারণ করেছে তার প্রভু, শয়তান সকল ও তারা যাদের গোমরাহ করেছে তাদের প্রভু- তুমি আমাকে নিরাপত্তা দান কর, তোমার সমস্ত সৃষ্টির মন্দ প্রভাব হতে- তাদের কেউ যেন আমার উপর প্রভাব বিস্তার করবে অথবা আমার প্রতি অবিচার করবে। বিজয়ী সে যাকে তুমি নিরাপত্তা দান করেছ। মহান তোমার প্রশস্তি। তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। -(তিরমিযী। তিনি বলেন, এর সনদ সবল নয়। কোন কোন হাদীস বিশেষ এর রাবী হাকীম ইবনে যহীরকে মাতরূক বা ত্যাজ্য বলেছেন।) - যঈফ

৫১৯

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রশংসা করতে হবে

হাদীস : ২২৯২ ॥ হযরত আবু মালিক আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ সকালে ঘুম থেকে উঠে সে যেন বলে, আমরা সকালে উপনীত হলাম আর রাজ্যও সকালে উপনীত হল আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই এ দিনের কল্যাণ– তার কামিয়াবী ও সাহায্য, তার জ্যোতি, তার বরকত ও তার হেদায়েত এবং তোমার কাছে আশ্রয় চাই তাতে যা অমঙ্গল রয়েছে তা হতে এবং তার পরে যে অকল্যাণ রয়েছে তা হতে। অতপর যখন সে সন্ধ্যায় উপনীত হয় তখনও যেন ঐরূপ বলে। –(আবু দাউদ)

সুস্থ-সবল থাকার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে

হাদীস : ২২৯৩ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর (রা) বলেন, আমি আমার পিতাকে বললাম, আব্বাজান! আপনাকে প্রত্যেক সকালে বলতে শুনি, হে আল্লাহ! আমাকে কুশলে রাখ আমার শরীরগতভাবে; আল্লাহ; আমাকে কুশলে রাখ আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ে, আল্লাহ আমাকে কুশলে রাখ আমার দৃষ্টিশক্তিকে, তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, এটা সকালে তিনবার ও সন্ধ্যায় তিনবার বলবে। তখন তিনি বললেন, বাবা! আমি রাসূল (স)-কে এ বাক্যগুলো দিয়ে দোয়া করতে শুনেছি। সুতরাং আমি তাঁর নিয়ম পালন করাকে ভালবাসি। –(আবু দাউদ)

সকল সম্মান একমাত্র আল্লাহর জন্য

হাদীস : ২২৯৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, রাসূল (রা) যখন সকালে উপনীত হতেন, বলতেন, আমরা সকালে উপনীত হলাম আর সকালে উপনীত হলে রাজ্য আল্লাহর উদ্দেশ্যে। আল্লাহর জন্য প্রশংসা। আল্লাহর জন্য বড়াইর অধিকার ও সম্মান। আল্লাহর জন্য সৃষ্টি ও (উহার) পরিচালন, রাত্রি ও দিন এবং তাতে যা বসতি করে। হে আল্লাহ! তুমি এ দিনের প্রথমাংশকে কর কল্যাণযুক্ত ও মধ্যমাংশকে কর কামিয়াবীর কারণ এবং শেষাংশকে কর সাফল্যময়। ইয়া আরহামার রাহেমীন। – (নবী কিতাবুল আযকারে ইবনে সুন্নীর রেওয়ায়েত।)

ঘুম থেকে উঠেই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে হবে

হাদীস : ২২৯৫ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবযা (রা) বলেন, রাসূল (স) ভোরে উঠে বলতেন, আমরা ভোরে উঠলাম ইসলামের ফেতরাত সহকারে, কালেমায়ে তাওহীদ সহকারে, আমাদের নবী মুহম্মদ (স)-এর দ্বীনের উপর এবং ইবরাহীম হানীফের মিল্লাতের উপর– তিনি মুশরিকদের অন্তর্গত ছিলেন না। –(আহমদ ও দারেমী)

একাদশ অধ্যায়

বিভিন্ন সময়ের প্রার্থনা

প্রথম পরিচ্ছেদ

সহবাসের সময় দোয়া পড়তে হয়

হাদীস : ২২৯৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ যখন স্ত্রীর সাথে মিলতে ইচ্ছা করে। বলে, বিসমিল্লাহ আল্লাহ তুমি আমাদেরকে দূরে রাখ শয়তান হতে এবং শয়তানকে দূরে রাখ আমাদের জন্য যা নির্ধারিত করেছ তা হতে। এতে যদি তাদের জন্য কোন সন্তান নির্ধারিত হয় তাকে কখনও শয়তান কষ্ট দিতে পারবে না। –(বোখারী ও মুসলিম)

আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই

হাদীস : ২২৯৭ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বিপদের সময় এরূপ বলতেন, মহান সহিষ্ণু আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যিনি মহান আরশের প্রভু, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই যিনি আসমানসকল ও যমীনের প্রভু এবং মহান আরশের রব। –(বোখারী ও মুসলিম)

রাগ কমানোর প্রার্থনা

হাদীস : ২২৯৮ ॥ হযরত সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে দু'ব্যক্তি একে অন্যকে মন্দ বলতে লাগল– তখন আমরা তাঁর কাছে বসা। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি তার সহচারকে মন্দ বলছিল খুব রাগান্বিত অবস্থায়, যাতে তার চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল। তখন রাসূল (স) বললেন, আমি এমন একটি বাক্য জানি, যদি সে এটা বলে তার রাগ চলে যাবে, তা হল, 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ্-শায়তানির রাজীম'– আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই বিতাড়িত শয়তান থেকে। তখন সাহাবীগণ লোকটিকে বললেন, তুমি কি শুনছ না রাসূল (স) কি বলেছেন, সে বলল আমি ভূতগ্রস্ত নই। –(বোখারী ও মুসলিম)

www.waytojannah.com

মুরগী ফেরেশতা দেখতে পায়

হাদীস : ২২৯৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা মুরগার আওয়াজ শুনবে আল্লাহর আশীর্বাদ প্রার্থনা করবে, কেননা, মুরগা ফেরেশতা দেখতে পায়, আর যখন গাধার চিৎকার শুনবে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাবে। কেননা, সে শয়তান দেখেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

পশুর পিঠে আরোহণের দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩০০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) সফরে বের হবার কালে যখন উটের উপর স্থির হয়ে বসতেন, তিনবার আল্লাহু আকবার বলতেন, অতপর বলতেন, আল্লাহর প্রশংসা যিনি একে আমাদের অধীন করেছেন, অথচ আমরা একে অধীন করতে পারতাম না এবং আমরা আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এ সফরে তোমার কাছে পুণ্য ও সংযম চাই এবং এমন কর্ম যা তুমি পছন্দ কর। আল্লাহ তুমি আমাদের প্রতি আমাদের এই সফরকে সহজ কর এবং এর দূরত্ব কমিয়ে দাও। আল্লাহ তুমিই সফরে আমাদের সঙ্গী এবং পরিবার ও মাল সম্পদের আমাদের প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই সফরের কষ্ট, মন্দ দৃশ্য ও ধনে-জনে অশুভ পরিবর্তন হতে। এবং যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করতেন তখনও তা বলতেন এবং তাতে অধিক বলতেন, আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের পরওয়ারদেগারের প্রশংসাকারীরূপে। -(মুসলিম)

সব জিনিসের খারাপ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাবে

হাদীস : ২৩০১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারজেস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন সফরে চলতেন, সফরের কষ্ট, প্রত্যাবর্তনের মন্দ, ভালোর পর খারাপ, অত্যাচারিতের দোয়া এবং পরিজন ও সম্পদের ব্যাপারে মন্দ দৃশ্য হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। -(মুসলিম)

আল্লাহর সাহায্য প্রার্থনা করলে আল্লাহ সাহায্য করেন

হাদীস : ২৩০২ ॥ হযরত খাওলা বিনতে হাকীম (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবতরণ করে বলে, আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের শরণ করছি, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার মন্দ হতে। তাকে কোন জিনিস ক্ষতি করতে পারবে না সে স্থান হতে প্রস্থান করা পর্যন্ত। -(মুসলিম)

বিষাক্ত প্রাণী কামড় দিলে নির্দিষ্ট দোয়া আছে

হাদীস : ২৩০৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গত রাতে বৃশ্চিকের দংশনে আমি কষ্ট পেয়েছি। রাসূল (স) বললেন, যদি তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হয়ে বলতে, আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যের স্মরণ নিচ্ছি, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার মন্দ হতে। তবে তোমাকে তা কষ্ট দিতে পারত না।
-(মুসলিম)

আল্লাহর মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল

হাদীস : ২৩০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) যখন সফরে থাকতেন এবং উষায় উপনীত হতেন, বলতেন, শ্রবণকারী শ্রবণ করুক আমরা যে আল্লাহর প্রশংসা করতে এবং আমাদের প্রতি তাঁর মহাদানের স্বীকৃতি জানাচ্ছি। হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের সাথী হও এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। আমরা পানাহ চাই আল্লাহর কাছে দোযখের আগুন হতে। -(মুসলিম)

আল্লাহ বিরোধীকে পরাজিত করেন

হাদীস : ২৩০৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কোন যুদ্ধ, হজ্জ বা ওমরা হতে ফিরতেন, প্রত্যেক উঁচু জায়গায় তিনবার তাকবীর বলতেন, অতপর বলতেন, আল্লাহ ভিন্ন কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক তাঁর শরিক নেই, তারই রাজত্ব, তারই প্রশংসা এবং তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আমরা ফিরছি তাওবাকারী, ইবাদতকারী, সিজদাকারী এবং আমাদের প্রভু পরওয়ারদেগারেরই প্রশংসাকারীরূপে। আল্লাহ সত্য পরিণত করেছেন তাঁর প্রতিশ্রুতিকে, জয়ী করেছেন তাঁর বান্দাকে এবং পরাজিত করেছেন সম্মিলিত শক্তিকে একা। -(বোখারী ও মুসলিম)

কাফের শক্তিকে পরাজিত করার জন্য দোয়া

হাদীস : ২৩০৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, আহ্যাব যুদ্ধের সময় রাসূল (স) মুশরিকদের প্রতি বদদোআ করে বলেছেন, হে কিতাব অবতীর্ণকারী ও সত্ত্বর বিচারকারী খোদা! হে খোদা, তুমি পরাজিত কর সম্মিলিত শক্তিকে, হে খোদা, পরাজিত কর তাদেরকে এবং পদস্খলিত কর তাদেরকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) বরকতের জন্য দোয়া করতেন

হাদীস : ২৩০৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুসরা (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) আমার পিতার কাছে পৌছলেন। আমরা তাঁর কাছে কিছু রুটি ও মলীদা পেশ করলাম। তিনি তার কিছু খেলেন অতপর তাঁর কাছে কিছু খেজুর উপস্থিত

www.waytojannah.com

করা হল। তখন তিনি তা থেকে লাগলেন এবং তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলী মিলিয়ে তাদের মধ্যখান দিয়ে উহার বিচি ফেলতে লাগলেন। অপর বর্ণনায় রয়েছে তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলীদ্বয়ের পিঠের দিক দিয়ে বিচি ফেলতে লাগলেন। অতপর তাঁর কাছে কিছু পানীয় আনা হল এবং তিনি তা পান করলেন। আমার পিতা তাঁর সওয়ারীর লাগাম ধরে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে কিছু দোয়া করুন। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যা দান করেছ তাতে তুমি বরকত দাও এবং তাদেরকে মাফ কর ও দয়া কর। –(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নতুন চাঁদ দেখে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩০৮ ॥ হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) যখন নতুন চাঁদ দেখতেন, বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি তাকে উদয় কর আমাদের প্রতি নিরাপত্তা, ঈমান, শান্তি ইসলামের সাথে। (হে চাঁদ) আমার প্রভু ও তোমার প্রভু এক আল্লাহ। –(তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

অন্যের বিপদ দেখলে ধৈর্য অবলম্বন করতে হয়

হাদীস : ২৩০৯ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব ও আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে দেখিয়ে বলবে, আল্লাহ শোকর, যিনি তোমাকে যাতে পতিত করেছেন, তা হতে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেক জিনিস অপেক্ষা অধিক মর্যাদান দান করেছেন– তার প্রতি ঐ বিপদ কখনও পৌছবে না সে যথায় থাকুক না কেন। –(তিরমিযী। ইবনে মাজাহ ইবনে ওমর হতে। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব এবং তার রাবী আমার ইবনে দীনার সবল নয়।)

আল্লাহ পাক দশ লক্ষ মর্যাদা পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেন

হাদীস : ২৩১০ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে বলে–আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরিক নেই, তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা, তিনি জীবন দান করেন মৃত্যু দান করেন, তিনি চিরঞ্জীব, কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না। তাঁর হাতেই কল্যাণ এবং তিনি সমস্ত জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ তাঁর জন্য দশ লক্ষ্য পুণ্য লিখবেন, দশ লক্ষ পাপ মুছে দিবেন, অধিকন্তু তার দশ লক্ষ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিবেন এবং বেহেশতে তার জন্য একটি ঘর প্রস্তুত করবেন। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব। আর শরহে সুন্নাহয় বাজার শব্দের স্থলে রয়েছে বড় বাজার যেখানে বেচা-বিক্রি হয়।)

বেহেশত আল্লাহর পূর্ণ নিয়ামত

হাদীস : ২৩১১ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) বলেন, রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে দোয়া করতে এবং বলতে শুনেছেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই পূর্ণ নিয়ামত। রাসূল (স) বললেন, পূর্ণ নেয়ামত কি? সে বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ দোয়া দিয়ে আমি মাল লাভ করার আশা রাখি। রাসূল (স) বললেন, পূর্ণ নেয়ামত তো হল বেহেশতে প্রবেশ ও দোযখ হতে মুক্তি লাভ করা। তিনি অপর এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন, 'ইয়া জালজালালি ওয়াল ইকরাম' হে মহত্ত্ব ও সম্মানের অধিকারী আল্লাহ! তখন তিনি বললেন, তোমার প্রার্থনা কবুল করা হবে, তুমি প্রার্থনা কর। রাসূল (স) আরেক ব্যক্তিকে শুনলেন সে বলছে, আল্লাহ! তোমার কাছে আমি সবর চাই। তিনি বললেন, তুমি তো আল্লাহর কাছে বিপদ চাইলে। তুমি তাঁর কাছে কুশল কামনা কর। –(তিরমিযী) যঈফ – ৫২২

খারাপ কিছু করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে মুক্ত হওয়া যায়

হাদীস : ২৩১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মজলিসে বসে বহু বেফায়দা কথা বলেছেন, অতপর উঠার পূর্বে বলেছে–হে আল্লাহ! আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি তোমার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাই এবং তোমার দিকে রুজু করি। নিশ্চয় আল্লাহ তার ঐ মজলিসে যা হয়েছে তা ক্ষমা করে দিবেন। –(তিরমিযী। আর বায়হাকী ও দা'ওয়াতুল কবীরে।)

সমস্ত সৃষ্টি জীব আল্লাহর অধীনে

হাদীস : ২৩১৩ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত আছে, একতা তাঁর কাছে সওয়ার হওয়ার জন্য একটি সওয়ারীর পশু আনা হল। তিনি যখন রেকাবে পা রাখলেন, বললেন, 'বিসমিল্লাহ' যখন তার পিঠে সওয়ার হলেন, বললেন, আল্লাহর প্রশংসা। অতপর বললেন, প্রশংসা আল্লাহর যিনি এটাকে আমাদের কবলে করে দিয়েছেন, অথচ আমরা একে কবলে করতে পারতাম না এবং আমরা আমাদের রবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী (কুরআন) অতপর তিনবার বললেন, আলহামদু লিল্লাহ এবং তিনবার আল্লাহু আকবার। তারপর বললেন, তোমার পবিত্রতা, আমি আমার প্রতি জুলুম করেছি তুমি আমাকে মাফ কর। কেননা, তুমি ব্যতীত কেহ অপরাধ মাফ করতে পারে না। অতপর তিনি হেসে দিলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা

www.waytojannah.com

হল, কি কারণে হাসিলেন হে আমিরুল মু'মিনীন। তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি, আমি যেরূপ করলাম তিনি ঐরূপ করলেন, অতপর হাসলেন। আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি খুশি হন যখন সে বলে, আল্লাহ আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা কর। আল্লাহ বলেন, সে বিশ্বাস করে যে, আমি ছাড়া অপরাধ ক্ষমা করার কেউ নেই। -(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

রাসূল (স) ছিলেন খুবই আন্তরিক

হাদীস : ২৩১৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কোন ব্যক্তিকে বিদায় দিতেন তার হাত ধরতেন, অতপর তাতে ছাড়তেন না, যে পর্যন্ত না সে ব্যক্তি নিজে রাসূল (স)-এর হাত ছেড়ে দিতেন। তখন তিনি বলতেন, তোমার দ্বীন, তোমার আমানত ও শেষ কার্যাবলীকে আল্লাহর সোপর্দ করলাম। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। কিন্তু শেষ দু জনের বর্ণনায় 'শেষ কার্যাবলী' শব্দের উল্লেখ নেই।)

আল্লাহর প্রতি ভরসা করে বিদায় জানাতে হয়

হাদীস : ২৩১৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ খাতমী (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন সৈন্যদলকে বিদায় দিতেন, বলতেন, তোমাদের দ্বীন, তোমাদের আমানত ও তোমাদের শেষ কার্যাবলীকে আল্লাহর সোপর্দ করলাম। -(আবু দাউদ)

রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে দোয়া করলেন

হাদীস : ২৩১৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সফরের ইচ্ছা করেছি, আমাকে কিছু পাথেয় দান করুন। রাসূল (স) বললেন, তোমাকে আল্লাহ কারও কাছে সওয়াল করা হতে বাঁচাক। সে বলল, আমায় আরও কিছু দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার গোনাহ মাফ করুক। সে বলল, আমার মা-বাপ আপনার উপর কোরবান- আমাকে আরও কিছু দিন! বললেন, আল্লাহ তোমার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দিক তুমি যেখানে থাক। -(তিরমিযী। তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।

উঁচু জায়গায় তাকবীর পড়তে হয়

হাদীস : ২৩১৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমি সফর করার ইচ্ছা করেছি, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, তুমি সর্বদা আল্লাহর ভয় মনে রাখবে এবং প্রত্যেক উঁচু জায়গায় তাকবীর বলবে। সে যখন ফিরে চলল, রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ তুমি তার সফরের দূরত্ব কমিয়ে দাও এবং তার প্রতি সফর সহজ কর। -(তিরমিযী)

সিংহ, বাঘ, সাপ ও বিচ্ছু থেকে আত্মরক্ষার দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩১৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন সফর করতেন, আর রাত্রি উপস্থিত হত, তিনি বলতেন, হে ভূমি! আমার রব ও তোমার রব আল্লাহ! সুতরাং আমি আল্লাহর কাছে তোমার মন্দ হতে তোমার যা আছে তার মন্দ হতে, তোমার যা সৃষ্টি করা হয়েছে তার মন্দ হতে এবং যা তোমার উপর চলাফেরা করে তার মন্দ হতে পানাহ চাই। আমি আরও আল্লাহর কাছে পানাহ চাই সিংহ, ব্যাঘ্র, কাল সাপ ও বিচ্ছু থেকে এবং শহরের অধিবাসী ও পিতা পুত্র হতে। -(আবু দাউদ) পৃষ্ঠা - ৫২৬

সমস্ত কাজই আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে

হাদীস : ২৩১৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন যুদ্ধে বের হতেন, বলতেন, আল্লাহ! তুমি আমার বাহুবল, তুমি আমার সাহায্যকারী, তোমারই সাহায্যে আমি শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করি, তোমারই সাহায্যে আমি আক্রমণ চালাই এবং তোমারই সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

রাসূল (স) ভয় পেলে যা বলতেন

হাদীস : ২৩২০ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কোন দল সম্পর্কে ভয় করতেন, তখন বলতেন, হে আল্লাহ! আমরা তোমাকে তাদের সম্মুখে রাখলাম। এবং তাদের মন্দ প্রভাব হতে তোমার আশ্রয় চাইলাম। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

ঘর থেকে বের হবার পর যা বলতে হয়

হাদীস : ২৩২১ ॥ হযরত উম্মে সালমা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) যখন ঘর থেকে বের হতেন, তখন বলতেন, বিসমিল্লাহি, আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই পদস্খলিত হওয়া ও বিপথগামী হওয়া, উৎপীড়ন করা, উৎপীড়িত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং কারও অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া থেকে। -(আহমদ, তিরমিযী ও নাসাঈ। তিরমিযী বলেন হাদীসটি হাসান ও সহীহ।)

আবু দাউদ ইবনে মাজাহ অপর বর্ণনায় রয়েছে- হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখনই আমার ঘর থেকে বের হতেন, আকাশের দিকে মাথা উঠাতেন এবং বলতেন, আল্লাহ আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই বিপথগামী হওয়া, বিপথগামী করা, উৎপীড়ন হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতার প্রকাশের পাত্র হওয়া থেকে।

www.waytojannah.com

আল্লাহর নাম নিয়ে বাড়ি থেকে বের হলে শয়তান ক্ষতি করে না

হাদীস : ২৩২২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি ঘর হতে বের হওয়ার সময় বলে– বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলাল্লাহ লা হাওলা ওয়ালা কওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ– আল্লাহর নামে (বের হলাম) আল্লাহর উপর ভরসা করলাম, আমার কোন উপায় নেই, ক্ষমা নাই আল্লাহ ব্যতীত– তখন তাকে বলা হয়, পথ পেলে, উপায় পেলে ও রক্ষিত হলে। সুতরাং শয়তান তার কাছে হতে দূর হয়ে যায়ে এবং অপর শয়তান এই শয়তানকে বলে, তুমি কি করতে পারবে সেই ব্যক্তিকে যাকে পথ দেখান হয়েছে, উপায় অবলম্বন দেওয়া হয়েছে এবং রক্ষা করা হয়েছে?

–(আবু দাউদ। আর তিরমিযী তখন শয়তান দূর হয়ে যায় পর্যন্ত।)

আল্লাহর কাছে আগমন ও নির্গমনের জন্য দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩২৩ ॥ হযরত আবু মালে আশআরী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করে তখন সে যেন বলে, আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আগমন ও নির্গমনের কল্যাণ চাই। তোমার নামে প্রবেশ করি। আমাদের রব আল্লাহর নামে ভরসা করলাম। অতপর যেন আপন পরিবারের লোকদের প্রতি সালাম দেয়। –(আবু দাউদ)

রাসূল (স) বিবাহিত ছেলেকে দোয়া করতেন

হাদীস : ২৩২৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কোন ব্যক্তি অভিনন্দন জানাতেন, যখন সে বিবাহ করত, বলতেন, আল্লাহ তোমাকে বরকত দিক, তোমাদের উভয়ের প্রতি বরকত নাযিল করুক এবং তোমাদেরকে কল্যাণের সাথে একত্র রাখুক।–(আহমদ, তিরমিযী, ও আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

খাদেম বা চাকর-চাকরানী রাখার পর দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩২৫ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআইয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তার দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কোন নারী বিবাহ করে অথবা কোন খাদেম খরিদ করে সে যেন বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তার মঙ্গল এবং তাকে যে নেক চরিত্রের সাথে সৃষ্টি করা হয়েছে তার মঙ্গল চাই। আর আমি তোমার কাছে তার মন্দ ও তাকে যে মন্দ চরিত্রের সাথে সৃষ্টি করা হয়েছে তার হতে পানাহ চাই। এবং যখন সে উট খরিদ করে, তখন তার চোঁটে শীর্ষস্থান ধরে যেন তা বলে। অপর এক বর্ণনায় নারী ও খাদেম সম্পর্কে বলা হয়েছে, তখন সে যেন তার চুলের সম্মুখ ভাগ ধরে বরকতের দোয়া করে। –(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

বিদপগ্রস্তদের দোয়া কামনা করার হয় নিয়ম

হাদীস : ২৩২৬ ॥ হযরত আবু বকর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বিপদগ্রস্তদের দোয়া হল হে আল্লাহ!, আমি তোমার দয়া কামনা করি। তুমি আমাকে মুহূর্তের জন্যও আমার নিজের হাতের ছেড়ে দিও না। বরং তুমি স্বয়ং আমার সমস্ত ব্যাপারে ঠিক করে দাও। তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই। –(আবু দাউদ)

অভাব দূরার হওয়ার জন্য দোয়া

হাদীস : ২৩২৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে চিন্তায় ধরেছে এবং ঋণ আমার ঘাড়ে চেপেছে। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি বাক্য বলব না যদি তুমি তা বল, তবে আল্লাহ তোমার চিন্তা দূর করবেন এবং ঋণ পরিশোধ করবেন। সে বলে, আমি বললাম, হ্যাঁ, বলুন ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, যখন তুমি সকালে উঠবে এবং যখন তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হবে বলবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চিন্তা–ভাবনা হতে পানাহ চাই। অপরাগতা ও অলসতা হতে পানাহ চাই। কৃপণতা ও কাপুরুষতা হতে পানাহ চাই এবং ঋণের চাপ ও মানুষের জবরদস্তি হতে পানাহ চাই। সে বলে, অতপর আমি তাই করলাম, আর আল্লাহ আমার চিন্তা দূর এবং আমার ঋণ পরিশোধ করলেন। –(আবু দাউদ)

ঋণ পরিশোধের দোয়া

হাদীস : ২৩২৮ ॥ হযরত আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যে একদিন তাঁর কাছে এক মুকাতাবা এসে বলল, আমি আমার কিতাবাতের অর্থ পরিশোধ করতে অক্ষম। আমাকে সাহায্য করুন। তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে এমন কতক বাক্য শিখিয়ে দিব না? যা আমাকে রাসূল (স) শিখিয়েছেন? যদি তোমার প্রতি বড় পাহাড় পরিমাণ ঋণও চাপিয়া থাকে, আল্লাহ তোমার তা পরিশোধ করে দেবেন। তুমি বলবে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হালালের সাহায্যে হারাম থেকে বাঁচার এবং তোমার অনুগ্রহ দিয়ে তুমি ভিন্ন অন্যের মুখাপেক্ষী হতে বেনিয়ায কর। –(তিরমিযী। বায়হাকী দা'ওয়াতুল কবীরে।)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আল্লাহর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করে মজলিশে বসতে হয়

হাদীস : ২৩২৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কোন মজলিসে বসতেন অথবা নামায পড়তেন, কতক বাক্য বলতেন। একদিন আমি সে সকল বাক্য সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন যদি (মজলিসে)

www.waytojannah.com

ভাল কথা হয়ে থাকে, তবে তা তার পক্ষে মোহরস্বরূপ হবে কিয়ামত পর্যন্ত; আর যদি মন্দ কথা হয়ে থাকে, তবে তা তার কাফফারা হয়ে যাবে; বাক্য হল, হে আল্লাহ! তোমার পবিত্রতা তোমার প্রশংসার সাথে, তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, আমি তোমার কাছে মাফ চাই ও তওবা করি। -(নাসাঈ)

নতুন চাঁদ দেখে কল্যাণ ও হেদায়েতের দোয়া করা

হাদীস : ২৩৩০ ॥ (তাবেঈ) কাতাদা (রা) বলেন, তার কাছে বিশ্বস্ত সূত্রে পৌঁছেছে যে, রাসূল (স) যখন নতুন চাঁদ দেখতেন, বলতেন, কল্যাণ ও হেদায়েতের চাঁদ, কল্যাণ ও হেদায়েতের চাঁদ, কল্যাণ ও হেদায়েতের চাঁদ। যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আমি তাঁর প্রতি ঈমান আনলাম। এ কথা তিনি তিনবার বলতেন। অতপর বলতেন, আল্লাহর প্রশংসা যিনি অমুক মাস শেষ করলেন এবং এ মাস আনলেন। -(আবু দাউদ)

চিন্তা বৃদ্ধি পেলে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩৩১ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার চিন্তা বেড়ে গেছে যে যেন বলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার দাস, তোমার দাসের পুত্র, তোমার দাসীর পুত্র, আমি তোমার হাতের মুঠে, আমার অদৃষ্ট তোমার হাতে, তোমার হুকুম আমাকে কার্যকর এবং তোমার নির্দেশ আমার পক্ষে ন্যায়। আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি তোমার সকল নামের উসিলায়, যা দিয়ে তুমি নিজেকে অভিহিত করেছ, অথবা তুমি তোমার কিতাবে নাযিল করেছ, অথবা তুমি তোমার সৃষ্টির কাউকেও তা শিক্ষা দিয়েছ, অথবা তুমি তোমার বান্দাদের উপর এলহাম করেছ, অথবা তুমি গায়েবের পর্দায় তা তোমার কাছে গোপন রেখেছ, তুমি কুরআনকে আমার অন্তরের বসন্তকালস্বরূপ এবং চিন্তা ও ধান্দা দূরীকরণের কারণস্বরূপ কর। -যে বান্দা যখনই তা বলবে, আল্লাহ তার চিন্তা দূর করবেন এবং তার পরিবর্তে নিশ্চিন্ততা দান করবেন। -(রযীন)

উপরে উঠলে ধ্বনি দিতে হয়

হাদীস : ২৩৩২ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, (রাস্তায়) আমরা যখন উপরে উঠতাম, আল্লাহ আকবার বলতাম এবং যখন নিচে নামতাম, সুবহানাল্লাহ বলতাম। -(বোখারী)

আল্লাহর দয়া কামনা করতে হয়

হাদীস : ২৩৩৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন কোন বিষয় চিন্তা করতেন, তিনি বলতেন, হে চিরঞ্জীব হে প্রতিষ্ঠাতা! তোমার দয়ার কাছে আমি ফরিয়াদ করি। -(তিরমিযী এটা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা গরীব ও গায়রে মাহফুয।)

দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখার জন্য দোয়া

হাদীস : ২৩৩৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, খন্দক যুদ্ধের দিন আমরা বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমাদের কি কিছু বলার আছে? প্রাণ তো ওষ্ঠাগত হয়ে গেল। তিনি বললেন, হ্যাঁ, বল, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের দোষ ঢেকে রাখ এবং আমাদের ভয় নিরাপদ কর। আবু সাঈদ খুদরী বলেন, সুতরাং আল্লাহ তাঁর শত্রুদেরকে ঝঞ্ঝা দিয়ে দমন করলেন এবং ঝঞ্ঝা দিয়ে তাদেরকে পরাজিত করলেন। -(আহমদ)

বাজারে প্রবেশ করে বিসমিল্লাহ বলতে হয়

হাদীস : ২৩৩৫ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন বাজারে প্রবেশ করতেন, বলতেন, বিসমিল্লাহ' হে আল্লাহ! তোমার কাছে আমি এ বাজারের মঙ্গল এবং এতে যা রয়েছে তার মঙ্গল চাই এবং আমি পানাহ চাই অমঙ্গল হতে এবং তাতে যা আছে তার অমঙ্গল হতে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই যাতে যেন কোন লোকসানজনক বেচাকেনার ফাঁদে না পড়ি। -(বায়হাকী দা'ওয়াতুল কবীরে)

দ্বাদশ অধ্যায়

আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

নিয়তির মন্দতা থেকে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে

হাদীস : ২৩৩৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা বিপদে, কষ্টে, দুর্ভাগ্যের আক্রমণ, নিয়তির মন্দতা ও বিপদে শত্রুর হাসা হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও। -(বোখারী ও মুসলিম)

www.waytojannah.com

কৃপণতা, ঋণ, অক্ষমতা থেকে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে

হাদীস : ২৩৩৭ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই চিন্তা, শোক, অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, ঋণের বোঝা ও মানুষের জবরদস্তি থেকে। –(বোখারী ও মুসলিম)

বার্ধক্য ও ঋণ থেকে আল্লাহর আশ্রয় কামনা করা

হাদীস : ২৩৩৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার স্মরণ নিচ্ছি, অলসতা, বার্ধক্য, ঋণ ও পাপ হতে। আল্লাহ আমি তোমার শরণ নিচ্ছি দোযখের শাস্তি, দোযখের পরীক্ষা, কবরের পরীক্ষা ও শাস্তি হতে এবং সচ্ছলতার পরীক্ষা মন্দতা ও দারিদ্র্যের পরীক্ষার মন্দতা হতে এবং কানা দাজ্জালের পরীক্ষার মন্দতা হতে। হে আল্লাহ! তুমি আমার গোনাহসমূহ ধুইয়ে দাও বরফের পানি ও শিলার পানি দিয়ে। আমার অন্তরকে পরিষ্কার কর যেরূপে সাদা কাপড় ময়লা হতে পরিষ্কার করা হয় এবং ব্যবধান কর আমার ও আমার গোনাহর মধ্যে, যেমন ব্যবধান করেছ পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে। –(বোখারী ও মুসলিম)

মন আল্লাহর জন্য না গললে তার জন্যে দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩৩৯ ॥ হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, রাসূল (স) এরূপ বলতেন, হে আল্লাহ! আমি অক্ষমতা, অলসতা, কাপুরষতা, কৃপণতা, বার্ধক্য ও কবর আযাব হতে তোমার স্মরণ নিচ্ছি। হে আল্লাহ! আমার আত্মাকে সংযম দান কর, তাকে পবিত্র কর, তুমিই শ্রেষ্ঠ পাবক, তুমি তার অভিভাবক ও প্রভু। হে আল্লাহ! আমি তোমার স্মরণ নিচ্ছি ঐ জ্ঞান হতে যা (আত্মার) উপকার করে না, ঐ অন্তর থেকে যা (আল্লাহর ভয়ে) গলে না, ঐ মন হতে যা তৃপ্তি লাভ করে না এবং ঐ দোয়া হতে যা কবুল হয় না। –(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর আশ্রয় প্রার্থনার বিষয়

হাদীস : ২৩৪০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) এমন বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই– যা আমি করেছি তার অপকারিতা হতে এবং যা আমি করিনি তার অপকারিতা হতে। –(মুসলিম)

সর্বকাজে আল্লাহতে আত্মসমর্পণ করতে হয়

হাদীস : ২৩৪১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমারই প্রতি আত্মসমর্পণ করলাম, তোমারই প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম, তোমারই প্রতি ভরসা করলাম, তোমারই দিকে রুজু করলাম এবং তোমারই সাহায্যে লড়লাম। হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রতাপের স্মরণ নিচ্ছি–তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই– আমাকে পথভ্রষ্ট করা হতে, তুমি চিরঞ্জীব, কখনও মরবে না, আর জিন ও ইনসান মরবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

চারটি বিষয় থেকে মানুষ আশ্রয় চাপে

হাদীস : ২৩৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, চারটি বিষয় থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। জ্ঞান যা উপকারে আসে না, অন্তর যা গলে না, মন যা তৃপ্তি লাভ করে এবং দোয়া যা কবুল হয় না। –(আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী আবদুল্লাহ ইবনে আমর হতে এবং নাসাঈ উভয় হতে।)

রাসূল (স) পাঁচটি বিষয় থেকে পানাহ চাইতেন

হাদীস : ২৩৪৩ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) পাঁচটি বিষয় হতে পানাহ্ চাইতেন– কাপুরুষতা, কৃপণতা, বয়সের মন্দতা, অন্তরের ফেত্না ও কবরের আযাব হতে। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ) যঈফ – ৫২৮

অত্যাচার করা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাবে

হাদীস : ২৩৪৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই অভাব, স্বল্পতা ও অপমান হতে এবং তোমার কাছে পানাহ চাই পাছে আমি অত্যাচার করি বা অত্যাচারিত হই। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

চরিত্র ভাল হওয়ার জন্য দোয়া করবে

হাদীস : ২৩৪৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলতেন, আল্লাহ! আমি তোমার কাছে সত্যের বিরুদ্ধাচরণ, কপটতা ও চারিত্রের অসাধুতা থেকে পানাহ চাই। –(আবু দাউদ ও নাসাঈ) যঈফ – ৫২৯

ক্ষুধা থেকে আল্লাহর পানাহ্ চাবে

হাদীস : ২৩৪৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই ক্ষুধা হতে, কেননা, তা মানুষের কী মন্দ নিদ্রা-সাথী এবং তোমার কাছে পানাহ চাই বিশ্বাসঘাতকতা থেকে, কেননা, তা কত না মন্দ গোপন চরিত্র। –(আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

www.waytojannah.com

শ্বেত, কুষ্ঠরোগ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

হাদীস : ২৩৪৭ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলতেন, আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ্ চাই ক্ষুধা হতে, কেননা, তা মানুষের কী মন্দ নিদ্রা-সাথী এবং তোমার কাছে পানাহ চাই বিশ্বাসঘাতকতা থেকে, কেননা, তা কত না মন্দ গোপন চরিত্র। –(আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ।)

শ্বেত, কুষ্ঠরোগ থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

হাদীস : ২৩৪৮ ॥ হযরত কুত্বা ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই মন্দ চরিত্র, মন্দ কাজ ও মন্দ আকাঙ্ক্ষা থেকে। –(তিরমিযী)

কানা ও চোখের অন্ধত্ব থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাবে

হাদীস : ২৩৪৯ ॥ (তাবেঈ) শুতাইর ইবনে শাকাল ইবনে হুমায়দ তাঁর পিতা শাকাল হতে বর্ণনা করেন– তিনি বলেছেন, আমি একদিন বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন একটি জিনিস শিখিয়ে দেন যা দিয়ে আমি আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাইতে পারি। তিনি বললেন, বল– হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ্ চাই আমার কানের অপকারিতা, আমার চোখের অপকারিতা, আমার জিহ্বার অপরিকারিতা, আমার মনের অপকারিতা ও বীর্যের অপকারিতা থেকে।

–(আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

যুদ্ধের ময়দানে পলায়ন থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া

হাদীস : ২৩৫০ ॥ হযরত আবুল ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) এরূপ দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই কিছু ধসে পড়া থেকে। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই উপর হতে পড়া থেকে, পানিতে ডুবা, আগুনে পোড়া ও বার্ধক্য থেকে। আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই যাতে তোমার রাস্তায় পিঠ দিয়ে না মরি এবং তোমার কাছে আশ্রয় চাই আমি যেন দংশিত না হয়ে মরি।

–(আবু দাউদ ও নাসায়। নাসাঈর অপর এক বর্ণনায় অধিক রয়েছে, ও শোক হতে।)

লালসা থেকে আল্লাহর আশ্রয় চাবে

হাদীস : ২৩৫১ ॥ হযরত মুআয (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, তোমরা আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাও লালসা থেকে, যা মানুষকে দোষের দিক নিয়ে যায়। –(আহমদ। আর বায়হাকী দা'ওয়াতুল কবীরে।)

চন্দ্রের মধ্যেও অপকারিতা রয়েছে

হাদীস : ২৩৫২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) চন্দ্রের দিক চেয়ে বললেন, হে আয়েশা! আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাও এর অপকারিতা হতে, কেননা, এটা হল সেই গাসেক যখন অন্ধকার হয়ে যায়। –(তিরমিযী)

আমার অন্তরকে সৎ পথের সন্ধান দাও এ দোয়া করবে

হাদীস : ২৩৫৩ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমার পিতা হুসাইনকে জিজ্ঞেস করলেন, কতজন মা'বুদকে তুমি এখন পূজা কর? আমার পিতা জবাবে বললেন, সাতজনকে– ছয়জন যমীনে একজন আসমানে। তিনি বললেন, আশা ও ভয়ে এদের মধ্যে কাকে ঠিক রাখ? আমার পিতা বললেন, যিনি আসমানে আছেন তাঁকে। রাসূল (স) বললেন, তবে শুন হুসাইন, যদি তুমি মুসলমান হও, আমি তোমারকে দুটি বাক্য শিক্ষা দিব, যা তোমার উপকার হবে। ইমরান বলেন, যখন আমার পিতা হুসাইন মুসলমান হলেন, বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সে দুটি বাক্য শিক্ষা দিন, যার ওয়াদা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন। রাসূল (স) বললেন, বল, আল্লাহ! আমার অন্তরে সৎপথের সন্ধান দাও এবং আমাকে আমার মনের অপকারিতা থেকে পানাহ্ দাও। –(তিরমিযী)

ঘুমের মধ্যে ভয় থেকে আল্লাহর সাহায্য চাবে

হাদীস : ২৩৫৪ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআইব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পায়, তখন সে যেন বলে, আমি আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি, আল্লাহ রোষ ও তাঁর শাস্তি থেকে, তাঁর বান্দাদের অপকারিতা থেকে এবং শয়তানের খটকা থেকে আর তারা যেন আমার কাছে উপস্থিত হতে না পারে। এতে খটকা তার ক্ষতি করতে পারবে না। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে আমার তার সন্তানদের মধ্যে যারা বালেগ তাদেরকে এটা শিক্ষা দিতেন, আর যারা বালেগ নয় কাগজে লিখে তাদের গলায় ঝুঁলিয়ে দিতেন। –(আবু দাউদ ও তিরমিযী। পাঠ তিরমিযী)

আল্লাহর কাছে তিনবার জান্নাত কামনা করলে জান্নাতী হবে

হাদীস : ২৩৫৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে তিনবার আল্লাহর কাছে জান্নাত প্রার্থনা করে, জান্নাত বলে আল্লাহ! তাকে জান্নাতে দাখিল কর, আর যে তিনবার দোযখ হতে পানাহ চায়, দোযখ বলে, আল্লাহ! তাকে দোযখ হতে পানাহ দাও। –(তিরমিযী ও নাসাঈ)

www.waytojannah.com

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সৃষ্টির সকল অপকারিতা থেকে মুক্তি চাবে

হাদীস : ২৩৫৬ ॥ (তাবেঈ) কা'কা বলেন, হযরত কা'বে আহবার বলেছেন, যদি আমি এই বাক্যগুলো না বলতাম, তবে ইহুদীরা আমাকে নিশ্চয় গাধা বানিয়ে দিত। তাকে জিজ্ঞেস করা হল, কোনগুলো? তিনি বললেন, এগুলো আমি মহান আল্লাহর সত্তার আশ্রয় নিতেছি, যার অপেক্ষা মহান আর কেউ নেই এবং আল্লাহর পূর্ণ বাক্যসমূহের আশ্রয় নিচ্ছি, যেগুলো অতিক্রম করার ক্ষমতা ভাল-মন্দ কোন লোকের নেই। আরও আমি আশ্রয় নিচ্ছি আল্লাহর আসমায়ে হুসনা বা উত্তম নামসমূহের, যা আমি অবগত আছি, আর যা আমি অবগত নই, তাঁর সৃষ্টির অপকারিতা থেকে যাদের তিনি সৃষ্টি করেছেন ও জগতে ছড়িয়ে দিয়েছেন। -(মালিক)

কুফরী থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর প্রার্থনা করতে হবে

হাদীস : ২৩৫৭ ॥ (তাবেঈ) মুসলিম ইবনে আবু বকরা (রা) বলেন, আমার পিতা আবু বাকরা নামাযের শেষে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই কুফরী, পরমুখাপেক্ষিতা ও কবর আযাব থেকে। আর আমিও তা বলতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, বাবা তুমি এটা কার কাছে থেকে গ্রহণ করলে? আমি বললাম, আপনার কাছে থেকে তো। তিনি বললেন, তবে শোন, রাসূল (স) এটা নামায শেষে বলতেন। -(তিরমিযী। নাসাঈ 'নামায শেষে' শব্দ ব্যতীত। আহমদ শুধু দোয়াটি বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনায় রয়েছে, প্রত্যেক নামায শেষে।)

ঋণ থেকে মুক্তির লাভের আল্লাহর প্রার্থনা করবে

হাদীস : ২৩৫৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, হে আল্লাহ! আমি তোমার স্মরণ নিচ্ছি কুফরী ও করয থেকে। এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! করযকে আপনি কুফরীর সমান মনে করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, অপর বর্ণনায় রয়েছে, হে আল্লাহ! আমি আশ্রয় চাই কুফরী ও পরমুখাপেক্ষিতা থেকে। তখন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ দুটা কি সমান? তিনি বললেন, হ্যাঁ। -(নাসাঈ) পৃষ্ঠা - ৫৬৬

ত্রয়োদশ অধ্যায়

অধিকদোয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

মানুষ সীমালঙ্ঘন করবে

হাদীস : ২৩৫৯ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি কখনও এরূপ দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! মাফ কর তুমি আমার অপরাধ, আমার অজ্ঞতা এবং আমার কাজে আমার সীমালঙ্ঘন, আর যা তুমি আমার অপেক্ষাও অধিক জান। হে আল্লাহ! মাফ কর তুমি আমার তত্ত্বের বিষয় ও খামখেয়ালীর বিষয়, আমার ভুলকৃত বিষয় ও ইচ্ছাকৃত বিষয় আর এর সকলটি আমার কাছে আছে। আল্লাহ মাফ কর তুমি আমার গোনাহ, আমি যা পূর্বে করেছি এবং যা পরে করেছি যা আমি গোপনে করেছি ও যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং যা তুমি আমার অপেক্ষা অধিক জান। তুমিই আগে বাড়াও ও পিছে হটাও এবং প্রত্যেক বিষয়ের উপর তুমি ক্ষমতাবান। -(বোখারী ও মুসলিম)

পাপ মুক্তির জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করতে হবে

হাদীস : ২৩৬০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলতেন, হে আল্লাহ! তুমি ঠিক করে দাও আমার ধর্ম, যা পবিত্র করবে আমার কর্ম; ঠিক করে দাও আমার ইহকাল, যাতে রয়েছে আমার জীবন, ঠিক করে দাও আমার পরকাল, যা হবে আমার প্রত্যাবর্তন। এবং আমার হায়াতকে কর বৃদ্ধি প্রত্যেক কল্যাণের কাজে, আর আমার মউতক্যেকর আমার পক্ষে প্রত্যেক অকল্যাণ হতে শান্তিস্বরূপ। -(মুসলিম)

হারাম থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা

হাদীস : ২৩৬১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করি সৎপথ, সংযম হারাম হতে বেঁচে থাকার এবং অন্যের কাছে হতে বেনিয়াযী। -(মুসলিম)

সরল সোজা পথের জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে

হাদীস : ২৩৬২ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাকে বললেন, তুমি বল, হে আল্লাহ! আমাকে পথ দেখাও এবং আমাকে সরল-সোজা রাখ। আর পথ অর্থে মনে করবে তুমি আল্লাহর পথ এবং সোজা অর্থে খেয়াল করবে তীরের ন্যায় সোজা। -(মুসলিম)

www.waytojannah.com

মুসলমান হলে প্রথমে নামায শিক্ষা দিতে হবে

হাদীস : ২৩৬৩ ॥ (তাবেঈ) আবু মালিক আশজায়ী (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন; যখন কোন লোক মুসলমান হত রাসূল (স) তাকে প্রথমে নামায শিক্ষা দিতেন, অতপর তাকে এ বাক্যসমূহ দিয়ে দোয়া করতেন, বলতেন, আল্লাহ! আমাকে মাফ কর, আমাকে দয়া কর, আমাকে পথ দেখাও, আমাকে শান্তিতে রাখ এবং আমাকে রিযিক দাও। -(মুসলিম)

রাসূল (স) বেশি দোয়া করতেন দুনিয়া ও আখেরাতের মুক্তির জন্য

হাদীস : ২৩৬৪ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর অধিকাংশ সময়ের দোয়া ছিল, হে আল্লাহ! আমাদেরকে দুনিয়াতে ভালাই দান কর এবং আখেরাতে ভালাই, আর বাঁচিয়ে রাখ আমাদেরকে দোযখের আযাব হতে।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে দোয়া করতেন

হাদীস : ২৩৬৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) দোয়া করতেন এবং বলতেন হে পরওয়ারদেগার! আমাকে মদদ কর, আমার বিরুদ্ধে মদদ করবে না; আমাকে সাহায্য কর, আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করবে না; আমার পক্ষে উপায় উদ্ভাবন কর, আমার বিরুদ্ধে উপায় উদ্ভাবন করবে না; আমাকে পথ দেখাও আমার জন্য পথ সহজ কর এবং যে আমার প্রতি জবরদস্তি করে তার উপর আমাকে জয়ী কর। হে পরওয়ারদেগার! আমাকে তোমারই কৃতজ্ঞ কর, তোমারই স্মরণকারী কর, তোমারই ভয়ে ভীত কর, তোমারই অনুগত কর, তোমারই কাছে বিনম্র কর, (গোনাহর কারণে) তোমারই কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে শিখাও এবং তোমারই দিকে রুজু কর। হে প্রভু! আমার তওবা কবুল কর, আমার গোনাহ ধুয়ে দাও, আমার ডাকে সাড়া দাও, আমার প্রমাণ (ঈমান) দৃঢ় কর, আমার যবান ঠিক রাখ, আমার অন্তরকে হেদায়েত কর এবং আমার অন্তরের কলুষতা দূর কর। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ)

ঈমান গ্রহণ করলেই শান্তি

হাদীস : ২৩৬৬ ॥ হযরত আবু বকর (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) মিম্বরে দাঁড়ালেন, অতপর কেঁদে দিলেন এবং বললেন, তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর আর শান্তি চাও, কেননা, ঈমানের পর কাউকে শান্তি অপেক্ষা উত্তম কিছু দান করা হয়নি। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান তবে সনদ হিসেবে গরীব।)

ইহ-পরকালে শান্তির দোয়া সবচেয়ে উত্তম

হাদীস : ২৩৬৭ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন দোয়া শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, তোমার প্রভুর কাছে ইহ-পরকালের শান্তি ও নিরাপত্তার দোয়া। অতপর সে দ্বিতীয় দিন এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ দোয়া শ্রেষ্ঠ? তিনি তাকে আগের ন্যায়ই উত্তর দিলেন। অতপর সে তৃতীয় দিন এসে জিজ্ঞেস করলেন, আর তিনি ঐরূপই উত্তর দিলেন এবং বললেন, ইহ-পরকালে যখন শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করলে, তখন নাজাত লাভ করলে। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও তবে সনদের বিবেচনায় গরীব।) যঈফ - ৫৩৪

আল্লাহ যা ভালবাসেন তা করা উচিত

হাদীস : ২৩৬৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ খাতামী (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আপন দোয়ায় বলতেন, হে আল্লাহ! আমাকে তোমার মহব্বত এবং যার মহব্বত তোমার কাছে আমাকে কাজ দিবে তার মহব্বত দান কর। হে আল্লাহ! আমি ভালবাসি এমন যা তুমি আমাকে দান করেছ, তাকে তুমি আমার পক্ষে অবলম্বনস্বরূপ কর যা তুমি ভালবাস তার জন্য। হে আল্লাহ! আমি যা ভালবাসি তার যতখানি তুমি আমার হতে দূর রেখেছ তাকে তুমি যা আমার পক্ষে ভালবাস তা করার জন্য সুযোগস্বরূপ কর। -(তিরমিযী) যঈফ - ৫৩৫

বেহেশতে পৌঁছতে যে আমলের প্রয়োজন তার দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩৬৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) কোন মজলিস হতে খুবই কমই উঠতেন, যে পর্যন্ত না তাঁর সহচরদের জন্য এ দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে ঐ পরিমাণ তোমার ভয় দান কর, যা দিয়ে তুমি আমাদের মধ্যে ও তোমার নাফরমানীর মধ্যে বাধা সৃষ্টি করবে, তোমার ইবাদত-আনুগত্যের ঐ পরিমাণ দান করা যা দিয়ে তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাবে এবং তোমার প্রতি বিশ্বাসের ঐ পরিমাণ দান কর, যা দিয়ে তুমি আমাদের প্রতি দুনিয়ার বিপদসমূহ সহজ করে দিবে। হে আল্লাহ! আমাদের উপকার সাধিত কর আমাদের কানের দ্বারা, আমাদের চোখের দ্বারা ও আমাদের শক্তির দ্বারা, যে পর্যন্ত তুমি আমাদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের উত্তরাধিকারী বাকি রাখ। আল্লাহ! তুমি আমাদের প্রতিশোধকে সীমাবদ্ধ রাখ তাদের প্রতি, যারা আমাদের প্রতি যুলুম করেছে এবং

www.waytojannah.com

আমাদের সাহায্য কর তাদের বিরুদ্ধে, যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে, হে আল্লাহ! আমাদের দ্বীন সম্পর্কে আমাদেরকে কোন বিপদে ফেল না এবং দুনিয়াকে আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় ও জ্ঞানের পরিসীমা করো না। হে আল্লাহ! আমাদের প্রতি চাপিয়ে দিও না তাদেরকে যারা আমাদের প্রতি দয়া করবে না। −(তিরমিযী। তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব। মিরকাত অনুসারে)

জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩৭০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলতেন, আল্লাহ! আমাদের উপকারে লাগাও যা আমাদের শিক্ষা দিয়েছ এবং শিক্ষা দাও আমাদেরকে তা যা আমাদের উপকারে লাগবে, আর জ্ঞান বৃদ্ধি কর আমাদের। আল্লাহর শোকর প্রত্যেক অবস্থায় এবং আমি আল্লাহর কাছে পানাহ চাই দোযখবাসীদের অবস্থা থেকে। −(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেন, এটার সনদ গরীব।)

মৌমাছির গুনগুন শব্দের মত ওহী নাযিল হত

হাদীস : ২৩৭১ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, যখন রাসূল (স)-এর উপর ওহী নাযিল হত তাঁর মুখমণ্ডলের দিক হতে মৌমাছির গুনগন শব্দের ন্যায় একরকম শব্দ শোনা যেত। এরূপে একদিন তাঁর উপর ওহী নাযিল করা হল। আমরা কতক্ষণ অপেক্ষা করলাম। তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন, অতপর কেবলার দিকে ফিরলেন এবং হাত উপরে উঠিয়ে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদেরকে বেশি দাও, কম দিও না আমাদের, আমাদেরকে সম্মানিত কর, অপমানিত করো না, আমাদের প্রতি দান কর, আমাদেরকে বঞ্চিত করো না; আদেরকে গ্রহণ কর, আমাদের বিপক্ষে কাউকেও গ্রহণ করো না। আমাদের খুশি কর এবং আমাদের প্রতি খুশি থাক।

অতপর বললেন, এখন আমার উপর দশটি আয়াত নাযিল হল, যে তা প্রতিষ্ঠা করবে বেহেশতে দাখিল হবে। অতপর তিনি (সূরা মু'মিনুনের শুরু হতে) পাঠ করতে লাগলেন, মু'মিন কৃতকার্য হয়েছে যাতে দশটি আয়াত শেষ করলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ধৈর্য্য অবলম্বনের দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩৭২ ॥ হযরত ওসমান ইবনে হুনাইফ (রা) বলেন, এক দৃষ্টিশক্তিহীন ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কাছে দোয়া করুন। তিনি যেন আমাকে কুশল দান করেন। তিনি বললেন, তুমি যদি চাও আমি আল্লাহর কাছে দোয়া করব, কিন্তু যদি চাও ছবর করতে পার, আর এটাই তোমার পক্ষে উত্তম। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দোয়া করুন। ওসমান বলেন, রাসূল (স) তাকে উত্তমরূপে অযু করতে এবং এরূপ দোয়া করতে বললেন, হে আল্লাহ! তোমার নবী মুহাম্মদ, যিনি রহমতের নবী, তার উসীলায় আমার পরওয়ারদেগারের দিকে রুজু হচ্ছি যাতে তিনি আমার এ হাজত পূর্ণ করেন। আল্লাহ তুমি আমার ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ কবুল কর। −(তিরমিযী এটা বর্ণনা করে বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ ও গরীব।)

নবী দাউদের দোয়া ছিল উত্তম দোয়া

হাদীস : ২৩৭৩ ॥ হযরত আবুদ্দারদা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলতেন, নবী দাউদের দোয়া ছিল এটা তিনি বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার ভালবাসা চাই, আর যে তোমাকে ভালবাসে এবং ঐ কাজের শক্তি চাই, যা আমাকে তোমার ভালবাসার দিকে নিয়ে যাবে। আল্লাহ, তোমার ভালবাসাকে আমার কাছে আমার জান, আমার মাল, আমার পরিজন এবং ঠাণ্ডা পানি অপেক্ষাও অধিক প্রিয় কর। আবুদ্দারদা বলেন, রাসূল (স) যখন হযরত দাউদের স্মরণ করতেন ও তাঁর কাহিনী বর্ণনা করতেন, বলতেন, দাউদ ছিলেন সর্বাপেক্ষা অধিক ইবাদত গোযার। −(তিরমিযী এবং তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

যত দিন জীবিত থাকা মঙ্গলকর তত দিন জীবিত থাকার প্রার্থনা করা উচিত

হাদীস : ২৩৭৪ ॥ (তাবেঈ) আতা ইবনে সায়েব তাঁর পিতা সায়েব থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন, একবার সাহাবী আম্মার ইবনে ইয়াসির আমাদের এক নামায পড়ালেন এবং তাতে (সূরা−কেরাআত ইত্যাদি) সংক্ষেপ করলেন, তখন লোকের মধ্যে হতে এক ব্যক্তি বললেন, এতে আমার কোন ক্ষতি হবে না। কেননা; এতে আমি সে সকল দোয়া পড়েছি যা রাসূল (স) হতে শুনেছি। অতপর যখন তিনি বললেন, এক ব্যক্তি তাঁর অনুসরণ করল। আতা বলেন, তিনি হলেন, আমার পিতা সায়েবই, তবে তিনি নিজের নাম প্রকাশ না করে ইঙ্গিতে বললেন। তিনি হযরত আম্মারকে দোয়াটি কী তা জিজ্ঞেস করলেন এবং পরে এসে লোকদের জানালেন। দোয়াটি হল−হে আল্লাহ! আমি তোমার গায়েব জানার

www.waytojannah.com

এবং সৃষ্টির উপর তোমার ক্ষমতা রাখার দোহাই দিয়ে বলছি– তুমি আমাকে তত দিন জীবিত রাখবে, যত দিন জীবন আমার পক্ষে মঙ্গলকর বলে জানবে। আর আমাকে মৃত্যুদান করবে যখন তুমি মৃত্যুকে আমার পক্ষে মঙ্গলকর বলে জানবে। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই তোমার ভয় গোপনে ও প্রকাশ্যে এবং তোমার কাছে চাই সত্য কথা বলার সাহস সন্তোষ ও অসন্তোষ। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই মধ্যপন্থা অবলম্বন করার তওফীক অভাব ও সচ্ছলতায় এবং তোমার কাছে চাই এমন নেয়ামত যা কখনও নিঃশেষ হবে না, আর তোমার কাছে চাই চোখ জুড়াবার বিষয়, যা কখনও বন্ধ হবে না। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই তোমার হুকুমের উপর রাযী থাকার ইচ্ছা এবং তোমার কাছে চাই মৃত্যুর পর উত্তম জিন্দেগী। হে আল্লাহ! তোমার কাছে চাই (বেহেশত) তোমার প্রতি দৃষ্টি করার স্বাদ গ্রহণ করতে এবং চাই তোমার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষা ক্ষতিকর কষ্টে ও পথভ্রষ্টকারী ফাসাদে পড়া ব্যতীত। হে আল্লাহ! আমাদেরকে ঈমানের ভূষণে ভূষিত কর এবং পথ প্রাপ্ত ও পথ প্রদর্শক কর। –(নাসাঈ)

হালাল রিযিকের দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩৭৫ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) ফজরের নামায শেষে বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই উপকারী জ্ঞান, কবুল হওয়ার মত আমল ও হালাল রিযিক। –(আহমদ ও ইবনে মাজাহ। আর বায়হাকী দা'ওয়াতুল কবীরে।)

সম্মানের সাথে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের দোয়া করতে হয়

হাদীস : ২৩৭৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একটি দোয়া আমি রাসূল (স) থেকে ইয়াদ করেছি, যা আমি কখনও ছাড়ি না– হে আল্লাহ! আমাকে এরূপ কর যাতে আমি সম্মানের সাথে তোমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, বেশি করে তোমার স্মরণ করতে পারি, তোমার উপদেশ পালন করতে পারি এবং তোমার হুকুম রক্ষা করতে পারি। –(তিরমিযী) যঈফ – ৫৩৮

আমানতদারী ও উত্তম চরিত্রের জন্য দোয়া করবে

হাদীস : ২৩৭৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) এরূপ বলতেন, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই স্বাস্থ্য, পবিত্রতা, আমানতদারী, উত্তম চরিত্র এবং তোমার হুকুমের প্রতি রাজি থাকার তওফীক।

যবানকে মিথ্যা থেকে বাঁচানোর দোয়া করবে

যঈফ-৫৩৯

হাদীস : ২৩৭৮ ॥ হযরত উম্মে মা'বাদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি হে আল্লাহ! তুমি আমার অন্তরকে কপটতা থেকে, আমার কাজকে লোক দেখানো থেকে, আমার যবানকে মিথ্যা থেকে এবং আমার চোখকে খেয়ানত করা থেকে পবিত্র কর–অবগত আছ তুমি চক্ষুর লুকোচুরি ও অন্তরের কারসাজি। –(হাদীস দুইটি বায়হাকী দা'ওয়াতুল কবীরে বর্ণনা করেছেন।) যঈফ – ৫৪০

আখেরাতের শাস্তি দুনিয়াতে পাওয়ার আশা করা উচিত নয়

হাদীস : ২৩৭৯ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একদিন রাসূল (স) এক রুগ্ণ ব্যক্তি দেখতে গেলেন– যে পক্ষী ছানার ন্যায় দুর্বল হয়ে গিয়েছে। রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি আল্লাহর কাছে কোন বিষয়ে দোয়া করেছিলে, অথবা তা তাঁর কাছে চেয়েছিলে? সে বলল, হ্যাঁ,আমি বলতাম, হে আল্লাহ! আমাকে তুমি আখেরাতে যে শাস্তি দিবে তা আগে-ভাগে দুনিয়াতে দিয়া ফেল। তখন রাসূল (স) বললেন, সুবহানাল্লাহ! তা তুমি দুনিয়াতেও বরদাশত করতে পারবে না এবং আখেরাতেও সহ্য করতে পারবে না। তুমি এরূপ বল নি কেন– হে আল্লাহ! আমাদের দুনিয়াতেও ভালই দান কর এবং আখেরাতেও এবং বাঁচাও আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে। আনাস বলেন, পরে সে এভাবে দোয়া করল এবং আল্লাহ পাক তাকে শেফা দিলেন। –(মুসলিম)

ক্ষমতার বাইরে কোন কিছু চাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ২৩৮০ ॥ হযরত হুযায়ফা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মু'মিনের উচিত নয়, সে নিজেকে লাঞ্ছিত করে। লোকেরা প্রশ্ন করল, সে নিজেকে কীভাবে লাঞ্ছিত করে? তিনি বললেন, সে এমন বিপদ চেয়ে বসে যা তার বরদাশ্ত করার সাধ্য নেই। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। আর বায়হাকী ও শো'আবুল ঈমানে। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

ভাল সন্তান কামনা করতে হয়

হাদীস : ২৩৮১ ॥ হযরত ওমর (রা) বলেন, আমাকে রাসূল (স) এ দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন এবং বলেছেন, তুমি বল, আল্লাহ তুমি আমার ভিতরকে বাহির হতে উত্তম কর এবং বাহিরকে কর নেক। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চাই তুমি যা মানুষকে ভাল দান করেছ তা-পরিবার, মাল ও সন্তান, যারা প্রথভ্রষ্ট বা পথভ্রষ্টকারী নয়। –(তিরমিযী) যঈফ-৫৪১

www.waytojannah.com

চতুর্দশ অধ্যায়

হজ্জের ফযিলত, মিকাত ও ফরযিয়াত

প্রথম পরিচ্ছেদ

সকল সম্পদশালী লোকের উপর হজ্জ ফরয

হাদীস : ২৩৮২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন এবং বললেন, হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন। সুতরাং তোমরা হজ্জ করবে। তখন এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি প্রত্যেক বছর? রাসূল (স) চুপ রইলেন, এমন কি সে তিনবার জিজ্ঞেস করল। তখন রাসূল (স) বললেন, যদি আমি হ্যাঁ বলতাম ফরয হয়ে যেত। কিন্তু তখন তোমাদের আদায় করার সাধ্য থাকত না। অতপর তিনি বললেন, দেখ যে বিষয় আমি তোমাদের কিছু বলি নি, সে বিষয় সেরূপ থাকতে দাও। কেননা, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল তারা বেশি প্রশ্ন করার এবং তাদের নবীদের সাথে মতবিরোধ করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। অতএব, আমি যখন তোমাদেরকে কোন বিষয় করার নির্দেশ দিব, তা যতখানি সাধ্যে কুলায় করবে এবং যে ব্যাপারে নিষেধ করবে তা ত্যাগ করবে। -(মুসলিম)

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করা শ্রেষ্ঠ আমল

হাদীস : ২৩৮৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন আমল শ্রেষ্ঠ? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করা। অতপর জিজ্ঞেস করা হল, তারপর কী? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করা। অতপর জিজ্ঞেস করা হল, তারপর কী? তিনি বললেন আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা। পুনরায় জিজ্ঞেস করা হলা, তারপর কী? তিনি বললেন, কবুল করা হজ্জ। -(বোখারী ও মুসলিম)

সঠিকভাবে হজ্জ পালন করলে তার কোন গোনাহ থাকে না

হাদীস : ২৩৮৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে হজ্জ করছে এবং তাতে অশ্লীল কথা বলে নি অশ্লীল কাজ করে নি, সে হজ্জ থেকে ফিরবে সে দিনের ন্যায়, সে দিন তার মা তাকে প্রসব করেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

হজ্জ কবুলের বিনিময়ে বেহেশত

হাদীস : ২৩৮৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক উমরা অপর উমরা পর্যন্ত সময়ের জন্য কাফফারাস্বরূপ এবং কবুল করা হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ভিন্ন কিছুই নয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

রমযানের ওমরা হজ্জের সমান

হাদীস : ২৩৮৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রমযান মাসের উমরা থেকে হজ্জের সমান। -(বোখারী ও মুসলিম)

পিতা-মাতা তার শিশু সন্তানের হজ্জের সওয়াব পাবে

হাদীস : ২৩৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) পথে রওহা নামক স্থানে এক উট আরোহী দলের সাক্ষাৎ পেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, এরা কারা? তারা বলল, আমরা মুসলমান। অতপর তারা জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল (মুহাম্মদ) এ কথা শুনে একটি স্ত্রী লোক একটি শিশুকে উঠিয়ে ধরল এবং বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! এর কী হজ্জে হবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে সওয়াব তোমার হবে। -(মুসলিম)

পিতার পক্ষ থেকে পুত্র হজ্জ করতে পারে

হাদীস : ২৩৮৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একবার খাসআম গোত্রের এক মহিলা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদের উপর ফরয করা হজ্জ আমার পিতার প্রতি বর্তায়েছে অথবা তিনি অতি বৃদ্ধ, বাহনের পিছে বসে থাকার ক্ষমতা তাঁর নেই। সুতরাং আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারব? রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ। এটা বিদায় হজ্জের ঘটনা। -(বোখারী ও মুসলিম)

নিজের ভগ্নির পক্ষ থেকে হজ্জ করা যায়

হাদীস : ২৩৮৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ভাগিনী হজ্জ করতে মানত করেছিলেন, কিন্তু তা আদায় করার পূর্বে তিনি মারা গেছেন, রাসূল (স) বললেন, তোমার ভগিনীর উপর কারও ঋণ থাকলে তুমি তা আদায় করতে কি না? সে বলল, নিশ্চয়ই। রাসূল (স) বললেন, তবে আল্লাহর ঋণ আদায় কর। এটা আদায়ের অধিকার উপযোগী। -(বোখারী ও মুসলিম)

www.waytojannah.com

স্ত্রী লোক একা হজ্জ করতে পারবে না

হাদীস : ২৩৯০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন পুরুষ যেন কখনও কোন স্ত্রী লোকের সাথে এক জায়গায় না হয় এবং কোন স্ত্রী লোক যেন কখনও আপন কোন মাহরাম ব্যক্তির সাথে ব্যতীত এককাকিনী ভ্রমণে বের হয় না হয়। তখন এক ব্যক্তি বলে উঠল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অমুক যুদ্ধে আমার নাম লেখানো হয়েছে, আর আমার স্ত্রী একাকিনী হজ্জে রওয়ানা হয়েছে। রাসূল (স) বললেন, যাও তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ কর। -(বোখারী ও মুসলিম)

মহিলাদের জিহাদ হল হজ্জ

হাদীস : ২৩৯১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তিনি একদিন রাসূল (স)-এর কাছে জেহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন। রাসূল (স) বললেন, তোমাদের জেহাদ হল হজ্জ ॥ -(বোখারী ও মুসলিম)

কোন মাহরাম ব্যতীত স্ত্রী লোক একা ভ্রমণ করবে না

হাদীস : ২৩৯২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন স্ত্রী লোক যেন এক দিন এক রাত্রির পথ ভ্রমণ না করে কোন মাহরামের সাথে ব্যতীত। -(বোখারী ও মুসলিম)

যুলহুলায়ফাকে মীকাত নির্ধারণ করা হয়েছে

হাদীস : ২৩৯৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) মদীনাবাসীদের জন্য 'মীকাত' নির্ধারণ করেছেন, 'যুলহুলায়ফা'কে শামবাসীদের জন্য 'জহফা' (রাবেগ)-কে নজদবাসীদের জন্য কারনুল মানাযিল'কে এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম'কে। এক সকল স্থান এ সকল স্থানের লোকদের জন্য এবং এ সকল স্থান ব্যতীত অপর স্থানের লোক এই পথ দিয়ে যারা আসবে তাদের জন্য যারা হজ্জ বা উমরার ইচ্ছা রাখে। যারা এ সকল স্থানে (সীমার) ভিতরে হবে তাদের এহরামের স্থান তাদের ঘর– এরূপে এমনকি, মক্কাবাসীরা এহ্‌রাম বাঁধবে মক্কা হতে। -(বোখারী ও মুসলিম)

ইয়ামানবাসীদের মীকাত হল ইয়ালামলাম

হাদীস : ২৩৯৪ ॥ হযরত জাবের (রা) রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন, যে তিনি বলেছেন, মদীনাবাসীদের মীকাত হল 'যুলহুলায়ফা' অন্য পথে অর্থাৎ শামের পথে গমন করলে, 'জুহফা' ইরাকবাসীদের মীকাত হল 'জাতু-ইরক' নজ্‌দবাসীদের মীকাত হল 'কারনুল মানাযিল' এবং ইয়ামানবাসীদের মীকাত হল 'ইয়ালামলাম'। -(মুসলিম)

রাসূল (স) চারটি ওমরা করেছেন

হাদীস : ২৩৯৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) চারটি উমরা করেছেন, প্রত্যেকটি যিকা'দা মাসে হজ্জের সাথের উমরা ছাড়া। এক উমরা হুদায়বিয়া হতে যিকা'দা মাসে, এক উমরা পরবর্তী বৎসর যিকাদা মাসে, এক উমরা জি'রানা হতে যেখানে তিনি হুনাইন যুদ্ধের গণীমত বন্টন করেছিলেন, যিকা'দা মাসে এবং অপর উমরা (দশম হিজরীতে) তাঁদের হজ্জের সাথে। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হজ্জ জীবনে একবার ফরয করা হয়েছে

হাদীস : ২৩৯৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ তোমাদের উপর হজ্জ ফরয করেছেন, এ সময় হযরত আকরা ইবনে হাবেস (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি প্রত্যেক বছরে? রাসূল (স) বললেন, যদি বলতাম হ্যাঁ, তবে ফরয করা হয়ে যেত, আর যদি ফরয হয়ে যেত তোমরা তা সম্পদান করতে পারতে না হজ্জ একবার। যে এর অধিক করল, সে স্বেচ্ছামূলক নফল কাজ করল। -(আহমদ, নাসাঈ ও দারেমী)

হজ্জ করার উপযুক্ত হলেই হজ্জ করতে হয়

হাদীস : ২৩৯৭ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে বক্তি বায়তুল্লাহ পৌছার পথ খরচের মালিক হয়েছে, অথচ হজ্জ করেনি, মরুক সে ইহুদী হয়ে বা নাসারা হয়ে, এতে কিছু আসে যায় না। আর এটা কি কারণেই যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়াতায়ালা বলেন, মানুষের প্রতি বায়তুল্লাহর হজ্জ ফরয, যে সে পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য লাভ করেছে। -(তিরমিযী এটা বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা গরীব এবং এর সনদে কথা রয়েছে। ইহার এক রাবী হেলাল ইবনে আবদুল্লাহ মাজহুল, অতপর রাবী হাসের যয়ীফ।) যঈফ— ৫৪২

হজ্জ না করে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত থাকা যায় না

হাদীস : ২৩৯৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হজ্জ না করে থাকা ইসলামে জায়েজ নেই। -(আবু দাউদ) যঈফ— ৫৪৩

www.waytojannah.com

হজ্জের নিয়ত করলে হজ্জ করতে হবে

হাদীস : ২৩৯৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তির হজ্জের এরাদা করেছে, সে যেন তাড়াতাড়ি করে। −(আবু দাউদ ও দারেমী)

হজ্জ ও ওমরা দারিদ্র্যতা ও গোনাহ দূর করে

হাদীস : ২৪০০ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হজ্জ ও উমরা সাথে সাথে কর। কেননা, এগুলো দারিদ্র্য ও গোনাহ দূর করে, যেভাবে হাঁপর লোহা এবং সোনা-রূপার ময়লা দূর করে। কবুল করা হজ্জের সওয়াব জান্নাত ব্যতীত কিছুই নহে। −(তিরমিযী ও নাসাঈ। কিন্তু আহমদ ও ইবনে মাজাহ হযরত ওমর হতে লোহার ময়লা পর্যন্ত।)

পাথেয় সংগ্রহ হলে হজ্জ ফরয হয়

হাদীস : ২৪০১ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিসে হজ্জ ফরয হয়? তিনি বললেন, পথের পাথেয় ও বাহন। −(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ) যঈফ—৫৪৪

উচ্চৈস্বরে তালবিয়া পাঠ করতে হয়

হাদীস : ২৪০২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হাজী কে? রাসূল (স) বললেন, যে ব্যক্তি এলোমেলো কেশ এবং দুর্গন্ধ শরীর। অতপর অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ হজ্জ উত্তম? তিনি বললেন, তালবিয়ার সাথে আওয়াজ উচ্চ করা এবং হাদঈর রক্ত প্রবাহিত করা। অতপর আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোরআনে যে বলা হয়েছে− য সাবীলের সামর্থ্য রাখে। সাবীল অর্থ কী? তিনি বললেন, পাথেয় ও বাহন। বাগীর শরহুস সুন্নাহয় এবং ইবনে মাজাহ তাঁর সুনানে, কিন্তু তিনি শেষ দিক বর্ণনা করেন নি। যঈফ — ৫৪৫

পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও ওমরা করার নির্দেশ

হাদীস : ২৪০৩ ॥ হযরত আবু রযীন উকাইলী (রা) হতে বর্ণিত আছে, যে তিনি একদিন রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতা অতি বৃদ্ধ, হজ্জ ও উমরা করার ক্ষমতা রাখে না এবং বাহনে বসতে পারেন না। রাসূল (স) বললেন, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা কর। −(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।)

প্রথমে নিজের হজ্জ করবে তারপর অন্যের হজ্জ

হাদীস : ২৪০৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) শুনলেন, এক ব্যক্তি বলছে, আমি শুবরোমার পক্ষ থেকে হজ্জের নিয়ত করছি। রাসূল (স) বললেন, শুবরোমা কে? সে বলল, আমার এক ভাই অথবা বলল, আমার এক আত্মীয়। তখন রাসূর (স) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিজের হজ্জ করেছ কি? সে বলল, জ্বি না। রাসূল (স) বললেন, তবে তুমি প্রথমে নিজের হজ্জ কর, পরে শুবরোমার হজ্জ করবে। −(শাফেয়ী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

পূর্বের দেশবাসীর জন্য মীকাত হল আকীক

হাদীস : ২৪০৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পূর্ব দেশবাসীদের (ইরাকীদের) জন্য আকীককে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। −(তিরমিযী ও আবু দাউদ) যঈফ — ৫৪৬

ইরাকীদের মীকাত যাতু'ইরক

হাদীস : ২৪০৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) ইরাকীদের জন্য যাতু-ইরককে মীকাত নির্ধারণ করেছেন। −(আবু দাউদ ও নাসাঈ

বায়তুল হারামে হজ্জ করলে সমস্ত গোনাহ ক্ষমা হয়

হাদীস : ২৪০৭ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বায়তুল মাকদাস হতে (মক্কার) বায়তুল হারামের দিকে হজ্জের বা উমরার এহ্রাম বাঁধবে তার পূর্বাপর গোনাহ্ মাফ করা হবে অথবা তিনি বলেছেন, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। −(আবু দাউদ ইবনে মাজাহ) যঈফ—৫৪৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হজ্জে গমন করে ভিক্ষা করা জায়েয নেই

হাদীস : ২৪০৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইয়ামনবাসীরা হজ্জ করত, পাথেয় সঙ্গে আনত না এবং বলত, আমরা আল্লাহর উপর ভরসাকারী; কিন্তু যখন মক্কায় পৌছত মানুষের কাছে ভিক্ষা করত। তখন আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করেন, পাথেয় সঙ্গে লও আর উত্তম পাথেয় হল তাকওয়া। −(বোখারী)

www.waytojannah.com

হজ্জ ও ওমরা মহিলাদের জিহাদ

হাদীস : ২৪০৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! স্ত্রীলোকের উপর কি জেহাদ ফরয? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তাদের উপর জেহাদ ফরয, তবে তাতে কাটাকাটি নেই– হজ্জ ও উমরা। –(ইবনে মাজাহ)

হজ্জের গোনাহ ক্ষমা নেই

হাদীস : ২৪১০ ॥ হযরত আবু উমাম (রা) বলেন, রাসূল (স) যাকে শক্ত অভাব অথবা অত্যাচারী শাসক গুরুতর রোগ বাধা দেয়নি, অথচ সে হজ্জ না করে মারা যায়, মরুক সে যদি চাই ইহুদী আর যদি চাই নাসারা হয়ে। –(দারেমী)

হজ্জ ও উমরাকারী আল্লাহর মেহমান

হাদীস : ২৪১১ ॥ হযরতআবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, হজ্জ ও উমরাকারীরা হচ্ছে আল্লাহর দাওয়াতী যাত্রীদল। অতএব তারা যদি তাঁর কাছে দোয়া করে তিনি তা কবুল করেন এবং যদি তাঁরা তার কাছে ক্ষমা চান তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। –(ইবনে মাজাহ)

আল্লাহর যাত্রী তিন ব্যক্তি, হাজী, গাজী ও উমরাহকারী

হাদীস : ২৪১২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহর যাত্রী হল তিন ব্যক্তি; গাজী, হাজী ও উমরাকারী। এ(নাসাঈ। বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে।)

হাজীদের সাথে সাক্ষাৎ করা সওয়াবের কাজ

হাদীস : ২৪১৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তুমি কোন হাজীর সাক্ষাৎ পাবে তাকে সালাম করবে, মুসাহাফাহা করবে ও তাকে অনুরোধ করবে যেন তোমার জন্য আল্লাহর কাছে মাফ চাই– তার ঘরে প্রবেশের পূর্বে। কেননা, হাজী হল গোনাহ্ মাফ করা পাক ব্যক্তি। –(আহমদ) Rvj - ৫৫০

যে লোক হজ্জের নিয়তে বের হয়ে ইন্তেকাল করে সে হজ্জের পূর্ণ সওয়াব পাবে

হাদীস : ২৪১৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি হজ্জ, উমরা অথবা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদের নিয়তে বের হয়েছে, অতপর ঐ পথে সে মারা গিয়েছে তার জন্য গাজী, হাজী বা উমরাকারীর সওয়াব লেখা হবে। –(বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে।)

পঞ্চদশ অধ্যায়

এহরাম ও তালবিয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

কাবা তওয়াফ করার পূর্বে সুগন্ধি লাগান যায়

হাদীস : ২৪১৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে তাঁর এহরামের জন্য এহরাম বাঁধার পূর্বে এহরাম খোলার জন্য (১০ তারিখ) কা'বার তওয়াফ করার পূর্বে খোশবু লাগিয়েছে এমন খোশবু, যাতে মেশ্‌ক (কস্তুরী) ছিল, যে আমি রাসূল (স)-এর সীথায় এখনও খোশবু দ্রব্যের ঔজ্জ্বল্য প্রত্যক্ষ করছি, অথচ তখন তিনি মুহরিম ছিলেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) কেশ জড়ান অবস্থায় লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা বলেছেন

হাদীস : ২৪১৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে মাথার কেশ জড়ান অবস্থায় বলতে শুনেছি, লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা; লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইকা; আন্নাল হামদা ওয়ান্নি'মাতা লাকা, ওয়াল মুলকা; লা শারিকা লাকা' প্রভু হে! আমি তোমার খেদমতে দণ্ডায়মান আছি, আমি তোমার খেদমতে দণ্ডায়মান আছি, আমি তোমার খেদমতে দণ্ডায়মান আছি, সমস্ত প্রশংসা সমস্ত নেয়ামত তোমারই এবং সমগ্র রাজত্ব তোমার; তোমার কোন শরিক নাই। –তিনি এই কয়টি কথার অধিক কিছু বলেন নাই। –(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) উটের পিঠে চড়ে তালবিয়া পড়েছিলেন

হাদীস : ২৪১৭ ॥ হযরতইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন আপন পা মোবারক রেকাবে রেখেছিলেন এবং তাঁর উটনী তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তখন তিনি তালবিয়া বলেছিলেন যুলহুলায়ফা মসজিদের নিকটে। –(বোখারী সমুসলিম)

www.waytojannah.com

হজ্জের তালবিয়া উচ্চঃস্বরে পড়তে হয়

হাদীস : ২৪১৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে বের হলাম এবং উচ্চৈঃস্বরে হজ্জের তালবিয়া বলতে লাগলাম। –(বোখারী ও মুসলিম)

এক সাথে হজ্জ ও ওমরাহ তালবিয়া পড়া যায়

হাদীস : ২৪১৯ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি হযরত আবু তালহার সাথে একই বাহনে সওয়ার ছিলাম। আমি শুনেছি, তাঁরা এক সাথে হজ্জ ও উমরা উভয়ের তালবিয়া বলছিলেন। –(বোখারী)

হজ্জ ও ওমরাহর এহরাম এক সাথে বাঁধা যায়

হাদীস : ২৪২০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে বিদায় হজ্জের বৎসর বের হলাম, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ শুধু উমরার এহ্‌রাম বেঁধেছিলেন, আর কেউ কেউ হজ্জ ও উমরা উভয়ের; আবার কেউ কেউ শুধু হজ্জের; কিন্তু রাসূল (স) শুধু হজ্জের এহ্‌রাম বেঁধেছিলেন। সুতরাং যারা শুধু উমরার এহ্‌রাম বেঁধেছিলেন, তারা (তওয়াফ ও সায়ীর পর) এহ্‌রাম খুলে ফেললেন, আর যারা শুধু হজ্জের এহ্‌রাম বেঁধেছিলেন, অথবা হজ্জ ও উমরা উভয়ের এহ্‌রাম এক সাথে করেছিলেন, তারা এহ্‌রাম খুললেন না, যে পর্যন্ত (১০ তারিখ) কোরবানীর দিন আসল।
–(বোখারী ও মুসলিম)

হাদীস : ২৪২১ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, বিদায় হজ্জের সাথে উমরাকেও মিলিয়েছিলেন এবং এইরূপে আরম্ভ করেছিলেন, প্রথমে উমরার তালবিয়া বলেছিলেন, অতপর হজ্জের তালবিয়া। –(বোখারী ও মুসলিম) *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হজ্জের সময় সিলাইবিহীন কাপড় পরতে হয়

হাদীস : ২৪২২ ॥ হযরত যায়দ ইবনে সাবেত (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-কে এহ্‌রামের জন্য সিলাইবিহীন কাপড় পরতে ও গোসল করতে দেখেছেন। –(তিরমিযী ও দারেমী)

রাসূল (স) হজ্জের সময় আঠাল জিনিস দিয়ে চুল জড় করেছেন

হাদীস : ২৪২৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) আঠাল জিনিস দ্বারা মাথার চুল জড় করেছেন। –(আবু দাউদ) যঈফ — ৫৫১

আল্লাহর নির্দেশ তালবিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়তে হবে

হাদীস : ২৪২৪ ॥ **হযরত খাল্লাদ সায়েব তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ) এসে আমাকে বলেছেন, আমি যেন আমার আসহাবকে তালবিয়া উচ্চৈঃস্বরে পড়তে বলি। –(মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)।**

মানুষের সাথে পাথর গাছ ও তালবিয়া পাঠ করা

হাদীস : ২৪২৫ ॥ হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কোন মুসলমান তালবিয়া বলে, তার সাথে তালবিয়া বলে যার তার ডানে বামে আছে, পূর্ব পশ্চিমের সীমা পর্যন্ত পাথর, গাছ বা মাটির ঢেলা। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

রাসূল (স) যুলহুলায়ফায় দু' রাকাআত নামায পড়েছিলেন

হাদীস : ২৪২৬ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) যুলহুলায়ফায় দু' রাকাত নামায পড়লেন। অতপর যখন মসজিদে যুলহুলায়ফার কাছে তাঁর উটনী তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তিনি এ সকল শব্দ দিয়ে তালবিয়া পড়লেন, লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাইব্বাইকা; লাব্বাইকা ওয়া সা'দাইকা; ওয়ালখায়রু ফি ইয়াদাইকা লাব্বাইকা; ওয়াররাগবাউ ইলাইকা ওয়াল আমালু –অর্থাৎ প্রভু হে! আমি খেদমতের হাযির আছি, আমি খদমতে হাযির আছি, আমি হাযির আছি এবং তোমার খেদমতের সৌভাগ্য লাভ করতেছি। সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে– আমি হাযির আছি; সমস্ত রগবত ও আকাঙ্ক্ষা তোমার দিকে এবং সকল আমল তোমার হুকুমে। –(বোখারী ও মুসলিম; কিন্তু পাঠ মুসলিমের।)

রাসূল (স) তালবিয়া পাঠ শেষে জান্নাতের জন্য দোয়া করলেন

হাদীস : ২৪২৭ ॥ হযরত উমারা তাঁর পিতা খুযায়মা ইবনে সাতেব থেকে এবং তিনি রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি যখন তালবিয়া হতে অবসরগ্রহণ করলেন, আল্লাহর কাছে তাঁর সন্তোষ প্রার্থনা করলেন ও জান্নাত প্রার্থনা করলেন, অতপর তাঁর কাছে দোযখের আগুন থেকে ক্ষমা চাইলেন, তাঁর রহমতের উসীলায়। –(শাফেয়ী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যঈফ - ৫৫২

রাসূল (স) হজ্জের দিনে ঘোষণা করে দিলেন

হাদীস : ২৪২৮ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) যখন হজ্জের এরাদা করলেন, লোকদের মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন। সুতরাং লোক দলে দলে একত্র হল। যখন তিনি বায়দা নামক স্থানে পৌছলেন, এহ্‌রাম বাঁধলেন। –(বোখারী)

www.waytojannah.com

মুশরিকরাও বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করত

হাদীস : ২৪২৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মুশরিকরা তালবিয়াতে বলত, হে খোদা! হাযির আছি, তোমার কোন শরিক নেই– এই সময় রাসূল (স) বলতেন, তোমার সর্বনাশ হোক, থাম থাম অবশ্য যে শরিক তোমার আছে যা মালিক তুমি এবং সে তোমার মালিক নই। মুশরিকরা ইহা বলত এবং বায়তুল্লাহ তওয়াফ করত। –(মুসলিম)

ষোড়শ অধ্যায়

বিদায় হজ্জের বিবরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

ইসলামী আইনে বিদায় হজ্জের পূর্ণ বিবরণ

হাদীস : ২৪৩০ ॥ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূল (স) মদীনায় নয় বছর অতিবাহিত করলেন হজ্জ না করে, অতপর দশ বৎসর লোকের মধ্যে ঘোষণা করা হল যে, রাসূল (স) এ বছর হজ্জে যাবেন; সুতরাং মদীনায় বহু লোক আগমন করল। অতপর আমরা তাঁর সাথে হজ্জে রওয়ানা হলাম এবং যখন যুলহুলায়ফা পর্যন্ত পৌছলাম তখন আসমা বিনতে উমাইস মুহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে প্রসব করলেন। অতএব রাসূল (স) আসমার কাছে জিজ্ঞেস করে পাঠালেন যে, এখন আমি কী করব? রাসূল (স) বললেন, তুমি গোসল কর এবং কাপড়ের নেকড়া দিয়ে কষিয়া লেঙ্গুট পর, তৎপর এহ্রাম বাঁধ! জাবের বলেন, এ সময় রাসূল (স) মসজিদে নামায পড়লেন, অতপর কাসওয়া উটনীতে সওয়ার হলেন– অবশেষে যখন বায়দা নামক স্থানে উটনী তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল তিনি আল্লাহর তওহীদ সম্বলিত এই তালবিয়া পড়লেন, "লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক; লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়াননি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা শারিকা লাকা।"

জাবির (রা) বলেন, তখন আমরা হজ্জ ছাড়া কিছুর নিয়ত করি নাই, আমরা উমরার কতা জানতাম না। অবশেষে যখন আমরা তাঁর সাথে বায়তুল্লাহর হেরেমে পৌছলাম তিনি হাজারে আসওয়াদ হাতে স্পর্শ করে চুমা দিলেন অতপর সাত পাক বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ করলেন, তিন পাক জোরে পদক্ষেপ করলেন এবং চারি পাক স্বাভাবিকভাবে চললেন। অতপর মাকাকে ইবরাহীম-এর দিকে অগ্রসর হলেন এবং কুরআনের এ আয়াত পাঠ করলেন, এবং মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থানের পরিণত কর। এ সময় রাসূল (স) দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন মাকামে ইবরাহীমকে নিজের ও বায়তুল্লাহর মধ্যখানে রেখে।

অপর বর্ণনায় আছে, ঐ দুই রাকাআত রাসূল (স) সূরা কুল হুওয়াল্লাহ আহাদ ও কুল ইয়া আয়্যুহাল কাফিরুন পড়েছিলেন। অতপর হাজারে আসওয়াদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন এবং তাকে স্পর্শ করে চুমা দিলেন। তৎপর দরজা দিয়ে সাফা পর্বতের দিকে বের হলেন এবং যখন সাফার কাছে পৌছলেন, কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেন, নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্গত। এবং বললেন, আমি তা ধরে আরম্ভ করব যা ধরে আল্লাহ আরম্ভ করেছেন। সুতরাং তিনি সাফা হতে আরম্ভ করলেন, এবং তার উপরে চড়লেন যাতে তিনি আল্লাহর ঘর দেখতে পাইলেন। তখন তিনি কেবলা অর্থাৎ আল্লাহর ঘরের দিকে ফিরে আল্লাহর তাওহীদের ঘোষণা করলেন এবং তাঁর মহিমা বর্ণনা করলেন এবং বললেন, আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই তিনি অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরিক নাই, তাঁরই শাসন এবং তাঁরই সমস্ত প্রশংসা তিনি হচ্ছেন সর্বশক্তিমান।

আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই, তিনি অদ্বিতীয় তিনি তাঁর প্রতিশ্রুত পূর্ণ করেছেন এবং তাঁর বান্দাকে সাহায্য দান করেছেন এবং একাকী সমস্ত সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করেছেন। ইহা তিনি তিনবার বললেন এবং এদের মধ্যখানে কিছু দোয়া করলেন। অতপর সাফা হতে অবতরণ করলেন এবং ত্বরিতে মারওয়া অভিমুখে হেঁটে চললেন, যতক্ষণ না তাঁরা পা মোবারক উপত্যকা সমতলে গিয়ে ঠেকল। অতপর তিনি দৌড়িয়া চললেন, যতক্ষণ না উপত্যকা অতিক্রম করলেন, যখন চূড়াতে উঠলেন স্বাভাবিকভাবে হেঁটে চললেন, যতক্ষণ না মারওয়া পৌছলেন। সেখানে তিনি ঐরূপই করলেন, যেরূপ সাফার উপর করেছিলেন। এমন কি যখন মারওয়া শেষ চলা সমাপ্ত হল, মারওয়ার উপর দাঁড়িয়ে লোকদের সম্বোধন করলেন, আর লোকেরা ছিল তখন তাঁর নিচে। তিনি বললেন, যদি আমি আমার ব্যাপারে পূর্বে বুঝিতে পারতাম যা আমি পরে বুঝতে পেরেছি, তা হলে কখনও আমি কোরবানীর পশু সঙ্গে আনতাম না এবং একে উমরার রূপ দান করতাম। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা সঙ্গে কুরবানীর পশু নাই, সে যেন এহ্রাম খুলে ফেলে এবং একে উমরার রূপ দান করে। এ সময় সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জু'শুম দাঁড়িয়ে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি আমাদের এ

www.waytojannah.com

বৎসরের জন্যই, না চিরকালের জন্য? তখন রাসূল (স) আপন হাতের আঙ্গুলীসমূহ পরস্পরের মধ্যে ঢুকাইয়া দুইবার বললেন, উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করল। না' বরং চিরকালের-চিরকালের জন্য।

এ সময় হযরত আলী (রা) ইয়ামান হতে রাসূল (স)-এর কোরবানীর পশু নিয়ে আসলেন। তখন রাসূল তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এহ্রাম বাঁধছিলে কিসের এহ্রাম? তিনি বললেন, আমি এরূপ বলেছি হে খোদা! আমি এহ্রাম বাঁধতেছি যেভাবে এহ্রাম বেঁধেছেন তোমার রাসূল। তখন রাসূল (স) বললেন, তবে তুমি এহ্রাম খুলো না। কেননা, আমার সাথে কোরবানীর পশু রয়েছে। হযরত জাবের (রা) বলেন, যে সকল পশু হযরত আলী (রা) ইয়ামান হতে এনেছিল তা একত্রে হল একশত। জাবের বলেন, সুতরাং রাসূল (স) এবং যাদের সাথে তাঁর ন্যায় কোরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত সকল লোকই এহ্রাম খুলে ফেলল এবং মাথা ছাটল।

অতপর যখন (৮ই যিলহজ্জ) তরবিয়ার দিন আসল, সকলেই নুতনভাবে এহ্রাম বাঁধলেন এবং মিনার দিকে রওয়ানা এবং রাসূল (স) সওয়ার হয়ে গেলেন এবং সেখানে যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায পড়লেন। অতপর সেখানে সামান্য সময় অপেক্ষা করলেন, যাতে সূর্য উঠল। এ সময় তিনি হুকুম করলেন, কেউ গিয়ে যেন নামেরায় তাঁর একটি পশমের তাঁবু খাটায় এবং রাসূল (স) সেদিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তখন কুরাইশরা নিঃসন্দেহে ছিল যে, রাসূল (স) নিশ্চয়ই মাশাআরুল হারামের নিকটেই অবস্থান করবেন, যেমন কুরাইশরা জাহেলিয়াতে করত। কিন্তু রাসূল (স) সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন, যতক্ষণ না আরাফার কাছে গিয়ে পৌঁছলেন এবং দেখলেন সেখানে নামেরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটান হয়েছে। সুতরাং তিনি সেখানে অবতরণ করলেন। অবশেষে যখন সূর্য ঢুলল তিনি তাঁর কাসওয়া উটনী সাজাইতে আদেশ দিলেন, আর তা সাজানো হল এবং তিনি বতনে ওয়াদী বা আরানা উপত্যকায় পৌছলেন এবং লোকদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান করলেন এবং বললেন–

"তোমাদের একের জান ও মাল তোমাদের অপরের প্রতি হারাম– যেভাবে এই দিনে, এই মাসে, এই শহরে হারাম। শুন, মূর্খতার যুগের সকল অপকাজ রহিত করা হল এবং মূর্খতার যুগের রক্তের দাবীসমূহও রহিত করা হল, আর আমাদের রক্তের দাবীসমূহের যে দাবী আমি প্রথমে রহিত করলাম তা হল ইবনে রবীয়া ইবনে হারেসের রক্তের দাবী। সে বনী সা'দ গোত্রের দুধ পান অবস্থায় ছিল, এমন অবস্থায় হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। এভাবে মূর্খতার যুগের সুদ রহিত হল, আর আমাদের সুদসমূহের যে সুদ আমি প্রথমে রহিত করলাম, তা হল (আমার চাচা) আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদ। উহা সমস্ত রহিত হল।

দ্বিতীয় কথা হল, তোমরা নারীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। কেননা, তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ আল্লাহর জামানতে এবং আল্লাহর নির্দেশে তাদের গুপ্ত অঙ্গকে হালাল করেছ। তাদের উপর তোমাদের হক হল তারা যেন তোমাদের জেনানা মহলে অপর কাউকেও যেতে না দেয়, যারা তোমরা না পছন্দ করে থাক। যদি তারা তা করে, তবে তাদেরকে মারবে অকঠোর মার, আর তোমাদের উপর তাদের হক হল, তোমার ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের অন্ন ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করবে।

তৃতীয় কথা হল, আমি তোমাদের মধ্যে এমন এক (মূল) জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমার তা ধরে থাক, তবে তোমরা আমার পর কখনও বিপথগামী হবে না– তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।"

হে লোকসকল! তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে, তখন তোমরা কী বলবে? তারা উত্তর করল, আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে আল্লাহর বাণী পৌছিয়েছেন, আপনার কর্তব্য সম্পাদন করেছেন এবং আমাদের কল্যাণ কামনা করেছেন। তখন তিনি আপন শাহাদত আঙ্গুলী আকাশের দিকে উঠিয়ে এবং তা দ্বারা মানুষের দিকে ইঙ্গিত করে তিনবার বলেন, আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক; আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাক।

অতপর বেলাল আযান দিলেন ও একামত বললেন, এবং রাসূল (স) যোহরের নামায পড়লেন। বেলাল পুনরায় একামত বললেন এবং রাসূল (স) আসর পড়লেন এবং তাদের মধ্যখানে অপর কোন নফল পড়লেন না। তৎপর তিনি কাস্ওয়া উটনীতে সওয়ার হয়ে মাওকেফে পৌছলেন এবং তার পিছন দিক পাথরসমূহের দিকে এবং হাবলুল মাশাতকে আপন সম্মুখে করে কেবলার দিকে হলেন। এইভাবে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, যাবৎ না সূর্য ডুবে গে'ল এবং পিত্তাভ বর্ণ কিছুটা চলে গেল। অবশেষে সূর্য গোলক সম্পূর্ণ নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল। অতপর তিনি উসামাকে আপন সওয়ারীর পিছনে সওয়ার বসালেন এবং সওয়ারী চালাতে লাগলেন, যতক্ষণ না মুযদালেফায় পৌছলেন। সেখানে তিনি এক আযান ও দুই একামতের সাথে মাগরিব ও এশার নামায পড়লেন এবং তাদের মধ্যখানে কোন নফল পড়লেন না। অতপর শুইয়া গেলেন, যতক্ষণ না উষার উদয় হল। তৎপর যখন উষা পরিষ্কার হয়ে গেল আযান ও একামতের সাথে ফজরের নামায পড়লেন। অতপর তিনি কাসওয়ার সওয়ার হলেন, যাতে তিনি মাশ্আরুল হারাম নামক স্থানে পৌছলেন। সেখানে তিনি

www.waytojannah.com

কেবলামুখী হয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন, তাঁর মহত্ত্ব ঘোষণা করলেন, কালেমায়ে তাওহীদ পড়লেন এবং তাঁর একাত্ব ঘোষণা করলেন। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে এরূপ করতে লাগলেন, যতক্ষণ না আকাশ খুব ফর্সা হয়ে গেল। অতপর তিনি সূর্যোদয়ের পূর্বেই সওয়ারী চালিয়ে দিলেন এবং ফযল ইবনে আব্বাসকে সওয়ারীর পিছনে বসাইলেন, যাতে তিনি বতনে মুহাসসির নামক স্থানে পৌছলেন এবং সওয়ারীকে কিছু উত্তেজিত করলেন। অতপর তিনি মধ্যম পথ ধরলেন যা বড় জামরার দিকে গিয়েছে, সুতরাং তিনি ঐ জামরার কাছে পৌছলেন, যা গাছের কাছে আছে, এবং বাতনে ওয়াদী অর্থাৎ নিচের খালি জায়গা হতে তার উপর সাতটি কাঁকর মারলেন, মর্মর দানার মত কাঁকর এবং প্রত্যেক কাঁকরের সাথে আল্লাহ আকবার বললেন। অতপর সেখান থেকে ফিরলেন কোরবানগাহের দিকে এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি উট কোরবানী করলেন, আর যা বাকি ছিল তা আলীকে দিলেন, তিনি তা কুরবানী করলেন। তিনি আপন পশুতে আলীকেও শরিক করলেন। তখন তিনি নির্দেশ দিলেন যাতে প্রত্যেক পশু হতে কিছু অংশ লওয়া হয় এবং একত্রে পাকানো হয়। সে মতে এটি ডেগে তা পাকানো হল এবং তাঁরা উভয়ে তার গোশত খেলেন ও শুরুয়া পান করলেন। অতপর রাসূল (স) সওয়ার হলেন এবং বায়তুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন এবং মক্কা গিয়ে যোহর পড়লেন। অতপর তিনি বনী আবদুল মুত্তালিবের কাছে পৌছলেন, যারা যমযমের প্যাড়ে দাঁড়িয়ে লোকদের পানি পান করাতে ছিলেন, তিনি তাদেরকে বললেন, হে বনী আবদুল মুত্তালিব! টান, টান, যদি আমি আশঙ্কা না করতাম যে, পানি পান করানো ব্যাপারে লোক তোমাদেরকে পরাভূত করে দিবে, তবে আমি নিজেও তোমাদের পানি টানতাম। তখন তাঁরা তাঁকে এক বালতি পানি দিলেন এবং তা হতে তিনি কিছু পানি পান করলেন। -(মুসলিম)

হজ্জ ওমরা শেষ করে এহরাম খুলতে হয়

হাদীস : ২৪৩১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে বিদায়ী হজ্জে রওয়ানা হলাম, আমাদের মধ্যে কেউ উমরার এহ্‌রাম বেঁধেছিল, আর কেউ হজ্জের এহ্‌রাম। যখন আমরা মক্কায় পৌছলাম, রাসূল (স) বললেন, যে উমরার এহ্‌রাম বেঁধেছ এবং কুরবানীর পশু সাথে আন নি, সে যেন এহ্‌রাম খুলে ফেলে। আর যে উমরার এহ্‌রাম বেঁধেছে এবং সাথে কুরবানীর পশু এনেছে সে যেন হজ্জের তালবিয়া বলে উমরার সাথে এবং এহ্‌রাম না খোলে যাবৎ না পশু কোরবানী করে অবসরগ্রহণ করে, আর যে শুধু হজ্জের এহ্‌রাম বেঁধেছে, সে যেন হজ্জের কাজ পূর্ণ করে।

হযরত আয়েশা বলেন, আমি হায়েযগ্রস্তা হয়ে গেলাম এবং (উমরার জন্য) খানায়ে কা'বার তওয়াফ করতে পারলাম না এবং সাফা মারওয়ার মধ্যে সায়ী করতে পারলাম না। আমার অবস্থা এরূপ রইল, যতক্ষণ না আরাফার দিন উপস্থিত হল, অথচ আমি উমরা ছাড়া কিছুর (অর্থাৎ হজ্জের) এহ্‌রাম বাঁধি নাই। তখন রাসূল (স) আমাকে আদেশ করলেন আমি যেন আমার মাথার চুল খুলে দিই এবং তাতে চিরুনি করি এবং হজ্জের এহ্‌রাম বাঁধি আর উমরা ত্যাগ করি। সুতরাং আমি এরূপ করলাম এবং আমার হজ্জ আদায় করলাম। অতপর তিনি আমার ভাই আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরকে আমার সাথে পাঠালেন এবং আমাকে নির্দেশ দিলেন, আমি যেন আমার সেই উমরার পরিবর্তে তানযীম থেকে উমরা করি।

হযরত আয়েশা বলেন, যারা শুধু ওমরার এহ্‌রাম বেঁধেছিল তারা খানায়ে কা'বার তাওয়াফ করল এবং সাফা মারওয়ার মধ্যে সায়ী করল, অতপর তারা হজ্জের জন্য তাওয়াফ করল, যখন মিনা হতে ১০ তারিখে প্রত্যাবর্তন করল কিন্তু যারা হজ্জ ও উমরার এক সাথে এহ্‌রাম বেঁধেছিল তারা শুধু ১০ তারিখে একটি মাত্র তওয়াফ করল। তাদের উমরার প্রথম তওয়াফের আবশ্যক হয় নাই। -(বোখারী ও মুসলিম)

হজ্জের পর কোরবানী দিতে হয়

হাদীস : ২৪৩২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বিদায় হজ্জে তামাত্তু করেছিলেন হজ্জের সাথে উমরা মিলিয়ে। তিনি যুলহুলায়ফা হতে কোরপানী পশু সাথে নিলেন এবং প্রথমে তালবিয়া বললেন, উমরার, অতপর তালবিয়া বললেন হজ্জের। সুতরাং লোকেরাও তামাত্তু করল রাসূল (স)-এর হজ্জের সাথে মিলিয়ে। তাদের মধ্যে কেউ কোরবানীর পশু সাথে নিল, আর কেউ তা সাথে নিল না। অতপর যখন রাসূল (স) মক্কায় পৌছলেন, লোকদের বললেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু সাথে এনেছ, সে যেন হালাল মনে না করে এমন কোন বিষয়কে, যা তার প্রতি হারাম হয়েছে। যতক্ষণ না সে আপন হজ্জ সম্পন্ন করে, আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোরবানীর পশু সাথে আনে নাই, সে যেন বায়তুল্লাহর তওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সায়ী করে এবং মাথা ছাঁটাই হালা হয়ে যায়। অতপর হজ্জের এহ্‌রাম বাঁধে এবং কোরবানীর পশু নেয়। আর যে কোরবানীর পশু নিতে পারল না, সে যেন তিন দিন রোযা রাখে হজ্জের মৌসুমে, আর সাত দিন যখন বাড়িতে ফিরে।

অতএব রাসূল (স) প্রথমে উমরার জন্য বায়তুল্লাহর তওয়াফ করলেন, যখন মক্কায় পৌছলেন এবং হাজারে

www.waytojannah.com

আসওয়াদে চুমু দিলেন। তিনি তওয়াফে করলেন, যখন মক্কায় পৌছলেন এবং হাজারে আসওয়াদে চুমা দিলেন। তিনি তওয়াফে তিনবার জোরে চললেন, চারবার স্বাভাবিকভাবে হাঁটলেন। যখন তিনি বায়তুল্লাহর তওয়াফ শেষ করলেন মাকামে ইবরাহীমের কাছে দুই রাকআত নামায পড়লেন, এবং সালাম ফিরালেন। অতপর রওয়ানা হলেন এবং সাফা মারওয়ায় গিয়ে সাতবার সাফা মারওয়ার সায়ী করলেন। কিন্তু তারপর তিনি হালাল করলেন না। যা তাঁর প্রতি হারাম হয়ে গিয়েছিল; যতক্ষণ না আপন হজ্জ সমাপণ করলেন অর্থাৎ কোরবানীর তারিখে কোরবানী করলেন এবং মিনা হতে মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহর তওয়াফ করলেন। অতপর পূর্ণ হালাল হয়ে গেলেন এহ্রামের কারণে যারা তাঁর প্রতি হারাম হয়ে গিয়েছিল তা হতে। আর লোকদের মধ্যে যে কোরবানীর পশু সাথে নিয়েছিল সেও সে অনুরূপ করল যা রাসূল ((স) বলেছিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

হজ্জের মাসে ওমরা করলে সওয়াব বেশি

হাদীস : ২৪৩৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এটা উমরা, যা দ্বারা আমরা তামাত্তু করলাম। সুতরাং যার কাছে কোরবানীর পশু নেই, সে যেন পূর্ণভাবে হালাল হয়ে যায়। মনে রেখ, উমরা হজ্জের মাসে প্রবেশ করল কিয়ামত পর্যন্তের জন্য। -(মুসলিম)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ

হাদীস : ২৪৩৪ ॥ (তাবেঈ) আতা ইবনে আবু রাবাহ বলেন, আমি এবং আমার সাথে কতক লোক জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)- কে বলতে শুনেছি, আমরা রাসূল (স)-এর সাহাবীগণ শুধু হজ্জের এহ্রাম বেঁধেছিলাম। আতা বলেন, হযরত জাবের আরও বলেছেন, রাসূল (স) যিলহজ্জের চার তারিখে অতীতে মক্কায় পৌছলেন এবং আমাদেরকে এহ্রাম ছেড়ে হালাল হতে নির্দেশ দিলেন। আতা জাবেরের মাধ্যমে বলেন যে, রাসূল (স) এ ছাড়া বলেছেন, তোমরা হালাল হও এবং আপন স্ত্রীদের সাথে মিল। আতা পুনঃ বলেন যে, এতে রাসূল (স) তাদেরকে বাধ্য করলেন না; বরং স্ত্রীদের তাদের জন্য হালাল করে দিলেন। জাবের বলেন, আমরা পরস্পরে বলতে লাগলাম, যখন আমাদের আরাফাতে উপস্থিত হওয়ার মধ্যে মাত্র পাঁচ দিন বাকি আছে, এমন সময় রাসূল (স) আমাদের স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে অনুমতি দিলেন। তবে কি আমরা আরাফাতে উপস্থিত হব, আর তখন আমাদের পুরুষাঙ্গ হতে শুক্র ঝরতে থাকবে? আতা বলেন, এ সময় জাবের আপন হাত নেড়ে ইঙ্গিত করলেন, যেন আমি তাঁর হাত নাড়ার ইঙ্গিত এখন দেখছি। জাবের বলেন, তখন রাসূল (স) আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমরা জান যে, আমি তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভাল কাজ করি এবং তোমাদের অপেক্ষা অধিক সত্য বলি ও তোমাদের অপেক্ষা আল্লাহকে অধিক ভয় করি এবং তোমাদের অপেক্ষা অধিক সত্য বলি ও তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভাল কাজ করি। আমি যদি কোরবানীর পশু সাথে না আনতাম, আমিও তোমাদের ন্যায় হালাল হয়ে যেতাম, আর যদি আমি আমার ব্যাপারে পূর্বে বুঝতাম যা আমি পরে বুঝেছি তবে আমি কখনও কোরবানীর পশু সাথে আনতাম না। সুতরাং তোমরা হালাল হয়ে যাও। অতএব আমরা হালাল হয়ে গেলাম এবং তাঁর কথা শুনলাম ও তাঁর কথা মানলাম।

আতা বলেন, হযরত জাবের বলছেন, এ সময় আলী তাঁর কর্মস্থল হতে আগমন করলেন। তখন রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কিসের এহ্রাম বেঁধেছ? উত্তরে আলী বললেন, আমি তখন বলেছি, আমি এহ্রাম বাঁধছি যে এহ্রাম বেঁধেছেন, রাসূল (স) তখন রাসূল (স) বললেন, তবে তুমি (কোরবানীর জন্য) পশু কোরবানী দিও এবং এখন মুহ্‌রিম থেকে যাও। জাবের বলেন, আলী তাঁর জন্য কোরবানীর পশু এনেছিলেন। এ সময় সুরাকা ইবনে মালিক ইবনে জু'শুম দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা কি আমাদের এ বছরের জন্য না বরাবরের জন্য? রাসূল (স) বললেন, বরাবরের জন্য। -(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর আদেশ মানতে লোকগণ ইতস্তত করছিল

হাদীস : ২৪৩৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) মক্কায় পৌছলেন যিলহজ্জের চার কি পাঁচ তারিখে। এ সময় তিনি একবার আমার কাছে পৌছলেন খুব রাগান্বিত অবস্থায়। আমি বললাম কে আপনাকে রাগান্বিত করল ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করুন। তিনি বললেন, তুমি কি বুঝতেছ না যে, আমি লোকদেরকে এক ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছি আর তারা তাতে ইতস্তত করছে। যদি আমার ব্যাপারে আমি প্রথমে বুঝতে পারতাম যা আমি পরে বুঝেছি তা হলে কখনও আমার সাথে কোরবানীর পশু আনতাম না; বরং পরে তা খরিদ করতাম এবং এখন হালাল হয়ে যেতাম, যেমন তারা হালাল হচ্ছে। -(মুসলিম)

www.waytojannah.com

সপ্তদশ অধ্যায়

মক্কায় প্রবেশের মহিমা

প্রথম পরিচ্ছেদ

মক্কায় প্রবেশ করার আদব

হাদীস : ২৪৩৬ ॥ (তাবেঈ) নাফে বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) যখন মক্কায় প্রবেশ করতেন যি'তুওয়াতে রাত্রি যাপন করতেন, যতক্ষণ না ভোর হত। অতপর গোসল করতেন ও নামায পড়তেন, তারপর দিনের বেলায় মক্কায় প্রবেশ করতেন। এভাবে যখন তিনি মক্কা হতে রওয়ানা হতেন, তখন তিনি যি-তওয়া হয়ে রওয়ানা করতেন এবং সেখানে রাত্রি যাপন করতেন, যতক্ষণ না ভোর হত। তিনি বলতেন, রাসূল (স) এইরূপ করতেন।

-(বোখারী ও মুসলিম)

উঁচু দিক দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতে হয়

হাদীস : ২৪৩৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন মক্কা পৌঁছতেন তার উঁচু দিক হতে তাতে প্রবেশ করতেন এবং নিচু দিক হতে বের হতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) মক্কায় প্রবেশের পর অযু করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন

হাদীস : ২৪৩৮ ॥ হযরত ওরওয়া হতে যুবায়র বলেন, রাসূল (স) হজ্জ করেছেন। হযরত আয়েশা আমাকে বলেছেন, রাসূল (স) যখন মক্কায় প্রবেশ করলেন, তখন প্রথমে যে কাজ করলেন তা হল তিনি অযু করলেন, অতপর বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করলেন, তবে তাকে উমরায় পরিণত করলেন না। অতপর হযরত আবু বকর হজ্জ করেছেন এবং তিনি প্রথমে যে কাজ করেছেন তাও হল বায়তুল্লাহ তওয়াফ, তবে তিনিও তাকে উমরায় পরিণত করেন নাই। অতপর হযরত ওমর তারপর হযরত ওসমানও এরূপ করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

তাওয়াফে তিন পাক জোরে এবং চার পাক আস্তে দিতে হয়

হাদীস : ২৪৩৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) হজ্জ বা উমরাতে প্রথমে এসে যখন তাওয়াফ করতেন, তিন পাক জোরে পদক্ষেপ করতেন এবং চার পাক স্বাভাবিক চলতেন, অতপর দু'রাকাআত নামায পড়তেন। তারপর সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত তিন পাক জোরে দিতে হয়

হাদীস : ২৪৪০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) হাজারে আসওয়াদ হতে শুরু করে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত তিন পাক জোরে পদক্ষেপ করেছেন এবং চার পাক স্বাভাবিকভাবে চলেছেন। এরূপে তিনি যখন সাফা মারওয়ার মধ্যে সায়ী করেছেন, বতনুল মসীলে দৌড়াইয়া চলেছেন। -(মুসলিম)

রাসূল (স) মক্কায় প্রবেশের পর হাজরে আসওয়াদে চুমু দিতেন

হাদীস : ২৪৪১ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) যখন মক্কায় পৌঁছলেন, হাজারে আসওয়াদের কাছে গমন করলেন এবং তাতে চুম্বন করলেন, অতপর তাকে ডান দিকে ঘুরে তিন পাক জোরে পদক্ষেপ করলেন এবং চার পাক স্বাভাবিক গতিতে চললেন। -(মুসলিম)

হাজরে আসওয়াদে চুম্বন

হাদীস : ২৪৪২ ॥ (তাবেঈ) যুবায়র ইবনে আরাবী (বসরী) বলেন, এক ব্যক্তি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমরকে হাজারে আসওয়াদের চুমা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে তা স্পর্শ করতে ও চুমু দিতে দেখেছি। -(বোখারী)

বায়তুল্লাহর ইয়ামেনী কোণে রাসূল (স) চুম্বন দিতেন

হাদীস : ২৪৪৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বায়তুল্লাহর দু'ইয়ামানী কোণ ছাড়া অপর কোন কোণকে চুম্বন করতে দেখিনি। -(বোখারী ও মুসলিম)

উটের উপর বসে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ

হাদীস : ২৪৪৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, বিদায়ী হজ্জে রাসূল (স) উটের উপর থেকে মাথা বাঁকা ছড়ি দ্বারা হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

www.waytojannah.com

উটে বসে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করা যায়

হাদীস : ২৪৪৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) উটের উপর থেকে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছেন এবং যখনই তিনি হাজারে আসওয়াদের কাছে পৌছেছেন, আপন হাতের একটি জিনিস দিয়ে তার দিকে ইশারা করেছেন এবং আল্লাহু আকবার বলেছেন। -(বোখারী)

লাঠি দিয়ে হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করে তা চুম্বন করতে হয়

হাদীস : ২৪৪৬ ॥ হযরত আবু তুফায়ল (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করতে দেখেছি-তিনি আপন সাথের বাঁকা ছড়ি দিয়ে হাজারে আসওয়াদকে স্পর্শ করেছেন, অতপর ছড়িকে চুম্বন করেছেন। -(মুসলিম)

ঋতুবতী অবস্থায় বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না

হাদীস : ২৪৪৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে রওয়ানা হলাম, হজ্জ ছাড়া কিছুর তালবিয়া বলতাম না। যখন আমরা সারেফ পর্যন্ত পৌছলাম, আমার ঋতুকাল উপস্থিত হয়ে গেল। এ সময় একবার রাসূল (স) আমার কাছে আসলেন। তখন আমি কাঁদছিলাম। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমার ঋতু উপস্থিত হয়েছে? আমি বললাম হ্যাঁ, তখন তিনি বললেন, এটা এমন একটি ব্যাপার যা আল্লাহ তায়ালা আদম সন্ততিদের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। সুতরাং তুমি হাজীগণ যা করে তা করতে থাক, তবে বায়তুল্লাহ তওয়াফ করো না, যতক্ষণ না তুমি পাক হও। -(বোখারী ও মুসলিম)

কোন মুশরিক বায়তুল্লাহর হজ্জ করতে পারবে না

হাদীস : ২৪৪৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, হজ্জে বেদার এক বৎসর পূর্বে যে হজ্জে রাসূল (স) হযরত আবু বকরকে আমীরুল হজ্জ করে পাঠিয়েছেন, সে হজ্জে হযরত আবু বকর (রা) আমাকে কতক লোকের সাথে কোরবানীর দিনে মানুষের মধ্যে এ ঘোষণা করতে নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন, শুন! এ বছরের পর আর কোন মুশরিক বায়তুল্লাহর হজ্জ করতে পারবে না এবং আর কেউ কখনও নাঙ্গা হয়ে উহার তওয়াফ করতে পারবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বায়তুল্লাহ শরিফ দেখে হাত তুলে দোয়া করা উচিত নয়

হাদীস : ২৪৪৯ ॥ (তাবেঈ) মুহাজের মক্কী বলেন, একদিন হযরত জাবের (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর শরিফ দেখবে সে দোয়াতে আপন হাত উঠাবে কিনা? উত্তরে তিনি বললেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে হজ্জ করেছি, কিন্তু আমরা এরূপ করি নাই। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ) পৃষ্ঠা - ৫৫৩

মক্কায় পৌছে হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করতে হয়

হাদীস : ২৪৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) মদীনা হতে রওয়ানা হয়ে মক্কায় পৌছিলেন, অতপর হাজরে আসওয়াদের দিকে অগ্রসর হলেন এবং তাকে চুমা দিলেন, তৎপর বায়তুল্লাহ তওয়াফ করলেন। অতপর সাফার উপর চড়লেন, যাতে তিনি বায়তুল্লাহ দেখতে পেলেন। তৎপর হাত উঠালেন এবং আল্লাহর যিকির ও দোয়া করতে লাগলেন যা তিনি চাইলেন। -(আবু দাউদ)

বায়তুল্লাহর চার দিকে তাওয়াফ করা নামাযের অনুরূপ

হাদীস : ২৪৫১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, বায়তুল্লাহর চারদিকে তাওয়াফ করা নামাযেরই অনুরূপ; তবে পার্থক্য হল, তোমরা এতে কথা বলতে পার। সুতরাং এতে ভাল কথা ছাড়া কিছু বলবে না। তিরমিযী, নাসাঈ ও দারেমী। কিন্তু তিরমিযী এমন একদল মোহাদ্দেসের নাম করেছেন, যার একে হযরত ইবনে আব্বাসের কথা মওকুফ হাদীস বলে সাব্যস্ত করেছেন।

হাজারে আসওয়াদ বেহেশত থেকে আনা হয়েছে

হাদীস : ২৪৫২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হাজারে আসওয়াদ যখন বেহেশত হতে অবতীর্ণ হয়, তখন তা দুধ অপেক্ষা অধিক সাদা ছিল। পরে আদম সন্তানের গোনাহ তাকে কালো করে দেয়। -(ইমাম আহমদ ও তিরমিযী ইহা বর্ণনা করেছেন এবং তিরমিযী বলেছেন যে, হাদীসটি হাসান সহীহ।)

কিয়ামতের দিন হাজারে আসওয়াদের দুটি চোখ থাকবে

হাদীস : ২৪৫৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) হাজারে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহর কসম! কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে উঠাবেন, তখন তার দুটি চক্ষু হবে, যা দিয়ে তা দেখবে এবং তার একটি জিহ্বা হবে যা দ্বারা তা বলবে এবং যে তাকে ঈমানের সাথে চুম্বন করেছে তার সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে। -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

www.waytojannah.com

হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম বেহেশতের পাথর

হাদীস : ২৪৫৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, হাজারে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম বেহেশতের ইয়াকুতসমূহের মধ্য হতে দুটি ইয়াকুত। আল্লাহ তাদের জ্যোতি দূর করে দিয়েছেন। যদি তাদের জ্যোতি দূর করা না হত, তবে তারা পূর্ব-পশ্চিম দিগন্তের মধ্যে যা আছে তাকে জ্যোতির্ময় করে দিত। –(তিরমিযী)

হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা গোনাহের কাফফারা

হাদীস : ২৪৫৫ ॥ (তাবেঈ) ওবায়দা ইবনে ওমায়র হতে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানীর প্রতি যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তেন, রাসূল (স) সাহাবীদের অপর কাউকেও তার প্রতি এরূপ ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখেন নি। ইবনে ওমর বলেন, যদি আমি এরূপ করি। কেননা, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তাদের স্পর্শ করা গোনাহের কাফফারাস্বরূপ এবং রাসূল (স)-কে আরও বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহর চারদিকে সাত পাক ঘুরবে এবং তাকে পূর্ণ করবে, তার জন্য গোলাম আযাদের অনুরূপ হবে। ইবনে ওমর বলেন আমি তাঁকে আরও বলতে শুনেছি, কোন ব্যক্তি তাতে এক পা রাখবে না এবং অপর পা উঠাবে না; কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তা দিয়ে তার একটি গোনাহ মাফ করে দিবেন এবং তার জন্য একটি নেকী নির্ধারণ করবেন। –(তিরমিযী)

হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানী মাঝখানের দোয়া

হাদীস : ২৪৫৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সায়েব (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে হাজারে আসওয়াদ ও রোকনে ইয়ামানীর মধ্য জায়গায় এরূপ দোয়া করতে শুনেছি, হে পরওয়ারদেগার! তুমি আমাদেরকে দুনিয়াতে ভালাই ও আখেরাতে ভালাই দাও এবং আমাদেরকে দোযখের আগুন হতে বাঁচাও। –(আবু দাউদ

সায়ী করা হজ্জের নির্ধারিত অঙ্গ

হাদীস : ২৪৫৭ ॥ সফীয়া বিনতে শায়বা বলেন, আবু তুজরাতের কন্যা আমাকে বলেছেন, আমি কুরাইশের কতক মহিলার সাথে আবু হোসাইন পরিবারের একটি ঘরে প্রবেশ করলাম, যাতে সাফা মারওয়া সায়ীকালে রাসূল (স)-কে আমরা দেখতে পাই। যখন আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি সায়ী করছেন, আর জোরে পদক্ষেপ করার কারণে তাঁর চাদর এদিক সেদিক দুলছে। তখন আমি তাঁকে এটাও বলতে শুনলাম যে, সায়ী কর! কেননা, আল্লাহ তোমাদের প্রতি এটা নির্ধারিত করেছেন। –(বাগাবী শরহে সুন্নাহয় এবং ইমাম আবহমদ তাঁর মুসনাদে কিছু বিভিন্নতার সাথে।)

উটে চড়ে সাফা মারওয়া সায়ী করা যায়

হাদীস : ২৪৫৮ ॥ হযরত কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে উটে চড়ে সাফা মারওয়ার মধ্যে সায়ী করতে দেখেছি, কিন্তু কাউকেও মারতে বা হাঁকাতে দেখিনি অথবা সর সর বলতেও শুনি নি।

–(শরহে সুন্নাহ)

রাসূল (স) তাওয়াফের সময় সবুজ রংয়ের চাদর ব্যবহার করতেন

হাদীস : ২৪৫৯ ॥ হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) বায়তুল্লাহ শরিফের তাওয়াফ করেছেন একটি সবুজ চাদর এয্‌তেবারূপে গায়ে দিয়ে। –(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

বায়তুল্লাহ তাওয়াফে তিন পাক রমল করতে হয়

হাদীস : ২৪৬০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) ও তাঁর সাহাবীগণ জি'রানা হতে উমরা করেছেন এবং বায়তুল্লাহ শরিফের তাওয়াফে তিন পাক রমল করেছেন। এ সময় তাঁরা নিজেদের চাদরকে বগলের নিচে দিয়ে তাকে বাম কাঁধের উপর ফেলেছেন। –(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করেছেন

হাদীস : ২৪৬১ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমরা এ দু কোণ -রোকনে ইয়ামানীর কোণ ও হাজারে আসওয়াদ কোণ-কে স্পর্শ করতে ছাড়ি নি ভীড়ে অ-ভীড়ে, যখন হতে রাসূল (স)-কে তা স্পর্শ করতে দেখেছি। –বোখারী ও মুসলিম। বোখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে-নাফে বলেন, আমি হযরত ইবনে ওমরকে দেখেছি হাজারে আসওয়াদকে আপন হাত দিয়ে স্পর্শ করতে অতপর হাত চুমা দিতে এবং তাঁকে এ বলতেও শুনেছি, আমি তা কখনও ত্যাগ করি নি, যখন হতে রাসূল (স) তা করতে দেখেছি।

রাসূল (স) বায়তুল্লায় দাঁড়িয়ে নামায পড়েছেন

হাদীস : ২৪৬২ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর কাছে এ অভিযোগ করলাম যে, আমি অসুস্থ। তিনি বললেন, তবে তুমি সওয়ার হয়ে লোকের পিছন দিয়ে তাওয়াফ কর। উম্মে সালামা বলেন,আমি তাওয়াফ করলাম, আর রাসূল (স) তখন বায়তুল্লাহ শরিফের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিলেন এবং তিনি সূরা তুর ওয়া কিতাব বিম্‌মাসতুর পাঠ করেছিলেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

www.waytojannah.com

হাজারে আসওয়াদ চুমা দেওয়া সুন্নাত

হাদীস : ২৪৬৩ ॥ হযরত আবেস ইবনে রবীআ বলেন, আমি হযরত ওমর (রা)-কে হাজারে আসওয়াদ চুমা দিতে দেখেছি এবং বলতে শুনেছি- আমি নিশ্চিতরূপে জানি যে, তুমি এমন একটি পাথর যা কাউকে লাভ-লোকসান পৌঁছাতে পার না, যদি আমি রাসূল (স)-কে তোমাকে চুমা দিতে না দেখতাম, তবে আমি কখনও তোমাকে চুমা দিতাম না।

-(বোখারী ও মুসলিম)

রোকনে ইয়ামানীর সাথে সত্তরজন ফেরেশতা নিয়োজিত থাকে

হাদীস : ২৪৬৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, রোকনে ইয়ামানীর সাথে সত্তর জন ফেরেশতা নিয়োজিত রয়েছেন। যখন কোন ব্যক্তি বলে, হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখেরাতে ক্ষমা ও কুশল প্রার্থনা করি। হে পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়াতে ভালাই ও আখেরাতে ভালাই দান কর এবং দোযখের শাস্তি হতে আমাদেরকে রক্ষা কর, তখন তাঁরা বলেন, আমীন! আল্লাহ তুমি কবুল কর। -(ইবনে মাজাহ)

বায়তুল্লাহ শরিফ তাওয়াফ করে দোযখের দশটি মর্যাদপূর্ণ পথ

হাদীস : ২৪৬৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ শরিফের সাত পাক তাওয়াফ করেছে এবং তাতে এ ছাড়া কোন কথা বলে নি, সুবহানাল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহি ওয়া-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ওয়াল্লাহু আকবার; ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ- তার দশটি গোনাহ মুছে দেয়া হবে এবং দশটি নেকী তার জন্য লেখা হবে অধিকন্তু তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি তাওয়াফের অবস্থায় কথা বলেছে, সে আল্লাহর রহমতে আপন পা দিয়ে ঢেউ দিয়েছে, যেমন কোন ব্যক্তি আপন পা দিয়ে পানিতে ঢেউ দিয়ে থাকে। -(ইবনে মাজাহ)

অষ্টাদশ অধ্যায়

আরাফাতে অবস্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ

আরাফার দিন তালবিয়া পড়া যায়

হাদীস : ২৪৬৬ ॥ হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর সাকাফী হতে বর্ণিত আছে, তিনি একবার হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, তখন তাঁরা উভয়ে ভোরে মিনা হতে আরাফাতের দিকে যাচ্ছিলেন, আপনারা এ দিনে রাসূল (স)-এর সাথে কি করতেন? তিনি বললেন, আমাদের মধ্যে যে তালবিয়া বলতে চাইত তালবিয়া বলত, অথচ এতে তার প্রতি কোন আপত্তি করা হত না। এরূপ আমাদের মধ্যে যে তাকবীর বলতে চাইত সে তাকবীর বলত, অথচ এতে তার প্রতি কোন আপত্তি করা হত না। -(বোখারী ও মুসলিম)

মিনার সব জায়গায়ই কোরবানী দেওয়া হয়

হাদীস : ২৪৬৭ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, আমি এ জায়গায় কোরবানী করেছি, আর মিনা সমস্তটাই কোরবানীর জায়গায়। সুতরাং তোমরা তোমাদের আবাসে কোরবানী কর। আমি ঐ স্থানে অবস্থান করছি, আর আরাফার সমস্তটাই অবস্থানের স্থল এবং আমি এ জায়গায় অবস্থান করছি, আর মুযদালিফা সমস্তটাই অবস্থানের জায়গায়। -(মুসলিম)

আরাফার দিন আল্লাহ নিকটবর্তী হন

হাদীস : ২৪৬৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন কোন দিন নেই যাতে আল্লাহ তায়ালা আপন বান্দাদের দোযখ হতে অধিক মুক্তি দিয়ে থাকেন আরাফার দিন অপেক্ষা। তিনি সেদিন তাদের অতি কাছে হন এবং তাদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করেন এবং বলেন যে, এরা কি চায় বল?-(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হজ্জ হযরত ইব্রাহীম (আ)-এর সুন্নাত

হাদীস : ২৪৬৯ ॥ (তাবেঈ) আমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান তাঁর এক মামু হতে বর্ণনা করেন, যাকে ইয়াযীদ ইবনে শায়বান বলা হত। ইয়াযীদ বলেন, আমরা আরাফাতে আমাদের পূর্ব পুরুষদের স্থানে ছিলাম। আমর বলেন, এটা ইমামের স্থান হতে দূরে ছিল। ইয়াযীদ বলেন, এ সময় আমাদের কাছে ইবনে মিরবা আনসারী এসে বললেন, আমি তোমাদের কাছে রাসূল (স)-এর প্রেরিত প্রতিনিধি, তিনি তোমাদেরকে বলেছেন তোমরা তোমাদের অবস্থানস্থলেই অবস্থান কর। কেননা, তোমরা তোমাদের প্রপিতা হযরত ইবরাহীমের উত্তরাধিকারের উপর আছ।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

www.waytojannah.com

মক্কার সমস্ত রাস্তায় কোরবানী করা যায়

হাদীস : ২৪৭০ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সমস্ত আরাফাতেই অবস্থানস্থল এবং সমস্ত মিনাই কোরবানগাহ এবং সমস্ত মুযদালিফাই অবস্থানস্থল এবং মক্কার সমস্ত রাস্তাই রাস্তা ও কোরবানগাহ।

—(আবু দাউদ ও দারেমী)

রাসূল (স) আরাফার দিন ভাষণ দিয়েছিলেন

হাদীস : ২৪৭১ ॥ হযরত খালেদ ইবনে হাওদা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে আরাফার দিকে একটি উটের উপর থেকে ভাষণ দান করতে দেখেছি। —(আবু দাউদ)

আরাফার দিনের দোয়া শ্রেষ্ঠ দোয়া

হাদীস : ২৪৭২ ॥ হযরত আমর ইবনে শুআয়ব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, সমস্ত দোয়ার শ্রেষ্ঠ দোয়া হল আরাফার দিনে দোয়া এবং সমস্ত যিকির যা আমি করেছি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ করেছেন, তার শ্রেষ্ঠটি হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহু লাহুলমুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর।'— আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিন অদ্বিতীয় তাঁর কোন শরিক নেই, তাঁরই রাজত্ব এবং তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা তিনি সর্বশক্তিমান। —(তিরমিযী মালিক তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ হতে লা শারিকা লাহু পর্যন্ত।)

আরাফার দিনে শয়তান বেশি রাগান্বিত হয়

হাদীস : ২৪৭৩ ॥ হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ ইবনে কারীয (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, শয়তানকে কোন দিন এত অধিক অপমানিত, এত অধিক ধিকৃত, এত অধিক হীন ও এত অধিক রাগান্বিত দেখা যায় না আরাফার দিন অপেক্ষা। যেহেতু সে দেখতে থাকে যে, বান্দাদের প্রতি আল্লাহর রহমত নাযিল হচ্ছে এবং তাদের বড় বড় গোনাহ মাফ করা হচ্ছে। কিন্তু যা দেখা গিয়েছিল বদরের দিনে। কেউ জিজ্ঞেস করল, বদরের দিন কী দেখা গিয়েছিল ইয়া রাসূলাল্লাহ! উত্তরে তিনি বললেন, সে দিন নিশ্চিতরূপে দেখছিল যে, হযরত জিব্রাঈল (আ) ফেরেশতাদেরকে সারিবন্দি করছেন। —(মালিক মুরসালরূপে। শরহে সুন্নাহয় মাসাবীহের শব্দে।) যঈফ — ৫৫৬

আল্লাহ হাজীদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন

হাদীস : ২৪৭৪ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন আরাফার দিন হয়, তখন আল্লাহতায়ালা নিকটতম আসমানে আসেন এবং হাজীদের নিয়ে ফেরেশতাদের কাছে ফখর করেন এবং বলেন যে, দেখ আমার বান্দাদের দিকে, তারা আমার কাছে এসেছে এলোমেলো কেশে, ধুলা-বালি গায়ে, ফরিয়াদ করতে করতে—বহু দূর দূরান্ত থেকে। আমি তোমাদেরকে সাক্ষী করছি, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। তখন ফেরেশতাগণ বলেন, হে পরওয়ারদেগার! অমুককে তো বড় গোনাহ্গার বলা হয়, আর অমুক পুরুষ ও অমুক স্ত্রীকেও। তিনি বলেন, তখন আল্লাহতায়ালা বলেন, আমি তাদেরকে মাফ করে দিলাম। রাসূল (স) বলেন, এমন কোন দিন নেই যাতে দোযখ হতে অধিক মুক্তি দেওয়া হয়ে থাকে আরাফার দিন অপেক্ষা। —(শরহে সুন্নাহ) যঈফ — ৫৫৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আরাফাতের ময়দানে হাযির হওয়া আল্লাহর নির্দেশ

হাদীস : ২৪৭৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, কুরাইশ এবং যারা তাদের রীতির অনুসরণ করত, তারা মুযদালিফায় অবস্থান করত এবং নিজেদেরকে বাহুদুর আশরাফ বলে অভিহিত করত। আর সমস্ত গোত্র আরাফাতে গিয়ে অবস্থা করত। যখন ইসলাম আসল, আল্লাহ তায়ালা আপন নবীকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন আরাফাতে গিয়ে সাধারণের সাথে অবস্থান করেন, অতপর প্রত্যাবর্তন করেন সেখান থেকে। এটাই কুরআনে আল্লাহর এ কালামে বলা হয়েছে। অতপর প্রত্যাবর্তন করুন যেখান থেকে মানুষ প্রত্যাবর্তন করে। —(বোখারী ও মুসলিম)

শয়তানের অবস্থা দেখে রাসূল (স) হেসে ছিলেন

হাদীস : ২৪৭৬ ॥ হযরত আব্বাস ইবনে মিরদাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) আরাফার দিন বিকালে উম্মত (হাজীদের) জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। উত্তর দেওয়া হল, অন্যের প্রতি অত্যাচার ব্যতীত সমস্ত গোনাহ্ আমি ক্ষমা করে দিলাম। কিন্তু আমি অত্যাচারিতের পক্ষে তাকে পাকড়াও করব। রাসূল (স) বললেন, হে পরওয়াদেগার! যদি আপনি চান, অত্যাচারিতকে বেহেশত দিতে পারেন এবং অত্যাচারীকে ক্ষমা করতে পারেন; কিন্তু সে দিন বিকালে এটার কোন উত্তর দেওয়া হল না। রাবী বলেন, অতপর রাসূল (স) যখন মুযদালাফায় ভোরে উঠলেন, পুনরায় সে দোয়া করলেন, তখন তিনি যা চেয়েছিলেন, তা তাঁকে দেওয়া হল। আব্বাস বলেন, তখন রাসূল (স) হেসে দিলেন, অথবা তিনি বলেছেন, মুচকি হাসলেন। এ সময় হযরত আবু বকর (রা) ও ওমর (রা) বললেন, আমাদের পিতা-মাতা আপনার প্রতি

www.waytojannah.com

কোরবান হোক ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো এমন একটি সময় যাতে আপনি কখনও হাসেন না, আজ কেন হাসলেন? আল্লাহ সর্বদা আপনাকে খোশ রাখুন! তখন রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর শত্রু ইবলীস যখন জানতে পারল যে, আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং আমার উম্মত (হাজীদের)-কে ক্ষমা করেছেন, তখন মাটি নিয়ে নিজের মাথায় মারতে লাগল এবং বলতে লাগল হায় আমার পোড়া কপাল, হায় আমার বদনসীব। তার এই অস্থিরতাই আমার হাসির কারণ হল। –ইবনে মাজাহ এবং বায়হাকী তাঁর কিতাবুল বা'সে ওয়াননুশূরে এই রূপই। যঈফ—৫৫৮

উনবিংশ অধ্যায়

আরাফাত ও মুযদালিফা থেকে ফিরে আসা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আরাফাত থেকে ধীরে ধীরে ফিরতে হবে

হাদীস : ২৪৭৭ ॥ হেশাম ইবনে ওরওয়া তাঁর পিতা ওরওয়া থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, একদিন উসামা ইবনে যায়দকে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূল (স) কীভাবে চলছিলেন, যখন তিনি বিদায় হজ্জে আরাফাত হতে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। ওরওয়া বলেন, তিনি স্বাভাবিক গতিতে চলছিলেন এবং যখন পরিসর পেতেন তাড়াতাড়ি করে চলতেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

হজ্জে শান্তির সাথে থাকতে হয়

হাদীস : ২৪৭৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আরাফার তারিখে আরাফাত হতে রাসূল (স)-এর সাথে প্রত্যাবর্তন করেছেন। এ সময় রাসূল (স) আপন পিছন হতে সজোরে বাহন তাড়ানোর উট মারার শব্দ শুনলেন। তখন তিনি আপন চাবুক দিয়ে তাদের প্রতি ইশারা করে বললেন, হে লোক সকল! তোমরা শান্তির সাথে চলবে। শুধু উট তাড়ানোই নেকী নয়! –(বোখারী)

জুময়াতুল আকাবায় পাথর নিক্ষেপ করতে হয়

হাদীস : ২৭৮৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, উসামা ইবনে যায়দ রাসূল (স)-এর পিছনে সওয়ার ছিলেন, আরাফাত হতে মুযদালিফা প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত। অতপর রাসূল (স) মুযদালিফা হতে মিনা প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত। ফযল ইবনে আব্বাসকেও তাঁর পিছনে সওয়ার করালেন। তাঁরা উভয়ে বলেছেন যে, রাসূল (স) জামরাতুল আকাবায় কঙ্কর মারা পর্যন্ত তালবিয়া বলছিলেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

মাগরিব ও এশা মুযদালিফায় একত্রে পড়তে হয়

হাদীস : ২৪৮০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা একত্রে পড়েছিলেন, প্রত্যেকটি এক (ভিন্ন) একামত দিয়ে এবং উভয়ের মধ্যে কোন নফল পড়েন নি। –উহাদের পরেও নই। –(বোখারী)

মুযদালিফায় দুই নামায একত্রে পড়া হজ্জের বিধান

হাদীস : ২৪৮১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে কখনও কোন নামাযকে তার সময় ছাড়া পড়তে দেখিনি দু'নামায ব্যতীত –মাগরিব ও এশা মুযদালিফায় এবং সেখানে ফজর পড়েছিলেন উহার সময়ের পূর্বে। –(বোখারী ও মুসলিম)

দুর্বলদের সময়ের আগে মিনার দিকে পাঠান যায়

হাদীস : ২৪৮২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) মুযদালিফার রাত্রিতে আপন পরিবারের যে সকল দুর্বলদের সময়ের পূর্বেই মিনার দিকে পাঠিয়েছিলেন, আমিও তাদের মধ্যে ছিলাম। –(বোখারী ও মুসলিম)

কঙ্কর মারা পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে হয়

হাদীস : ২৪৮৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাঁর ভাই ফযল ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেন– আর ফযল ছিলেন রাসূল (স)-এর উটের পিছনে আরোহী। রাসূল (স) আরাফার সন্ধ্যায় ও মুযদালিফার ভোরে লোকদের বলেছেন, যখন তাঁরা প্রত্যাবর্তন করবে তোমরা অবশ্যই শান্তভাবে চলবে এবং তিনি নিজেও নিজের উটনী সংযত রেখেছিলেন যে পর্যন্ত না মুহাসসির পর্যন্ত পৌছছিলেন– আর মুহাস্সির হল মিনারই অন্তর্গত। সেখানে তিনি বললেন, তোমরা কাঁকর লও যার জামরাতে মারা হবে, আঙ্গুলী স্পর্শে মারা যায় মত ছোট কাঁকর। ফযল বলেন, রাসূল (স) জামরায় কাঁকর মারা পর্যন্ত সর্বদা তালবিয়া পড়ছিলেন। –(মুসলিম)

www.waytojannah.com

মুযদালিফা থেকে শান্তিভাবে চলতে হয়

হাদীস : ২৪৮৪ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) মুযদালিফা হতে রওয়ানা হলেন শান্তভাবে এবং লোকদেরকেও শান্তভাবে চলতে নির্দেশ দিলেন; কিন্তু যখন মুহাসসিরি উপত্যকায় পৌছলেন উটকে কিছু তাড়না করলেন এবং তাদেরকে আদেশ দিলেন জামরায় আঙ্গুলী দিয়ে মারা যায় এমন কঙ্কর মারতে। এ সময় তিনি বলতেন, সম্ভবত আমার এ বছরের পর আর আমি তোমাদেরকে দেখতে পাব না। –গ্রন্থকার খতীব তাবরেযী বলেন, বোখারী বা মুসলিমে এ হাদীসটি আমি পাইনি, তবে তিরমিযী কিছু আগপিছ করে এটা বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সূর্য ডুবার পর আরাফাত থেকে বিদায় নিতে হয়

হাদীস : ২৪৮৫ ॥ হযরত মুহাম্মদ ইবনে কায়স ইবনে মাখরামা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদের ভাষণ দান করলেন এবং বললেন, জাহেলিয়াতের লোকেরা আরাফা হতে রওয়ানা হত যখন সূর্য অস্তের পূর্বে মানুষের চেহারাতে মানুষের পাগড়ির ন্যায় দেখাত এবং মুযদালিফা হতে রওয়ানা হত যখন সূর্য উদয়ের পর মানুষের চেহারায় ঐ রকম ডুবে যায় এবং মযদালিফা হতে রওয়ানা হত সূর্য উঠার পূর্বে। আমাদের নিয়ম মূর্তিপূজক ও শিরকপন্থীদের নিয়মের বিপরীত।

hBd, gimvj – ৫৫৯ –(বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে।)

সূর্য উঠার আগে কঙ্কর নিক্ষেপ করা যায়

হাদীস : ২৪৮৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মুযদালিফার রাত্রিতে রাসূল (স) আমাদেরকে আবদুল মুত্তালিব বংশীয় বালকদেরকে গাধার উপর সওয়ার করে তাঁর পূর্বেই মিনার দিকে রওয়ানা করে দিলেন এবং আমাদের রান চাপড়িয়ে বললেন, আমার প্রিয় সন্তানগণ! তোমরা সূর্য উঠার পূর্বে জামরায় কাঁকর মারবে না।

–(আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

হযরত সালামা (রা) ভোরেই কঙ্কর নিক্ষেপ করতেন

হাদীস : ২৪৮৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, কোরবানীর পূর্ব রাত্রিতে রাসূল (স) উম্মে সালামাকে পাঠিয়ে দিলেন। উম্মে সালামা উষার পূর্বেই কাঁকর মারলেন। অতপর মক্কায় গিয়ে তওয়াফে ইযাফা করে আসলেন আর সে দিন ছিল যেদিন রাসূল (স) তাঁর কাছে থাকতেন। –(আবু দাউদ) যঈফ – ৫৬০

হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা পর্যন্ত তালবিয়া পড়তে হয়

হাদীস : ২৪৮৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মক্কাবাসী অথবা বাইরের আগন্তুক উমরাকারী 'লাব্বাইকা' বলতে থাকবে যে পর্যন্ত না হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করে। –(আবু দাউদ। তিনি বলেন, হাদীসটি মওকুফ অর্থাৎ এটা ইবনে আব্বাসের কথা। যঈফ – ৫৬১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) আরাফা থেকে উটের পিঠে সওয়ার হয়েছেন

হাদীস : ২৪৮৯ ॥ (তাবেঈ) ইয়া'কুব ইবনে আসেম ইবনে ওরওয়া হতে বর্ণিত আছে, তিনি হযরত শারীদকে বলতে শুনেছেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে আরাফা হতে রওয়ানা হয়েছি দেখেছি তাঁর পা মোবারক কোথাও যমীন স্পর্শ করে নি, যে পর্যন্ত না মুযদালিফা পৌছেছে। –(আবু দাউদ)

আরাফার দিন যোহর ও আসর নামায এক সাথে পড়তে হয়

হাদীস : ২৪৯০ ॥ (তাবেঈ) ইবনে শেহাব যুহরী বলেন, আমাকে সালেম বলেছেন, যে বৎসর হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়রের বিরুদ্ধে সৈন্য নিয়ে মক্কায় পৌছল তখন সে হযরত আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করল, আরাফার দিনে আরাফাতে আমরা কীরূপে কাজ সম্পাদন করব? সালেম বলেন, আমি বললাম, যদি আপনি সুন্নত মতে কাজ করতে চান; তবে আরাফার দিনে সকালে পড়বেন নামায। তখন আমার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন, সালেম ঠিক বলেছে– সাহাবীগণ যোহর ও আসর এক সাথে পড়তেন সুন্নত অনুসারে। ইবনে শেহাব বলেন, আমি সালেমকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কী করেছেন? তখন সালেম বললেন, তাঁরা কি এ ব্যাপারে রাসূল (স)-এর সুন্নত ছাড়া কিছুর অনুসরণ করতেন? –(বোখারী)

www.waytojannah.com

বিংশ অধ্যায়

কঙ্কর মারা

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) উটের পিঠে আরোহণ অবস্থায় কঙ্কর মারতেন

হাদীস : ২৪৯১ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি কোরবানীর দিন তিনি আরোহণে থেকে কাঁকর মারছেন এবং বলছেন তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের হজ্জের আহ্কাম শিখে নাও। আমি জানি না, সম্ভবত আমার এ হজ্জের পর আর আমি হজ্জ করতে পারব না। −(মুসলিম)

খযফের কঙ্করের মত কঙ্কর মারতে হয়

হাদীস : ২৪৯২ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি তিনি জামরায় খযফের কাঁকরের ন্যায় কাঁকর মারছেন। −(মুসলিম)

রাসূল (স) ঈদের দিন সকালে কঙ্কর মেরেছেন

হাদীস : ২৪৯৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) ঈদের দিনে জামরায় কঙ্কর মেরেছেন সকাল বেলায়, আর ইহার পর মেরেছেন যখন সূর্য ঢলে গিয়েছে তখন। −(বোখারী ও মুসলিম)

সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়

হাদীস : ২৪৯৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি জামরাতুল কুবরার কাছে পৌছলেন এবং বায়তুল্লাহ শরিফের দিককে বামে আর মিনার দিককে ডানে রেখে তার উপর সাতটি কঙ্কর মারলেন। প্রত্যেক কঙ্করের সাথে আল্লাহু আকবার বললেন। তৎপর বললেন− এরূপেই কঙ্কর মেরেছেন, যার উপর সূরা বাকারা অবতীর্ণ হয়েছে। −(বোখারী ও মুসলিম)

হজ্জের সকল কাজ বিজোড় সংখ্যায়

হাদীস : ২৪৯৫ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এস্তেঞ্জার ঢেলা নিতে হয় বিজোড়, কাঁকর মারা বিজোড়, সাফা মারওয়া সায়ী করতে হয় বিজোড় ও তাওয়াফ করা বিজোড় এবং যখন তোমাদের কেউ সুগন্ধ ধোঁয়া নেয় সে যেন বিজোড় নেয়। −(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কোন শব্দ ছাড়ায় কঙ্কর মারতে হয়

হাদীস : ২৪৯৬ ॥ হযরত কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আম্মার (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি ঈদের দিনে তিনি একটি লাল সাদা মিশ্রিত উটনীর উপর থেকে জামরায় কাঁকর মারছেন− যখন কাউকেও মারেন নি, হাঁকান নি, সর সর রবও বলেন নি।−(শাফেয়ী, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

অন্যান্য ইবাদতের মতো সায়ী করা আল্লাহর ইবাদত

হাদীস : ২৪৯৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, কাঁকর মারা ও সাফা মারওয়ার মধ্যে সায়ী করা আল্লাহর যিকির প্রতিষ্ঠা করার জন্যই প্রবর্তিত হয়েছে। −(তিরমিযী ও দারেমী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।) যঈফ — ৫৬২

মিনায় পৌছে তাঁবু খাটাতে হয়

হাদীস : ২৪৯৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমরা সাহাবীগণ আরয করলাম,ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি মিনায় আপনার জন্য একটি বাড়ী তৈরি করব না? যা আপনাকে সর্বদা ছায়া দিবে? তিনি বললেন না। মিনায় সে-ই ডেরা গাড়তে পারবে যে প্রথমে আসবে। −(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী) যঈফ — ৫৬৩

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জামরাতুল আকাবায় অবস্থান ঠিক নয়

হাদীস : ২৪৯৯ ॥ (তাবেঈ) নাফে বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) প্রথম দু জামরার কাছে দীর্ঘ সময় অবস্থান করতেন এবং আল্লাহ আকবার, সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ বলতেন এবং দোয়া করতেন। কিন্তু জামরাতুল আকাবার কাছে অবস্থান করতেন না। −(মালিক)

www.waytojannah.com

একবিংশ অধ্যায়

হেরেমে কোরবানীর পশু

প্রথম পরিচ্ছেদ

উটের কুঁজ চিরলেন রাসূল (স)

হাদীস : ২৫০০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) যুলহুলায়ফায় জোহরের নামায পড়লেন, অতপর আপন (হাদঈ) উটনী আনালেন এবং কুঁজের ডান দিক চিরে দিলেন। তারপর তার রক্ত মুছে ফেললেন এবং গলায় দু' জুতার একটি মালা পরিয়ে দিলেন। অতপর সওয়ারীতে সওয়ার হলেন। বায়দাতে যখন সওয়ারী সোজা হয়ে দাঁড়াল, তিনি হজ্জের তালবিয়া বললেন। -(মুসলিম)

জুতার মালা পশুর গলায় পরান যায়

হাদীস : ২৫০১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) একবার বায়তুল্লাহর হাদঈরূপে এক পাল ছাগল-ভেড়া পাঠালেন এবং তার গলায় জুতার মালা পরিয়েছিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

আয়েশা (রা)-এর পক্ষ থেকে কোরবানী

হাদীস : ২৫০২ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) কোরবানীর তারিখে (মিনায়) হযরত আয়েশা (রা)-এর পক্ষ হতে একটি গরু কোরবানী দিয়েছিলেন। -(মুসলিম)

স্ত্রীদের পক্ষ থেকে রাসূল (স) একটি গরু কোরবানী দিয়েছিলেন

হাদীস : ২৫০৩ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, রাসূল (স) তাঁর হজ্জে নিজ স্ত্রীদের পক্ষ হতে একটি গরু কোরবানী করেছিলেন। -(মুসলিম)

আয়েশা (রা) কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরিয়েছিলেন

হাদীস : ২৫০৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর কোরবানীর পশুর মালা আমি আমার নিজ হাতে তৈরি করেছি, অতপর তিনি তাদের গলায় তা পরিয়েছেন এবং তাদের কুঁজ চিরে দিয়েছেন, তারপর তাদেরকে হাদঈরূপে পাঠিয়েছেন; কিন্তু তাতে তাঁর পক্ষে কোন জিনিস হারাম হয় নি যা তার জন্য পূর্বে হালাল ছিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

পশম দিয়ে কোরবানীর পশুর মালা তৈরি

হাদীস : ২৫০৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি হাদঈর মালা তৈরি করেছি আমার কাছে যে পশম ছিল তার রশি দিয়ে। অতপর রাসূল (স) তাকে আমার পিতার সাথে মক্কায় পাঠিয়েছিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) বললেন উটের পিঠে আরোহণ করতে

হাদীস : ২৫০৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, একটি হাদঈ উটনী চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাসূল (স) বললেন, তাতে চড়ে যাও। সে বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা যে হাদঈ। তিনি বললেন, চড়। সে পুনরায় বললেন, এটা যে হাদঈ। রাসূল দ্বিতীয় কি তৃতীয় বারে বললেন, আরে হতভাগা চড়। -(বোখারী ও মুসলিম)

ন্যায় সঙ্গতভাবে পশুতে সওয়ার

হাদীস : ২৫০৭ ॥ তাবেঈ আবু যুবায়র বলেন, আমি সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে হাদঈ'তে সওয়ার হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হতে শুনেছি। তিনি উত্তরে বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি এতে সওয়ার হতে পার ন্যায়সঙ্গতভাবে- যদি তুমি তার প্রতি ঠেকে পড়, যতক্ষণ না তুমি অন্য সওয়ারী পাও। -(মুসলিম)

উট অচল জবেহ করতে হবে

হাদীস : ২৫০৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একবার রাসূল (স) মক্কায় কোরবানীর জন্য এক ব্যক্তির সাথে ষোলটি উটনী পাঠালেন এবং তাকে এ ব্যাপারে ক্ষমতা দান করলেন। সে বলল ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি তাদের কোনটি পথে অচল হয়ে যায়, তবে আমি কি করব? রাসূল (স) বললেন, জবাই করবে; অতপর মালার জুতা দুটি রক্তে রঞ্জিত করে তার পার্শ্বের উপর রেখে দিবে; কিন্তু তুমি ও তোমার সাথীদের কেউ সেটা খাবে না। -(মুসলিম)

সাতজনের পক্ষ থেকে উট ও গরু কোরবানী দেওয়া যায়

হাদীস : ২৫০৯ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, হাদায়বিয়ার বৎসর রাসূল (স)-এর সাথে আমরা সাতজনের পক্ষ হতে একটি উট, তদ্রূপ সাতজনের পক্ষ থেকে একটি গরু কোরবানী করেছি। -(মুসলিম)

www.waytojannah.com

উটকে পা বেঁধে দাঁড় করিয়ে নহর করতে হয়

হাদীস : ২৫১০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি একবার এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলেন, দেখলেন সে উটকে বসিয়ে নহর করছে। এটা দেখে তিনি বললেন, তাকে দাঁড় করিয়ে পা বেঁধে নহর কর। এটা মুহাম্মদ (স)-এর সুন্নত। -(বোখারী ও মুসলিম)

কোরবানীর গোশত পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া যায় না

হাদীস : ২৫১১ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তাঁর কোরবানীর উটসমূহের দেখাশুনা করতে এবং তার গোশত, চামড়া ও ঝুল বণ্টন করে দিতে; আর কসাইকে কিছু না দিতে এবং বলেছেন, কসাইকে আমরা আমাদের নিজের পক্ষ থেকে দিব। -(বোখারী ও মুসলিম)

কোরবানীর গোশত তিন দিনের বেশি খাওয়া যায়

হাদীস : ২৫১২ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, আমরা কোরবানীর পশুর গোশত তিন দিনের অধিক খেতাম না। অতপর রাসূল (স) আমাদের অনুমতি দিলেন এবং বললেন, খেতে পার এবং ভবিষ্যতের জন্য রেখেও দিতে পার। সুতরাং আমরা খেতে লাগলাম ও রেখে দিতে লাগলাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কোরবানীর জন্য আবু জাহেলের উট পাঠানো হল

হাদীস : ২৫১৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) হুদায়বিয়ার বছর নিজের কোরবানীর পশুসমূহের মধ্যে আবু জাহেলের একটি উটকেও কোরবানীর পশুরূপে পাঠিয়েছিলেন, যার নামে ছিল একটি রূপার বলয়। অপর বর্ণনায় আছে সোনার বলয়। এটা দিয়ে রাসূল (স) মুশরিকদের মনঃকষ্ট উৎপাদন করতে চেয়েছিলেন।

-(আবু দাউদ)

কোরবানীর গোশত খাওয়ার হুকুম আছে

হাদীস : ২৫১৪ ॥ হযরত নাজিয়া খোযয়ী (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে কোরবানীর পশু পথে অচল হয়ে পড়বে তাকে আমি কী করব? তিনি বললেন, তাকে নহর করে দিবে এবং তার জুতার মালায় সেটার রক্তে ডুবিয়ে পার্শ্বের উপর রেখে দিবে, অতপর মানুষের জন্য রেখে যাবে, তারা তা খাবে। -(মালিক, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। আর আবু দাউদ ও দারেমী নাজিয়া আসলামী হতে।)

কোরবানীর দিন একটি মহান দিন

হাদীস : ২৫১৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কুরত (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, মহান দিনসমূহের মধ্যে কোরবানীর দিনও একটি মহান দিন, অতপর দ্বিতীয় দিন। আবদুল্লাহ বলেন, এ দিন পাঁচ কি ছয়টি উট রাসূল (স)-এর কাছে আনা হল আর উটসমূহ নিজেদেরকে তাঁর কাছে পেশ করতে লাগল। তিনি কোনটিকে আগে কোরবানী করবেন। আবদুল্লাহ বলেন, যখন উটসকল যমীনে পড়ে গেল, রাসূল (স) ছোট স্বরে কিছু কথা বললেন না যা আমি বুঝলাম না। নিকটের একজনকে জিজ্ঞেস করলাম- রাসূল (স) কী বলেছেন? সে বলল, তিনি বলেছেন, যে চায় উহা কেটে নিতে পার। -(আবু দাউদ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তিন দিনের বেশি কোরবানীর গোশত রাখা জায়েয নেই

হাদীস : ২৫১৬ ॥ হযরত সালাম ইবনে আকওয়া (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে কোরবানী করবে তিন দিনের পর তার ঘরে যেন কোরবানীর গোশত কিছু না থাকে। সালামা বলেন, যখন পরবর্তী বছর আসল সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গত বছর আমরা যেরূপ করেছিলাম এ বৎসরও কি সেরূপ করব? রাসূল (স) বললেন, না, নিজেরা খাও অন্যদের খাওয়াও এবং কিছু জমা করে রাখ যদি চাও। গত বৎসর তো মানুষের অনটন ছিল তাই আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, তোমরা তাদের সাহায্য কর। -(বোখারী ও মুসলিম)

দুর্ভিক্ষের কারণে কোরবানীর গোশত তিন দিন খাওয়ার হুকুম ছিল

হাদীস : ২৫১৭ ॥ হযরত নাবাইশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি গত বৎসর তোমাদেরকে তিন দিনের অধিক কোরবানীর গোশত খেতে নিষেধ করেছিলাম; যাতে তাদের যথেষ্ট হয় তোমাদের জন্য। এ বৎসর আল্লাহ স্বচ্ছলতা দান করেছেন, সুতরাং এ বৎসর তোমরা খাও, জমা রাখ এবং দান কর সওয়াব হাসিল কর। জেনে রাখ! এ কয়দিন হল খাওয়া পিনা ও আল্লাহর যিকিরের দিন। -(আবু দাউদ)

www.waytojannah.com

দ্বাবিংশ অধ্যায়

মস্তক মুণ্ডন

প্রথম পরিচ্ছেদ

হজ্জে মাথা মুণ্ডন করতে হয়

হাদীস : ২৫১৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) ও তাঁর কতক সাহাবী বিদায় হজ্জে মস্তক মুণ্ডন করেছিলেন আর কেউ ছাটিয়েছিলেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

কাঁচি দিয়ে মাথার চুল ছাঁটা যায়

হাদীস : ২৫১৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমাকে আমীরে মুআবিয়া (রা) বলেছেন, আমি কাঁচি দিয়ে রাসূল (স)-এর মাথা ছেঁটেছি মারওয়ার নিকটে। –(বোখারী ও মুসলিম)

যারা মাথা মুণ্ডন করেছে তাদের জন্য রাসূল (স)-এর দোয়া

হাদীস : ২৫২০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, বিদায় হজ্জে রাসূল (স) বলেছেন, হে আল্লাহ! তুমি অনুগ্রহ কর যারা মস্তক মুণ্ডন করেছে তাদের প্রতি। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যারা মাথা ছেঁটেছে তাদের প্রতিও। বললেন, যারা মাথা ছেঁটেছে তাদের প্রতিও। –(বোখারী ও মুসলিম)

মাথা মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার দোয়া করলেন

হাদীস : ২৫২১ ॥ ইয়াহ্ইয়া ইবনে হুসাইন তার দাদী হতে বর্ণনা করেন যে, তাঁর দাদী বলেছেন, হাজ্জাতুল বেদায় আমি রাসূল (স)-কে মস্তক মুণ্ডনকারীদের জন্য তিনবার দোয়া করতে শুনেছি, আর যারা ছেঁটেছে তাদের জন্য মাত্র একবার। –(মুসলিম)

মিনায় গিয়ে জামরায় যেতে হবে

হাদীস : ২৫২২ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) মিনায় পৌঁছে প্রথমে জামরাতে গেলেন এবং তাতে কাঁকর মারলেন, অতপর মিনায় অবস্থিত তাঁর ডেরায় গেলেন এবং কোরবানীর পশুসমূহ যবেহ করলেন, তৎপর নাপিত ডাকালেন এবং তাকে নিজের মাথা ডান দিকে বাড়িয়ে দিলেন। নাপিত মাথা মুড়াল। তিনি আবু তালহা আনসারীকে ডেকে কেশগুচ্ছ দিলেন। অতপর নাপিতকে মাথার বামদিক বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, মুড়াও। সে মুড়াল, আর তিনি তা সে আবু তালহাকে দিয়ে বললেন, যাও, মানুষের মধ্যে বন্টন করে দাও। –(বোখারী ও মুসলিম)

হজ্জের সময় রাসূল (স) খুশবু ব্যবহার করতেন

হাদীস : ২৫২৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) খোশবু লাগিয়েছেন, এহ্‌রাম বাঁধার পূর্বে এবং কোরবানীর তারিখে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করার পূর্বে– এমন খোশবু, যাতে মেশ্‌ক (কস্তুরী) ছিল।–(বোখারী ও মুসলিম)

মক্কায় গিয়ে তাওয়াফুল ইফাযা করতে হয়

হাদীস : ২৫২৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) কোরবানীর দিনে মক্কায় গিয়ে তাওয়াফুল ইফাযা করলেন, অতপর মিনায় ফিরে যোহরের নামায পড়লেন। –(মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

স্ত্রীলোকদের মাথা মুণ্ডন করবে না

হাদীস : ২৫২৫ ॥ হযরত আলী (রা) ও আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) নিষেধ করেছেন, স্ত্রীলোক আপন মাথা মুড়াতে। –(তিরমিযী)

স্ত্রীলোকেরা মাথা ছাঁটতে পারবে

হাদীস : ২৫২৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, স্ত্রীলোকের প্রতি মাথা মুড়ান নেই। স্ত্রীলোকের প্রতি রয়েছে মাথা ছাঁটান। –(আবু দাউদ ও দারেমী)

www.waytojannah.com

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়
আগে-পিছে হজ্জের কার্যক্রম
প্রথম পরিচ্ছেদ
রাসূল (স) মিনায় বসে সকল প্রশ্নের সমাধান দিয়েছেন

হাদীস : ২৫২৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বিদায় হজ্জে মিনাতে লোক সমক্ষে এসে দাঁড়ালেন যাতে লোক তাঁকে মাসআলা জিজ্ঞেস করতে পারেন। সুতরাং এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি না জেনে কোরবানী করার পূর্বে মাথা মুড়িয়ে ফেলেছি। রাসূল (স) বললেন, তাতে তোমার কোন গোনাহ হবে না, এখন কোরবানী কর। অতপর আরেক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি না জেনে কঙ্কর মারার পূর্বে কোরবানী করে ফেলেছি। রাসূল (স) বললেন, তাতে গোনাহ হবে না; এখন কঙ্কর মার। কোন বিষয় আগে করা হয়েছে বা পরে করা হয়েছে বলে জিজ্ঞেস করা হলেই তিনি বলতেন, তাতে কোন গোনাহ্ হবে না। এখন কর। -(বোখারী ও মুসলিম)

কিন্তু মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে- এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কঙ্কর মারার আগে মাথা মুড়িয়েছি। তিনি বললেন, তাতে গোনাহ হবে না, এখন কঙ্কর মার। অতপর আরেক ব্যক্তি এসে বলল,আমি কঙ্কর মারার আগে তওয়াফুল ইফাযা করেছি। তিনি বললেন, তাতে তোমার কোন গোনাহ হবে না, এখন কঙ্কর মার।

মিনার সব প্রশ্নের উত্তরে রাসূল (স) বলতেন অসুবিধা নেই

হাদীস : ২৫২৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) কোরবানীর দিন মিনায় কোন ব্যতিক্রমের কথা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলতেন, এতে কোন গোনাহ হবে না। এ সময় এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কাঁকর মেরেছি সন্ধ্যার পর। তিনি বললেন, তাতে কোন গোনাহ হবে না। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
সকল প্রশ্নের জবাবে হ্যাঁ সূচক উত্তর

হাদীস : ২৫২৯ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (স)! আমি তাওয়াফুল ইফাযা করেছি মাথা মুড়ানোর আগে। তিনি বললেন, এতে তোমার কোন গোনাহ্ হবে না, এখন মুড়াও বা ছাঁটাও। অতপর আরেক ব্যক্তি এসে বলল, আমি কাঁকর মারার আগে কোরবানী করেছি। রাসূল (স) বললেন, এতে তোমার কোন গোনাহ হবে না, এখন কাঁকর মার। -(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সম্মানিত ব্যক্তির সম্মানহানি করতে নেই

হাদীস : ২৫৩০ ॥ হযরত উসামা ইবনে শরীক (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে হজ্জে বের হলাম। দেখলাম লোক তাঁর কাছে এসে কেউ বলছে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি সায়ী করেছি তাওয়াফ করার আগে অথবা বলছে, আমি অমুক কাজ পিছে করেছি বা অমুক কাজ আগে করেছি আর তিনি বলছেন এতে কোন গোনাহ হবে না; কিন্তু যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানের সম্মানহানি করেছে সে বড় গোনাহের কাজ করেছে এবং ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়েছে। -(আবু দাউদ)

চতুর্বিংশ অধ্যায়
কোরবানীর দিনের ভাষণ
প্রথম পরিচ্ছেদ
হারাম মাস হচ্ছে বছরের চার মাস

হাদীস : ২৫৩১ ॥ হযরত আবু বাকরা (রা) বলেন, রাসূল (স) দশই যিলহজ্জ কোরবানীর দিনে আমাদের এক ভাষণ দান করলেন এবং বললেন, বছর ঘুরে এসেছে সে তারিখের গঠন অনুযায়ী, যে তারিখে আল্লাহ তায়ালা আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন বছর বার মাসে- তাদের মধ্যে চার মাস হারাম বা সম্মানিত- তিন মাস পর পর এক সাথে যি'কদা, যিলহজ্জ ও মুহররম এবং চতুর্থ মাস মুযার গোত্রের রজব মাস যা জুমাদাল উখরা ও শাবানের মধ্যখানে।

www.waytojannah.com

অতপর রাসূল (স) বললেন, এটি কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। অতপর তিনি এতক্ষণ চুপ রইলেন যাতে আমরা ভাবলাম যে, সম্ভবত তিনি এর অন্য নাম করবেন। অতপর বললেন, এটা কি যিলহজ্জ নয়? আমরা বললাম হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অতপর বললেন, এটি কোন শহর? আমরা বললাম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক অবগত। তিনি এতক্ষণ চুপ রইলেন যাতে আমরা ভাবলাম যে সম্ভবত তিনি এর অন্য কোন নাম করবেন। তারপর বললেন, এটা কি মক্কা শহর নয়? আমরা বললাম হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, তোমাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মান তোমাদের জন্য পবিত্র, যেমন তোমাদের এ মাসে এ শহরে এ দিন পবিত্র। তোমরা শীঘ্র আল্লাহর কাছে পৌছবে আর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। খবরদার! আমার পর তোমরা বিপথগামী হয়ে একে অন্যের জীবননাশ করো না। বল, আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর নির্দেশ পৌছাই নি? সাহাবাগণ বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। অতপর বললেন, প্রত্যেক উপস্থিত যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌছে দেয়। কেননা, অনেক এমন ব্যক্তি যাকে পরে পৌছান হয় সে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এটার পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে। -(বোখারী ও মুসলিম)

ইমামের সাথে সব কাজ করতে হয়

হাদীস : ২৫৩২ ॥ (তাবেঈ) ওবারা বলেন, আমি ইবনে ওমর (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম। আমি কবে কাঁকর মারব? তিনি বললেন, যখন তোমার ইমাম মারবে তখন। আমি তাঁকে পুনরায় মাসআলাটি জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি বললেন, আমরা সময়ের অপেক্ষায় থাকতাম যখন সূর্য ঢলে তখন কাঁকর মারতাম। -(বোখারী)

প্রত্যেক কঙ্করের সাথে আল্লাহু আকবার বলতে হয়

হাদীস : ২৫৩৩ ॥ হযরত সালেম ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি প্রথম জামরায় সাতটি কাঁকর মারতেন এবং প্রত্যেক কাঁকরের পর আল্লাহ আকবার বলতেন। অতপর কিছু আগে বাড়িয়ে নরম মাটিতে যাইতেন এবং সেখানে কেবলার দিকে ফিরে দীর্ঘক্ষণ হাত তুলে দোয়া করতেন, তারর জামরায়ে উসতায় এসে সাতটি কঙ্কর মারতেন এবং প্রত্যেক কঙ্করের সাথে আল্লাহ আকবার বলতেন, তারপর বাম দিকে এগিয়ে যেতেন আর নরম মাটিতে পৌছিয়ে কেবলার দিকে হয়ে দীর্ঘক্ষণ হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন। তারপর জামরাতুল আকাবা'য় গিয়ে খালি যমীনের দিকে হতে সাতটি কাঁকর মারতেন এবং প্রত্যেক কাঁকরের সাথে আল্লাহ আকবার বলতেন, কিন্তু তার কাছে দাঁড়ালেন না; বরং আপন গন্তব্যস্থলের দিকে রওয়ানা হতেন এবং বলতেন, আমি রাসূল (স)-কে এরূপ করতে দেখেছি। -(বোখারী)

মিনার রাতগুলো মক্কায় যাপন করার অনুমতি

হাদীস : ২৫৩৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, হযরত আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব লোকদের পানি পিলানের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে মিনার রাত্রিগুলো মক্কায় যাপনের জন্য রাসূল করীম (স)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন এবং তিনি তাঁকে তার অনুমতি দিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) পানি পান করলেন

হাদীস : ২৫৩৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) পানি পান করান বিভাগে এসে পানি পাইলেন। আমার পিতা আব্বাস (রা) আমার ভাইকে বললেন, ফযল! তোমার মায়ের কাছে গিয়ে তার কাছে থেকে রাসূল (স)-কে খাবার পানি এনে দাও। রাসূল (স) বললেন, আমাকে এখান থেকে পান করান। তখন আমার পিতা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতে লোকে হাত দেয়। রাসূল (স) বললেন, তবুও আমাকে এখানে থেকে পান করান। অতপর তিনি তা হতে পান করালেন। তারপর তিনি যমযমের দিকে গেলেন তখন তারা পানি পান করছিল এবং তাতে মেহনত করছিলেন। তখন তিনি বললেন, কাজ করতে থাক। তোমরা নেক কাজে আছ। তারপর বললেন, যদি লোক তোমাদেরকে পরাস্ত করার আশঙ্কা না থাকত, আমি সওয়ারী হতে নেমে উহাতে রশি লইতাম। রাবী বলেন, ওটা বলতে রাসূল (স) আপন কাঁধের দিকে ইশারা করলেন। -(বোখারী)

রাসূল (স) চার ওয়াক্ত নামায পড়লেন

হাদীস : ২৫৩৬ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে রাসূল (স) মুহাস্সাবে যোহর, আছর, মাগরিব ও এশার নামায পড়লেন। অতপর সামান্য ঘুমালেন, তারপর সওয়ারীতে বায়তুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন এবং বিদায়ী তাওয়াফ করলেন। -(বোখারী)

রাসূল (স) ৮ তারিখে মিনায় যোহর নামায পড়েছেন

হাদীস : ২৫৩৭ ॥ (তাবেঈ) আবদুল আযীয ইবনে রুফাই বলেন, আমি হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম- বললাম, এ সম্পর্কে আপনি রাসূল (স) থেকে যা জেনেছেন তা আমাকে বলুন। তিনি ৮ই তারিখে

www.waytojannah.com

যোহরের নামায কোথায় পড়েছিলেন? আনাস বললেন, মিনায়। অতপর জিজ্ঞেস করলা, মদীনায় রওয়ানা হবার দিন ১৩ তারিখে আসর কোথায় পড়েছিলেন? তিনি বললেন, আবতাহে। অতপর হযরত আনাস বললেন, কিন্তু তোমরা তোমাদের আমীর বা নেতাগণ যেরূপ করেন সেরূপ করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

সুন্নত হচ্ছে আবতাহে অবতরণ করা

হাদীস : ২৫৩৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আবতাহে অবতরণ করা সুন্নত নয়। রাসূল (স) তাতে এ জন্য অবতরণ করেছিলেন যে, তাঁতে তাঁর মদীনা রওয়ানা হওয়ার পক্ষে সুবিধাজনক ছিল -যখন তিনি রওয়ানা হন।

-(বোখারী ও মুসলিম)

ওমরা কাযা করা জায়েয

হাদীস : ২৫৩৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি তানঈম থেকে উমরার এহ্‌রাম বেঁধেছিলাম, অতপর মক্কায় পৌছে আমার কাযা উমরা সমাধা করলাম। আর রাসূল (স) আমার আবতাহে অপেক্ষা করলেন, যতক্ষণ না আমি অবসর হলাম। অতপর তিনি লোকদেরকে মদীনা রওয়ানা হতে হুকুম দিলেন এবং নিজেও রওয়ানা হলেন এবং বায়তুল্লাহ শরিফ পৌছে তার বিদায়ী তাওয়াফ করলেন ফজরের নামাযের পূর্বে। তারপর মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন।

বায়তুল্লাহ শরিফ না দেখে দেশে ফেরা ঠিক নয়

হাদীস : ২৫৪০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, লোক চারদিক হতে দেশের দিকে ফিরত। রাসূল (স) বলতেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন দেশের দিকে না ফিরে যতক্ষণ না তার শেষ মোলাকাত হয় বায়তুল্লাহর শরিফের সাথে। তবে ঋতুবতীদের জন্য এটা বাদ দেয়া হল। -(বোখারী ও মুসলিম)

ঋতু অবস্থায় তাওয়াফ করা ঠিক নয়

হাদীস : ২৫৪১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, মদীনা রওয়ানা হবার রাতেই হযরত সাফিয়্যার ঋতু আরম্ভ হল। তিনি বললেন, মনে হয় আমি আপনাদেরকে আটকিয়ে ফেললাম। এ কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, ধ্বংস হোক; নিপাত যাক। সে কি কোরবানীর দিন তাওয়াফ করেছে? বলা হল হ্যাঁ। রাসূল (স) বললেন, তবে রওয়ানা হও।

-(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নিজের ওপর অপরাধ করা ঠিক নয়

হাদীস : ২৫৪২ ॥ হযরত আমর ইবনে আহ্‌ওয়াস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বিদায় হজ্জে বলতে শুনেছি হে লোকসকল! এটা কোন দিন? তারা বললেন, এটা হজ্জে আকবর বা বড় হজ্জের দিন। তখন তিনি বললেন, তোমাদের একের জান, মাল ও ইজ্জত অন্যের পক্ষে পবিত্র। যেরূপ এ শহরে এ মাসে এ দিনে পবিত্র। সাবধান! কোন অপরাধী যেন নিজের জীবনের উপর অপরাধ না করে। সাবধান! কোন অপরাধী যেন আপন ছেলের প্রতি অপরাধ না করে এবং কোন ছেলে যেন তার পিতা-মাতার প্রতি অপরাধ না করে। সাবধান! শয়তান চিরতরে নিরাশ হয়েছে যে, এ শহরে তার পূজা হবে না; কিন্তু তার তাঁবেদারী হবে তোমাদের সে সকল কাজের মধ্যে দিয়ে। যে সকল কাজকে তোমরা তুচ্ছ বলে মনে কর, আর তাতে সে খুশি হবে। -(ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী। তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

উটের পিটে আরোহণ করে রাসূল (স) ভাষণ দিতেন

হাদীস : ২৫৪৩ ॥ হযরত রাফে ইবনে আমর মুযানী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে একটি সাদা-কালো মিশ্রিত খচ্চরের উপর থেকে মিনায় ভাষণ দান করতে দেখেছি যখন বেলা উপরে উঠেছিল এবং হযরত আলী লোকদেরকে উচ্চৈঃস্বরে পৌছাচ্ছিলেন, আর লোক ছিল যখন কেউ দাঁড়ানো আর কেউ বসা। -(আবু দাউদ)

টীকা ....

হাদীস নং : ২৫৪২ ॥ (১) উমরা হচ্ছে ছোট হজ্জ। এ জন্য 'হজ্জে আকবর'কে বড় হজ্জ। (২) শুক্রবারে হজ্জ হলে হজ্জে আকবর এবং তাতে ৭০ হজ্জের সওয়াব রয়েছে, শায়খ দেহলবীর মতে তা বে-আসল কথা। তাঁর মতে, ৭০ হজ্জের সওয়াবের হাদীসটি মওযু। কিন্তু শুক্রবারে হজ্জ হলে তাতে যে সওয়াব বেশি হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। মোল্লা আলী ক্বারী (র) ব্যাপারটিকে একেবারে উড়িয়ে দিতে চান নি। তিনি এ সম্পর্কে একটি পুস্তিকাও রচনা করেছেন। (৩) কোন অপরাধী যেন নিজের প্রতি অপরাধ না করে ইত্যাদি অপরাধের পরিণাম নিজেরই ভোগ করতে হয় অথবা নিজের পরিবারের কারও এ কারণেই এরূপ বলা হয়েছে।

www.waytojannah.com

রাসূল (স) দশ তারিখে তাওয়াফে যিয়ারত পিছিয়ে দিলেন

হাদীস : ২৫৪৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) দশ তারিখে তাওয়াফে যিয়ারত রাত্রি পর্যন্ত পিছিয়ে দিয়েছিলেন। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

রাসূল (স) তাওয়াফে ইযাফার পাকে রমল করেননি

হাদীস : ২৫৪৫ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) তাওয়াফে ইযাফা সাত পাকে রমল করেন নি। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

জামরাতুল আকাবায় কাঁকর মারার পর স্ত্রী সহবাস করা যায়

হাদীস : ২৫৪৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ দশ তারিখ জামরাতুল আকাবা'য় কাঁকর মারা শেষ করবে, তার জন্য সকল বিষয় হালাল হয়ে যাবে স্ত্রী সহবাস ব্যতীত। -বাগাবী এটা শরহে সুন্নাহয় রেওয়াতে করেছেন এবং বলেছেন, এটার সনদ যঈফ, কিন্তু আহমদ ও নাসাঈ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কেউ জামরাতুল আকাবায় কাঁকর মার, তার জন্য সকল জিনিস হালাল হয়ে গেল স্ত্রী সহবাস ব্যতীত।

প্রত্যেক জামরায় সাতটি করে কাঁকর মারতে হয়

হাদীস : ২৫৪৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) তাওয়াফে ইযাফার জন্য মক্কায় রওয়ানা হলেন, শেষ বেলায় যখন যোহর নামায পড়লেন অতপর মিনায় ফিরে আসলেন এবং আইয়ামে তাশরীকের দিনসমূহে মিনায় অবস্থান করলেন। এ সময় তিনি জামরায় কাঁকর মারতেন যখন সূর্য ঢলে যেত প্রত্যেক জামরায় সাতটি করে কাঁকর মারতেন, আর প্রত্যেক কাঁকরের সাথে আল্লাহ আকবার বলতেন। তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় জামরার কাছে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতেন এবং আল্লাহর কাছে মিনতি করতেন। কিন্তু তৃতীয়টিতে মেরে উহার কাছে অপেক্ষা করতেন না। -(আবু দাউদ)

উট চাকররা দু'দিনের কাঁকর এক দিনে মারল

হাদীস : ২৫৪৮ ॥ হযরত আবু বাদ্দাহ ইবনে আসেম ইবনে আদী তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) উট চালকদেরকে অনুমতি দিয়েছেন মিনায় রাত্রি যাপন না করতে এবং কোরবানীর তারিখে ঠিকমত কাঁকর মেরে তারপর দু'দিনের কাঁকর একত্র করে দু' দিনের কাঁকর একদিন মারতে। -(মালিক, তিরমিযী উট চারণে অসুবিধা হয় বলেই রাসূল (স) তাদেরকে এই সুযোগ দিয়েছিলেন।)

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

মুহরিম যা হতে বেঁচে থাকবে

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুহরিমের পোশাকের নিয়ম

হাদীস : ২৫৪৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, মুহরিম কোন্ রকমের পোশাক পরবে? তিনি বললেন, জামা পরবে না, না পাগড়ি, না পায়জামা, না টুপি, না মোজা, অবশ্য যারা জুতা না জোটে, সে মোজা পরতে পারবে কিন্তু তাকে কেটে দিবে পায়ের (পাতার) উঁচু হাড়ের নিচ হতে এবং পরবে না এমন কোন কাপড় যাতে জাফরানের রং রয়েছে, আর না ওর্সের রং। -(বোখারী ও মুসলিম, কিন্তু বোখারীর এক বর্ণনাতে বেশী আছে- এবং স্ত্রী মুহরিমা বোরকা পরবে না এবং দাস্তানা পরবে না।)

মুহরিম সিলাইবিহীন লুঙ্গি পরবে

হাদীস : ২৫৫০ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে ভাষণ দিতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, মুহরিম যখন জুতা না পায় মোজা পরতে পারে এবং যখন সিলাইবিহীন লুঙ্গি না পায় পায়জামা পরতে পরে। -(বোখারী ও মুসলিম)

খুশবু ব্যবহার করে হজ্জ করা যায় না

হাদীস : ২৫৫১ ॥ হযরত ইয়া'লা ইবনে উমরাইর (রা) বলেন, আমরা জি'রানাতে রাসূল (স)-এর কাছে ছিলাম। এ সময় সহসা তাঁর কাছে এক বেদুঈন এসে পৌঁছল, যার গায়ে ছিল জুব্বা আর শরীরে ছিল স্থুল খোশবু মাখান এবং বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উমরার এহ্‌রাম বেঁধেছি আর আমার গায়ে এসব রয়েছে। তখন তিনি বললেন, তোমার শরীরে যে খোশবু রয়েছে সে সম্পর্কে কথা হল, তুমি তা তিনবার করে ধুয়ে ফেল আর জুব্বা সম্পর্কে কথা হল, তা খুলে ফেল, অতপর তোমার উমরাতে কর যেভাবে হজ্জে কর। -(বোখারী ও মুসলিম)

www.waytojannah.com

এহরাম অবস্থায় বিয়ে জায়েয নেই

হাদীস : ২৫৫২ ॥ হযরত ওসমান (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এহ্‌রাম অবস্থায় বিবাহ করবে না, বিবাহ দিবে না এবং বিবাহের প্রস্তাবও করবে না। –(মুসলিম)

রাসূল (স) এহ্‌রাম অবস্থায় বিয়ে করেছেন

হাদীস : ২৫৫৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) হযরত মায়মুনাকে বিবাহ করেছিলেন এহ্‌রাম অবস্থায়। –(বোখারী ও মুসলিম)

হযরত মায়মুনা (রা)-কে রাসূল (স) বিয়ে করেন হালাল অবস্থায়

হাদীস : ২৫৫৪ ॥ হযরত মায়মুনার ভাগিনেয় ইয়াযীদ ইবনে আসাম্মা হযরত মায়মুনা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) মায়মুনাকে বিবাহ করেছিলেন হালাল অবস্থায়। –(মুসলিম)

শায়খ ইমাম মুহিউস সুন্নাহ বাগাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি শাফেয়ী মতে এ হাদীসটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, অধিকাংশ ইমামের মত হল, রাসূল (স) হযরত মায়মুনাকে হালাল অবস্থায় বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু এটা প্রকাশ করেছেন তাঁর এহ্‌রাম অবস্থায় এবং তিনি তাঁর সাথে মধু রাত্রি যাপন করেছেন হালাল অবস্থায় মক্কা হতে মদীনা ফেরার পথে সারেফ নামক স্থানে।

এহরাম অবস্থায় মাথা ধোয়া যায়

হাদীস : ২৫৫৫ ॥ হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) এহ্‌রাম অবস্থায় আপন মাথা ধুতেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) এহ্‌রাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন

হাদীস : ২৫৫৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) এহ্‌রাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগিয়েছেন। –(বোখারী ও মুসলিম)

এহরাম অবস্থায় চোখে যন্ত্রণার জন্য পট্টি বাধা যায়

হাদীস : ২৫৫৭ ॥ হযরত ওসমান (রা) রাসূল (স) থেকে সে ব্যক্তি সম্পর্কে বর্ণনা করেন, যে এহ্‌রাম অবস্থায় চোখে বেদনা অনুভব করে, সে মুসাব্বার দ্বারা পট্টি বাধতে পারে। –(মুসলিম)

একজন রাসূল (স) কাপড় দিয়ে ছায়া করে যায়

হাদীস : ২৫৫৮ ॥ সাহাবীয়া হযরত উম্মুল হুসাইন (রা) বলেন, আমি উসামা ও বেলাল (রা)–কে দেখেছি তাদের একজন উটনীর বাগ ধরেছে আর অপরজন কাপড় উপরে উঠিয়ে রৌদ্র হতে তাঁকে ছায়া দিচ্ছে, যতক্ষণ না তিনি জামরাতুল আকাবায় কাঁকর মারলেন। –(মুসলিম)

উকুনের কারণে এহরাম অবস্থায় মাথা মুড়ান যায়

হাদীস : ২৫৫৯ ॥ হযরত কাকা ইবনে উজারা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) কা'বের নিকট দিয়ে গেলেন আর তিনি তখন হুদায়বিয়ায় ছিলেন। মক্কা পৌঁছার পূর্বে কা'ব এহরাম অবস্থায় আছে এবং একটি ডেগের তলায় আগুন ধরাচ্ছে আর উকুন তার মুখমণ্ডলের ঝড়ে পড়ছে। এটা দেখে রাসূল (স) বললেন, তোমার পোকা কি তোমাকে কী কষ্ট দিচ্ছে? কা'ব বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূল (স) বললেন, তবে তুমি তোমার মাথা মুড়িয়ে ফেল এবং ছয়জন মিসকীনকে এক ফরক খানা খাওয়াও অথবা তিন দিন রোযা রাখ অথবা একটি পশু কোরবানী কর। রাবী বলেন, ফকর তিন সাকে বলে। –(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মেয়েরা এহ্‌রাম অবস্থায় দাস্তানা পড়বে

হাদীস : ২৫৬০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-কে নিষেধ করতে শুনেছেন, স্ত্রী লোকেরা তাদের এহরামে দাস্তানা, বোরকা এবং যে কাপড় ওয়ার্স বা জাফরানে রঞ্জিত তা পড়তে। তারপর তারা পড়তে পারে যে কোন রকমের কাপড় পছন্দ করে। কুসুমী হোক বা রেশমী অথবা যেকোন রকমের জেওর অথবা পায়জামা বা পিরান বা মোজা। –(আবু দাউদ)

এহরাম অবস্থায় পর্দা করতে হবে

হাদীস : ২৫৬১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে এহরাম অবস্থায় ছিলাম আর আরোহীদল আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করত। যখন তারা আমাদের বরাবর আসত, আমাদের প্রত্যেকেই আপন মাথার চাদর চেহারার উপর লটকিয়ে দিত, আর যখন অতিক্রম করত আমরা কাপড় খুলে দিতাম। –(আবু দাউদ। আর ইবনে মাজাহ তার মর্মার্থ।) ষষ্ঠ্য – ৫৬৫

www.waytojannah.com

এহরাম অবস্থায় অ-খুশবুদার তৈল ব্যবহার করা যায়

হাদীস : ২৫৬২ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) এহরাম অবস্থায় অখুশবুদার তৈল ব্যবহার করতেন।
-(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মুহরিম ওভার কোর্ট পড়তে পারবে না

হাদীস : ২৫৬৩ ॥ (তাবেয়ী) নাফে হতে বর্ণিত আছে, একবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) শীত অনুভব করলেন এবং বললেন, নাফে আমার গায়ের উপর একটি কাপড় দাও। নাফে বললেন, আমি তাঁর গায়ের উপর একটি ওভারকোট রেখে দিলাম। তখন তিনি বললেন, আমার গায়ে এটা দিলে অথচ রাসূল (স) মুহরিমকে এটা পড়তে নিষেধ করেছেন। -(আবু দাউদ)

এহরাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগান যায়

হাদীস : ২৫৬৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ মালেক ও বুহাইনার পুত্র বলেন, রাসূল (স) এহরাম অবস্থায় মক্কা-মদীনার পথে লুহা-জামাল নামক স্থানে আপন মাথার মধ্যখানে শিঙ্গা লাগিয়েছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

এহরাম অবস্থায় শিঙ্গা লাগানো যায়

হাদীস : ২৫৬৫ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) এহরাম অবস্থায় পায়ের পাতার উপর শিঙ্গা লাগিয়েছিলেন তাতে ব্যাথার কারণে। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

হযরত মায়মুনা (রা)– এর সাথে মধুরাত্রি যাপন করেন

হাদীস : ২৫৬৬ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) বলেন রাসূল (স) মায়মুনাকে বিবাহ করেছেন হালাল অবস্থায় এবং তাঁর সাথে মধুরাত্রি যাপন করেছিলেন হালাল অবস্থায়; আর আমিই ছিলাম তাদের মধ্যে দূত। -(আহমদ ও তিরমিযী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান।)

ষড়বিংশ অধ্যায়

মুহরিম শিকার হতে বেঁচে থাকবে

প্রথম পরিচ্ছেদ

মুহরিম অবস্থায় শিকার করা যায় না

হাদীস : ২৫৬৭ ॥ হযরত সা'ব ইবনে জাস্‌সামা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি আবওয়া বা ওদ্দান নামক স্থানে রাসূল (স)-কে একটি বন্য গাধা শিকার হাদিয়া দিলেন এবং তিনি তাকে তা ফেরত দিলেন। যখন তিনি তার চেহারার ভাব লক্ষ্য করলেন এবং বললেন, যেহেতু আমরা মুহরিম এ কারণেই তোমার ওটা ফেরৎ দিলাম।-(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স) গাধার পা খেলেন

হাদীস : ২৫৬৮ ॥ হযরত আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল (স)-এর সাথে বের হলেন এবং পথে তাঁর কতক সহচরের সাথে পিছনে রয়ে গেলেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন মুহরিম কিন্তু আবু কাতাদা তখনও এহরাম বাঁধেননি। তারা একটি বন্য গাধা দেখলেন আবু কাতাদা দেখার পূর্বে। তাঁরা যখন তা দেখলেন এভাবে থাকতে দিলেন, অবশেষে দেখে ফেললেন আবু কাতাদা। অতঃপর তিনি তাঁর ঘোড়ায় সওয়ার হলেন এবং তাঁদেরকে তাঁর চাবুক দিতে বললেন, কিন্তু তাঁরা তা অস্বীকার করলেন। অবশেষে তিনি নিজেই চাবুক নিলেন, তারপর গাধার প্রতি আক্রমণ করে তাকে আহত করলেন। পরে তিনি তা খেলেন এবং তাঁরাও খেলেন; কিন্তু তাঁরা এতে অনুতপ্ত হলেন। অতঃপর যখন তাঁরা রাসূল (স)-কে পেলেন, তাঁকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তোমাদের সাথে তার কিছু আছে কি? তাঁরা বললেন, আমাদের সাথে তার পা আছে। রাসূর (স)-কে তা নিলেন এবং খেলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)।

কিন্তু বোখারী ও মুসলিমের ভিন্ন বর্ণনায় আছে– যখন তাঁরা রাসূল (স)-এর নিকট এলেন, তিনি তাঁদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি তাকে তার প্রতি আক্রমণ করতে বলেছিলে? তারা উত্তর করল, না। তখন রাসূল (স) বললেন, তবে তোমরা খেতে পার তার গোশত যা অবশিষ্ট রয়েছে।

এহরাম অবস্থায় পাঁচটি প্রাণী হত্যা করা যায়

হাদীস : ২৫৬৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে এ পাঁচটি প্রাণী হত্যা করেছে হরমে অথবা এহ্‌রামে তার কোন গোনাহ হবে না, ইঁদুর, কাক, চিল, বিচ্ছু ও হিংস্র কুকুর।
-(বোখারী ও মুসলিম)।

www.waytojannah.com

পাঁচটি প্রাণী হারাম শরিফে হত্যা করা যায়

হাদীস : ২৫৭০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, পাঁচটি অনিষ্টকারী জীব হত্যা করা যেতে পারে হিল ও হরম যে কোনখানে। সাপ, সাদা কালো কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর ও চিল।

–(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এহরাম অবস্থায় শিকারের গোশত হালাল

হাদীস : ২৫৭১ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, শিকারের গোশত এহরামেও তোমাদের জন্য হালাল– যদি না তোমরা নিজেরা তা শিকার কর অথবা তোমাদের জন্য শিকার করা হয়।

যঈফ – ৫৬৭ –(আবু দাউদ তিরমিযী ও নাসাঈ)

ফড়িং খাওয়া জায়েয

হাদীস : ২৫৭২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ফড়িং সমুদ্রের শিকারের অন্তর্গত। –(আবু দাউদ ও তিরমিযী) যঈফ – ৫৬৮

মুহরিম হিংস্র জন্তু হত্যা করতে পারে

হাদীস : ২৫৭৩ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মুহরিম হিংস্র জন্তু হত্যা করতে পারে। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) যঈফ – ৫৬৯

যাবু খাওয়া যায়

হাদীস : ২৫৭৪ ॥ (তাবেয়ী) আবদুর রহমান ইবনে আবু আম্মার বলেন, আমি হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলাম, যাবু সম্পর্কে উহা কি শিকার? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তবে কি তা খাওয়া যায়? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি রাসূল (স) থেকে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। –(তিরমযী, নাসাঈ ও শাফেয়ী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।)

যাবু শিকার

হাদীস : ২৫৭৫ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি একদা রাসূল (স)–কে যাবু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম তিনি বললেন, তা শিকার। অতএব, মুহরিম যখন তা শিকার করবে তার কাফফারাতে একটি দুম্বা দিবে।

–(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

নেকড়ে বাঘ খাওয়া হারাম

হাদীস : ২৫৭৬ ॥ হযরত খুযাইমা ইবনে জাযী (রা) বলেন, আমি একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম যাবু খাওয়া সম্পর্কে। তিনি বললেন, নেকড়ে কি কেউ খায় যাতে বালাই রয়েছে? হাদীসটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন এটার সনদ সবল নয়। যঈফ – ৫৭০

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পাখি খাওয়া জায়েয

হাদীস : ২৫৭৭ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে ওসমান তাইমী (রা) বলেন, একবার আমরা আমার চাচা তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহর সাথে ছিলাম এবং সকলেই মুহরিম ছিলাম। এ সময় তাঁকে পাখি হাদিয়া দেওয়া হল আর তখন তিনি ছিলেন ঘুমে। আমাদের কেউ উহার মাংস খেলেন আর কেউ তা থেকে পরহেয করলেন। যখন তিনি জাগলেন তাদেরই অনুকূলে গেলেন যারা তা খেয়েছিলেন এবং বললেন, আমরা পাখির গোশত রাসূল (স)-এর সাথে খেয়েছি। –(মুসলিম)

সপ্তবিংশ অধ্যায়

হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাসূল (স) ওমরা কাযা করেন

হাদীস : ২৭৭৮ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (র) বলেন, রাসূল (স) বাধাপ্রাপ্ত হলেন। অতঃপর মাথা মুড়ালেন, স্ত্রীদের সাথে সহবাস করলেন এবং আপন কোরবানীর পশু জবাই করলেন। অবশেষে পরবর্তী বছর উহার কাযাস্বরূপ উমরা করলেন। –(বোখারী)

www.waytojannah.com

ওমরায় বাধা পেয়ে কোরবানী করলেন

হাদীস : ২৫৭৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে উমরা করতে বের হলাম আর কুরাইশের কাফেররা এসে তাঁর ও বায়তুল্লাহর মধ্যে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল সুতরাং রাসূল (স) সেখানে আপন কুরবানীর পশুসমূহ জবাই করলেন ও মাথা মুড়ালেন আর তাঁর সহচরগণ মাথা ছাটলেন। -(বোখারী)

রাসূল (স) মাথা মুড়ানোর পূর্বে পশু কোরবানী দিয়েছেন

হাদীস : ২৫৮০ ॥ হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা) বলেন, রাসূল (স) পশু জবাই করেছেন। মাথা মুড়ানোর পূর্বে এবং তাঁর সহচরগণকে এর নির্দেশ দিয়েছেন। -(বোখারী)

কোরবানীর পশু না পেলে রোযা রাখবে

হাদীস : ২৫৮১ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, তোমাদের জন্য কি রাসূল (স)-এর সুন্নত যথেষ্ট নয়? যখন তোমাদের কাউকেও হজ্জ হতে আবদ্ধ রাখা হবে, সে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা মারওয়ার সায়ী করবে, অতঃপর প্রত্যেক ব্যাপারে হালাল হয়ে যাবে যতক্ষণ না আগামী বছর হজ্জ করে। সে কোরবানীর পশু জবাই করবে অথবা রোযা রাখবে যদি কোরবানীর পশু না পায়। -(বোখারী)

হজ্জের নিয়তের পর যেখানে বাধাপ্রাপ্ত হবে সেখানে হালাল হবে

হাদীস : ২৫৮২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) যুবাই বিনতে যুবায়রের নিকট গেলেন এবং বললেন, সম্ভবতঃ তুমি হজ্জের ইচ্ছা রাখ? তিনি বললেন; আল্লাহর কসম আমি তো কখনো নিজেকে নিরোগী পাই না। তখন রাসূল (স) তাকে বললেন, হজ্জের নিয়ত কর এবং শর্ত করে বল যে, হে আল্লাহ! যেখানে তুমি আমাকে আবদ্ধ করবে সেখানেই আমি হালাল হয়ে যাব। -(বোখারী ও মুসলিম)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উমরা কাযা করায় আবার কোরবানী দিতে হল

হাদীস : ২৫৮৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) তাঁর সাহাবীগণকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, হুদায়বিয়ার বছর তাঁরা যে পশু কোরবানী করেছিলেন, কাযা উমরায় তার পরিবর্তে অন্য পশু কোরবানী করতে। -(আবু দাউদ) যঈফ - ৫৭২

যার পা ভেঙে যায় সে হালাল হয়ে যায়

হাদীস : ২৫৮৪ ॥ হযরত হাজ্জাজ ইবনে আমর আনসারী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যার পা ভেঙ্গে গিয়েছে অথবা খোঁড়া হয়েছে সে হালাল হয়ে গিয়েছে। তার আগামী বছর হজ্জ করতে হবে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। কিন্তু আবু দাউদ অপর এক বর্ণনায় অধিক বলেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, অথবা রোগাক্রান্ত হয়েছে। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান, কিন্তু বাগাবী মাসাবীহতে বলেন, এটা যঈফ।)

নয় তারিখে সূর্যোদয়ের পূর্বে আরাফায় পৌঁছলে হজ্জ হয়ে যায়

হাদীস : ২৫৮৫ ॥ হযরত আবদুর ইবনে ইয়া'মার দু'লী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আরাফাই হজ্জ। যে মুযদালিফার রাতে উষা উদয়ের পূর্বে আরাফাতে পৌঁছতে পেরেছে সে হজ্জ পেয়েছে। মিনায় অবস্থানের দিন হল তিন দিন। যে দু' দিনে তাড়াতাড়ি করে প্রস্থান করল তার গোনাহ হল না আর যে তিন দিন পর্যন্ত গৌণ করল তারও গোনাহ হল না। -(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ।)

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

মক্কার হেরেমে হারাম হাওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

আল্লাহর সৃষ্টির প্রথমেই মক্কা নগরীকে সম্মানিত করা হয়েছে

হাদীস : ২৫৮৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের দিন বলেছেন, অতঃপর আর হিজরত নেই, তবে জেহাদ ও সংকল্প নিয়ত বাকী আছে। সুতরাং তোমাদের যখন জেহাদের জন্য বের হতে বলা হবে বের হয়ে পড়বে। তিনি ঐ দিন পুনরায় বললেন, এ শহরকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন সেদিন হতে, যেদিন তিনি আসমান ও যমীনকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এটা আল্লাহর নিকট সম্মানেই সম্মানিত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। আমার পূর্বে কারও জন্য এতেও যুদ্ধ চালনা করা হালাল ছিল না; আর আমার জন্য একদিনের সামান্য মাত্র সময় হালাল করা হয়েছে।

www.waytojannah.com

অতঃপর এটা আল্লাহ সম্মানেই সম্মানার্হ কিয়ামত পর্যন্ত। এখানকার কাটা গাছ পর্যন্ত কাটা যাবে না, শিকারকে তাড়ান চলবে না এবং রাস্তায় পড়া জিনিস কেউ উঠাতে পারবে না শোহরতকারী ব্যতীত। আর ঘাসও কাটা চলবে না। এ সময় আমার পিতা হযরত আব্বাস (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয্খার ব্যতীত। এ খাট লোকদের কামারদের জন্য ও ঘরের ছাদের জন্য দরকার। তখন তিনি বললেন, আচ্ছা ইয্খার ব্যতীত। –(বোখারী ও মুসলিম)

মক্কা শরীফে আশ্রয় গ্রহণ করা নিষেধ

হাদীস : ২৫৮৭ ॥ হযরত জাবের (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, মক্কাতে অস্ত্র বহন করা কারও পক্ষে হালাল নয়। –(মুসলিম)

মক্কা বিজয়ের দিন কা'বার গিলাফে আশ্রয় নিয়েও বাঁচল না

হাদীস : ২৫৮৮ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের দিন যখন মক্কায় প্রবেশ করেন, তখন তাঁর মাথায় ছিল লৌহ শিরস্ত্রাণ। যখন তিনি তা খুললেন, এক ব্যক্তি এসে বলল, ইবনে খতল গিলাফে কা'বার আশ্রয় নিয়ে আছে। রাসূল (স) বললেন, তাকে হত্যা কর। –(বোখারী ও মুসলিম)

মক্কা বিজয়ের দিন রাসূল (স) এহরাম ছাড়া প্রবেশ করেছেন

হাদীস : ২৫৮৯ ॥ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন, এহরাম ব্যতীত। তাঁর মাথায় ছিল একটি কালো পাগড়ী। –(মুসলিম)

কা'বা ঘরকে ধ্বংস করতে পারবে না

হাদীস : ২৫৯০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কা'বা ধ্বংসের জন্য এক বিপুল বাহিনী রওয়ানা হবে; কিন্তু যখন তারা এক ময়দানে পৌঁছবে তখন তদের প্রথম শেষ সকলেই যমীনে ধসিয়ে দেওয়া হবে। আয়েশা বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কি করে তাদের প্রথম শেষ সকলকে ধসিয়ে দেওয়া হবে, অথচ তাদের মধ্যে থাকবে সাধারণ লোক এবং যারা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়? বললেন, নিশ্চয়ই তাদের প্রথম শেষ সকলকেই ধসিয়ে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, তবে কিয়াতের দিন তাদেরকে নিয়ম অনুসারেই উঠান হবে। –(বোখারী ও মুসলিম)

এক ছোট নলাবিশিষ্ট ব্যক্তি কা'বা ঘরের ক্ষতি করবে

হাদীস : ২৫৯১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কা'বা ঘর ধ্বংস করবে আবিসিনিয়ার এক ছোট নলাবিশিষ্ট ব্যক্তি। –(বোখারী ও মুসলিম)

কালো একটি লোক কা'বা শরীফের পাথর খসাবে

হাদীস : ২৫৯২ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমি যেই সেই কা'বা ধ্বংসকারী ব্যক্তিটিকে দেখছি কালো এবং ভেঙ্গুর কা'বার এক এক পাথর খসিয়ে ফেলছে। –(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মূল্য বৃদ্ধির জন্য খাদ্যশস্য ধরে রাখা উচিত নয়

হাদীস : ২৫৯৩ ॥ হযরত ইয়া'লা ইবনে উমাইর (রা) বলেন. রাসূল (স) বলেন, মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য ধরে রাখা হল এল্হাদ।–(আবু দাউদ) যঈফ — ৫৭২

মক্কা শরীফকে রাসূল (স) অত্যন্ত ভালবাসতেন

হাদীস : ২৫৯৪ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) মক্কার প্রতি লক্ষ্য করে বললেন, কি উত্তম শহর তুমি! তোমাকে আমি কত ভালবাসি; যদি আমার কওম আমাকে তোমার থেকে বিতাড়িত না করত, তবে আমি কখনো তোমায় ছেড়ে অন্য কোথাও বসবাস করতাম না। –(তিরমিযী এর বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ তবে সনদের দিক থেকে গরীব।)

মক্কা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ যমীন

হাদীস : ২৫৯৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনে হামরা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি, তিনি খাযওয়ারায় দাঁড়িয়ে বলছেন, হে মক্কা! আল্লাহর কসম তুমি হচ্ছ আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম যমীন এবং আল্লাহর যমীনের প্রিয়তর যমীন আল্লাহর নিকট। যদি আমি তোমার থেকে বের করা না হতাম কখনো বের হতাম না। –(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মক্কাকে আল্লাহ পাক হারাম করেছেন

হাদীস : ২৫৯৬ ॥ হযরত আবু শুরাইহ্ আবাদী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যখন আমর ইবনে সায়ীদ মক্কার দিকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করছিলেন, তখন আবু শুরাইহ্ বললেন, হে আমীর! আমাকে অনুমতি দিন আমি আপনাকে একটি কথা

www.waytojannah.com

বলি যা মক্কা বিজয়ের দিন সকালে রাসূল (স)-এর ভাষণ দানকালে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন এবং যা আমার এ দুই কান শুনেছে আমার অন্তর স্মরণ রেখেছে এবং আমার দুই চক্ষু দেখিয়াছে– যখন তিনি কথা বলতে শুরু করিয়াছেন, কোন মানুষ তাকে হারাম করে নাই। সুতরাং কোন এমন ব্যক্তির পক্ষে, যে আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, তাতে রক্তপাত করা আর তার বৃক্ষ ছেদন করা হালাল হবে না। যদি কেউ তাতে রাসূল (স)-এর যুদ্ধের অজুহাত দেখিয়ে জায়েয মনে করে তাকে বলবে, আল্লাহ তাঁর রাসূলকে অনুমতি দিয়েছিলেন, তোমাকে অনুমতি দেননি; আর আমাকেও অনুমতি দিয়েছেন একদিনের সামান্য মাত্র সময়ে; অতঃপর উহার হুরমত ফিরে এসেছে যেমন পূর্বে ছিল। আমার এ কথা প্রত্যেক উপস্থিতই যেন অনুপস্থিতকে জানিয়ে দেয়। অতঃপর আবু শুরাইহ্‌কে জিজ্ঞেস করা হল, তখন আমর আপনাকে কি উত্তর দিলেন? আবু শুরাইহ্ বলেন, তখন তিনি বললেন, এটা আমি আপনার অপেক্ষা অধিক অবগত হে আবু শুরাইহ্! মক্কা কোন অপরাধীকে আশ্রয় দেয় না; আর এমন লোককেও নহে যে রক্তপাত করে মক্কায় ভেগে এসেছে অথবা অপরাধ করে তথায় পালিয়েছে। –(বোখারী ও মুসলিম)

মক্কার সম্মান পূর্ণভাবে বজায় রাখলে কল্যাণের সাথে থাকবে

হাদীস : ২৫৯৭ ॥ হযরত আইয়াশ ইবনে আবু রবীয়া মাখযূমী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এ উম্মত কল্যাণের সাথে থাকবে; যে পর্যন্ত না তারা মক্কার এ সম্মান পূর্ণভাবে বজায় রাখবে। যখন তারা এটা বিনষ্ট করবে, ধ্বংস হয়ে যাবে। –(ইবনে মাজাহ) যঈফ – ৫৭৩

ঊনত্রিংশতম অধ্যায়

মদীনার হেরেমে হারাম হওয়া

প্রথম পরিচ্ছেদ

আইর থেকে সওর পর্যন্ত মদীনাকে হারাম করা হয়েছে

হাদীস : ২৫৯৮ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, কুরআন এবং এ কাগজে যা আছে তা ব্যতীত আমি রাসূল (স)-এর নিকট হতে আর কিছু লিখে রাখিনি। তিনি বলেন, এতে আছে– রাসূল (স) বলেছেন, মদীনা হারাম সম্মানার্হ আইর থেকে সওর পর্যন্ত। যে তাতে কোন অসৎ প্রথা বেদআত সৃষ্টি করবে অথবা অসৎ প্রথা সৃষ্টিকারীকে আশ্রয় দিবে, তার উপর আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেই অভিসম্পাত। তার ফরয বা নফল কিছুই কবুল করা হবে না। সকল মুসলমানের প্রতিশ্রুতি এক তাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিও তার চেষ্টা করতে পারে– অতএব যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করছে তার উপর আল্লাহ ও ফেরেশতাদের এবং মানুষ সকলেই লানত। তার ফরয বা নফল কোনটাই গ্রহণ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি নিজের মালিকদের অনুমতি ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে, তার উপর আল্লাহ ও ফেরেশতাগণ এবং মানুষ সকলেই লানত। তার ফরয বা নফল কোনটাই গ্রহণ করা হবে না। –(বোখারী ও মুসলিম)

তাদের অপর বর্ণনায় আছে–যে নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলে স্বীকার করেছে অথবা যে ক্রীতদাস নিজের মনিব ছাড়া অপরকে মনিব বলে গ্রহণ করেছে তার উপর আল্লাহর ফেরেশতাগণের ও মানুষ সকলের লানত। তার ফরয বা নফল কিছুই গ্রহণ করা হবে না।

মদীনার দু'প্রান্তের স্থান হারাম ঘোষণা করা হয়েছে

হাদীস : ২৫৯৯ ॥ হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) বলেন রাসূল (স) বলেছেন, আমি মদীনার দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থানকে হারাম করছি। ওখানকার বৃক্ষ ছেদন করা যাবে না এবং শিকার বধ করা চলবে না। তিনি আরও বলেন, মদীনা তাদের জন্য কল্যাণকর যদি তারা বুঝত। যে ব্যক্তি অনাগ্রহে মদীনা ত্যাগ করবে, তার পরিবর্তে আল্লাহ তাকে অপেক্ষা উত্তম ব্যক্তিকে তথায় দিবেন এবং যে উহার অনটন ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যের সাথে টিকে থাকবে; কিয়ামতে আমি তার জন্য সুপারিশকারী বা সাক্ষী হব। –(মুসলিম)

মদীনায় দুঃখ কষ্টে ধৈর্যধারণ করলে কিয়ামতে সুখী হবে

হাদীস : ২৬০০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, উম্মতের যে ব্যক্তি মদীনার অনটন ও দুঃখ কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে, নিশ্চয় আমি কিয়ামতের দিন তার জন্য সুপারিশকারী হব। –(মুসলিম)

রাসূল (স) মদীনার জন্য দোয়া করলেন

হাদীস : ২৬০১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, যখন লোক প্রথম ফসল লাভ করত তা রাসূল (স)-এর নিকট নিয়ে আসত। যখন তিনি তা গ্রহণ করতেন, বলতেন, আল্লাহ! আমাদের ফল শস্যে বরকত দাও, আমাদের এ শহরে বরকত দাও। আমাদের আড়িতে বরকত দাও ও আমাদের সেরিতে বরকত দাও। আল্লাহ ইবরাহীম তোমার বান্দা,

www.waytojannah.com

তোমার দোস্ত ও তোমার নবী এবং আমিও তোমার বান্দা ও নবী। তিনি তোমার নিকট মক্কার জন্য দোয়া করেছেন আর আমি তোমার নিকট মদীনার জন্য দোয়া করছি যেরূপ দোয়া তিনি তোমার নিকট মক্কার জন্য করেছিলেন। অতঃপর আবু হুরায়রা বলেন, তারপর রাসূল (স) আপন পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ ছেলেকে ডাকতেন এবং তাকে ঐ ফল দান করতেন। -(মুসলিম)

রাসূল (স) মদীনাকে সম্মানিত করেছেন

হাদীস : ২৬০২ ॥ হযরত আবু সায়ীদ খুদরী (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ইবরাহীম (আ) মক্কাকে সম্মানিত করে উহাকে হারাম করেছেন, আর আমি মদীনাকে উহার দুই প্রান্তরে মধ্যবর্তী স্থলকে সম্মানিত করলাম যথাযোগ্য সম্মানে– উহাতে রক্তপাত করা চলবে না; যুদ্ধের জন্য অস্ত্র গ্রহণ করা যাবে না এবং পশুর খাদ্যের জন্য ব্যতীত উহাতে কোন গাছের পাতা ঝাড়া যাবে না। -(মুসলিম)

মদীনার গাছ কাটা নিষেধ

হাদীস : ২৬০৩ ॥ (তাবেয়ী) হযরত আমের ইবনে সা'দ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমার পিতা সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস আকীকস্থ তাঁর ভবনের দিকে আরোহণে চড়ে যাচ্ছিলেন। দেখলেন, একটি ক্রতিদাস (মদীনার) একটি গাছ কাটছে অথবা তার পাতা ঝাড়ছে। এতে তিনি তার জামা-কাপড় ও অস্ত্র কেড়ে নিলেন। অতঃপর যখন তিনি মদীনায় ফিরলেন দাসের মালিকগণ এসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে অনুরোধ করলেন। তখন তিনি বললেন, আমি আল্লাহর নিকট পানাহ চাই রাসূল (স) যা দান করেছেন তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে এবং উহা তাদেরকে ফিরিয়ে দিতে অস্বীকার করলেন। -(মুসলিম)

মদীনা শরীফ সবার জন্য নিরাপত্তার স্থান

হাদীস : ২৬০৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বলেন, যখন রাসূল (স) মদীনায় আগমন করলেন, আমার পিতা আবু বকর ও মুআযযিন বেলাল ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হলেন। আমি গিয়ে রাসূল (স)-কে এ খবর দিলে তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য মদীনাকে প্রিয় কর যেভাবে মক্কা আমাদের নিকট প্রিয় অথবা তা অপেক্ষাও অধিক। আল্লাহ মদীনাকে আমাদের পক্ষে স্বাস্থ্যকর কর, আমাদের জন্য উহার আড়ি ও উহার সেরিতে বরকত দাও এবং উহার জ্বরকে জুহ্ফার স্থানান্তরিত করে দাও। -(বোখারী ও মুসলিম)

মদীনা থেকে মহামারী দূর হয়ে গেল

হাদীস : ২৬০৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) মদীনা সম্পর্কে রাসূল (স)-এর এক স্বপ্ন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি দেখলাম একটি এলোমেলোকেশী কালো স্ত্রীলোক মদীনা হতে বের হয়ে গেল এবং মাহ্ইয়াআতে গিয়ে পৌছল। আমি তার তাবীর করলাম, মদীনার মহামারী মাহ্ইয়াআয় স্থানান্তরিত হল। বারী বলেন, মাহ্ইয়াআ হল জুহ্ফা। -(বোখারী)

মদীনা সবার জন্য উত্তম স্থান

হাদীস : ২৬০৬ ॥ হযরত সুফিয়ান ইবনে আবু যুহায়র (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, ইয়ামান বিজিত হবে এবং সেখানে মদীনার কতক লোক চলে যাবে এবং সাথে তাদের পরিবার ও অনুবর্তীদেরও নিয়ে যাবে। অথচ মদীনা তাদের জন্য উত্তম যদি তারা বুঝত। এভাবে শাম বিজিত হবে এবং সেখানে কিছু লোক চলে যাবে এবং তাদের পরিবার ও অনুবর্তীদেরও সাথে নিয়ে যাবে, অথচ মদীনা হচ্ছে তাদের জন্য উত্তম যদি তারা বুঝত। অনুরূপ ইরাক বিজিত হবে এবং সেখানে একদল লোক চলে যাবে এবং সাথে তাদের আপন পরিবার ও অনুবর্তীদেরও নিয়ে যাবে; অথচ মদীনা হচ্ছে তাদের পক্ষে উত্তম যদি তারা বুঝত। -(বোখারী ও মুসলিম)

মদীনায় হিজরতের আদেশ দিলেন রাসূল (স)

হাদীস : ২৬০৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি এমন এক বস্তিতে হিজরতের জন্য আদিষ্ট হলাম যে বস্তি বস্তিসমূহকে গ্রাস করবে। লোকে বলে উহাকে ইয়াসরেব আর তা হল মদীনা। মদীনা মানুষকে বিশুদ্ধ করে যেভাবে হাপর খাদ ঝেড়ে লোহাকে বিশুদ্ধ করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মদীনা হল মানুষকে বিশুদ্ধ করার স্থান

হাদীস : ২৬০৮ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, এক বেদুঈন রাসূল (স) হাতে বায়আত করল। অতঃপর বেদুঈনকে মদীনায় জ্বরে ধরল। সে রাসূল (স)-এর নিকট এসে বলল, মুহাম্মদ! আমার বায়আত বাতিল করে দাও। রাসূল (স) তা অস্বীকার করলেন। আবার সে এসে বলল, মুহাম্মদ আমার বায়আত বাতিল করে দাও। এবারও তিনি তা অস্বীকার করলেন। সে পুনরায় এসে বলল, আমার বায়আত বাতিল করে দাও। এবারও তিনি তা অস্বীকার করলেন। অতঃপর বেদুঈন মদীনা ছেড়ে চলে গেল। তখন রাসূল (স) বললেন, মদীনা হচ্ছে হাপরের ন্যায়, যে দূর করে দেয় তার খাদকে এবং বিশুদ্ধ করে উত্তমটাকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

www.waytojannah.com

মদীনা থেকে খারাপ লোক বের হলে কিয়ামত হবে

হাদীস : ২৬০৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামত কায়েম হবে না যতক্ষণ না মদীনা থেকে মন্দ লোকদেরকে দূর করে দিবে, যেভাবে দূর করে দেয় হাপর লোহার খাদকে। -(মুসলিম)

মদীনার দরজা ফেরেশতাগণ পাহারা দিচ্ছেন

হাদীস : ২৬১০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মদীনার দ্বারসমূহ ফেরেশতাগণ পাহারায় রয়েছে সুতরাং তাতে প্রবেশ করতে পারবে না মহামারী ও দাজ্জাল। -(বোখারী ও মুসলিম)

মক্কা ও মদীনায় দাজ্জাল প্রবেশ করবে না

হাদীস : ২৬১১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এমন কোন শহর নেই যাতে দাজ্জালের পা পড়বে না মক্কা আর মদীনা ব্যতীত। মক্কা ও মদীনার এমন কোন দরজা নেই যাতে ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ হয়ে পাহারা দিচ্ছে না। সুতরাং দাজ্জাল সিবখায় পৌছবে। তখন মদীনা তিনবার ভূমকম্পের দিয়ে উহার অধিবাসীগণকে নাড়া দিবে আর সকল কাফের ও মোনাফেক মদীনা ছেড়ে দাজ্জালের দিকে রওয়ানা হবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

মদীনাবাসীদের সাথে প্রতারণা করা ধ্বংসের কারণ

হাদীস : ২৬১২ ॥ হযরত সা'দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কেউ মদীনাবাসীদের সাথে প্রতারণা করবে সে গলে যাবে, যেভাবে নিমক পানিতে গলে যায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

মদীনা শরীফকে মহব্বত করা উচিত

হাদীস : ২৬১৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) কোন সফর হতে আগমনকালে মদীনার প্রাচীর দেখতে আপন সওয়ারীর উটকে তাড়া করতেন আর যদি তিনি ঘোড়া বা খচ্চরে থাকতেন উহাকে নাড়া দিতেন মদীনার মহব্বতের কারণে। -(বোখারী)

মদীনার দু'প্রান্ত সম্মানিত স্থান

হাদীস : ২৬১৪ ॥ হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, একদা ওহুদ পাহাড় রাসূল (স)-এর দৃষ্টিগোচর হল। তিনি বললেন, এ পাহাড় আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরাও তাকে ভালবাসি। হে আল্লাহ! ইবরাহীম (আ) মক্কাকে সম্মান দান করেছেন, আর আমি মদীনার দু'প্রান্তের মধ্যস্থলকে সম্মান দান করলাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

ওহুদ পাহাড় মুসলমানদের ভালবাসে

হাদীস : ২৬১৫ ॥ হযরত সাহ্ল ইবনে সা'দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ওহুদ এমন একটি পর্বত, যে আমাদেরকে ভালবাসে আর আমরাও তাকে ভালবাসি। -(বোখারী)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হেরেম শরীফে শিকার করা যাবে না

হাদীস : ২৬১৬ ॥ (তাবেয়ী) সুলায়মান ইবনে আবু আবদুল্লাহ বলেন, আমি হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে দেখলাম তিনি এক ব্যক্তির জামা-কাপড় লইলেন, সে মদীনার হেরেমে শিকার করছিল, যা রাসূল (স) হারাম করে দিয়েছেন। অতঃপর তাদের মনিবগণ এসে তাঁর সাথে এ ব্যাপারে আলাপ করল। উত্তরে তিনি বললেন, রাসূল (স) এ হেরেমকে হারাম করেছেন এবং বলেছেন, যে এমন ব্যক্তিকে ধরবে যে উহাতে শিকার করছে, সে যেন তার জামা-কাপড় ও অস্ত্র কেড়ে নেয়, সুতরাং আমি তোমাদেরকে ঐ খাদ্য দিতে পারি না যা রাসূল (স) আমাকে খেতে দিয়েছেন। হ্যাঁ, যদি তোমরা চাও আমি তোমাদেরকে উহার মূল্য দিতে পারি। -(আবু দাউদ)

মদীনাকে হেরেমের মর্যাদা দেয়া হয়েছে

হাদীস : ২৬১৭ ॥ (তাবেয়ী) সাহেবল হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের এক মুক্ত দাস থেকে বর্ণনা করেন যে, একদা হযরত সা'দ মদীনার কতক দাসকে মদীনার কোন গাছ কাটতে দেখে তাদের আসবাবপত্র কেড়ে নিলেন এবং তাদের মালিকদেরকে বললেন, আমি রাসূল (স)-কে মদীনার কোন গাছ কাটতে নিষেধ করতে শুনেছি এবং বলতে শুনেছি, যে মদীনার গাছের কিছু কাটবে, তাকে যে ধরতে পারবে সে তার জামা-কাপড় ছিনিয়ে নিবে। -(আবু দাউদ)

তায়েফের একটি অঞ্চলের গাছ কাটা নিষেধ

হাদীস : ২৬১৮ ॥ হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ওজ্জের শিকার করা ও উহার কাটা হারাম আল্লাহর পক্ষ থেকে হারাম করা। -(আবু দাউদ। মুহিউসসুন্নাহ বাগাবী বলেন, ওলামাগণ বলেছেন, ওজ্জ হল তায়েফের একটি অঞ্চল।

www.waytojannah.com

মদীনায় ইন্তেকাল করলে রাসূল (স) সুপারিশ করবে

হাদীস : ২৬১৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে মদীনায় মরতে পারে সে যেন তাতে মরে। কেননা, যে মদীনায় মরবে আমি তার জন্য সুপারিশ করব। −(আহমদ ও তিরমিযী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ্ তবে সনদ হিসেবে গরীব।)

সকল মানুষ মরার পরে মদীনা ধ্বংস হবে

হাদীস : ২৬২০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ইসলামী জনপদসমূহের মধ্যে মদীনা সর্বশেষ ধ্বংস হবে। −(তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, হাদীসটি হাসান ও গরীব।)

মদীনায় হিজরত আল্লাহ পাকের আদেশেই

হাদীস : ২৬২১ ॥ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমার প্রতি ওহী করেছিলেন, এ তিনটির মধ্যে যেটিকে আপনি অবতরণ করবেন, সেটিই হবে আপনা হিজরতস্থল। মদীনা, বাহরাইন ও কিন্নাসরীন। −(তিরমিযী)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দাজ্জাল মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না

হাদীস : ২৬২২ ॥ হযরত আবু বাকর (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, মদীনায় কানা দাজ্জালের প্রভাব পৌঁছবে না। সে সময় মদীনার সাতটি দরজা হবে প্রত্যেক দরজায়ই দু'জন করে ফেরেশতা মোতায়েন থাকবে। −(বোখারী)

মদীনার বরকতের জন্য দোয়া করলেন

হাদীস : ২৬২৩ ॥ হযরত আনাস (রা) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এ দোয়া করেছেন, হে আল্লাহ! মক্কায় যা তুমি বরকত দান করেছ মদীনায় উহার দ্বিগুণ বরকত দান কর। −(বোখারী ও মুসলিম)

রাসূল (স)—এর মাজার শরীফে যিয়ারত করা পুণ্যের কাজ

হাদীস : ২৬২৪ ॥ হযরত খাত্তাব পরিবারের এক ব্যক্তি (সাহাবী) রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যে কেবল আমার যিয়ারত উদ্দেশ্যে এসে আমার যিয়ারত করবে, কিয়ামতের দিন সে আমার পার্শ্বে থাকবে, আর যে মদীনাতে বসবাস এখতিয়ার করবে এবং তার কষ্টে ধৈর্যধারণ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সাক্ষী বা সুপারিশকারী হবে এবং যে দুই হেরেম শরীফের কোন একটিতে মৃত্যুবরণ করবে, কিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহ্ তায়ালা বিপদমুক্তদের অন্তর্গত করে উঠাবেন।

হজ্জের পর মদীনা শরীফ যিয়ারত করতে হয়

হাদীস : ২৬২৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) রাসূল (স)-এর নাম করে বলেন যে, তিনি বলেছেন, যে হজ্জ করার পরে আমার যিয়ারত করেছে আমার মৃত্যুর পরে, সে হবে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আমার জীবনে আমার যিয়ারত করেছে। −(উক্ত হাদীস দুইটি বায়হাকী শো'আবুল ঈমানে বর্ণনা করেছেন।)

আল্লাহর রাস্তায় শহীদের মত ফযীলত আর নেই

হাদীস : ২৬২৬ ॥ (তাবেয়ী) হযরত ইয়াহ্ইয়া ইবনে সায়ীদ (র) থেকে বর্ণিত আছে, একদা রাসূল (স) বসে আছেন, তখন মদীনায় একটি কবর খোঁড়া হচ্ছিল। এক ব্যক্তি কবরে উঁকি মেরে দেখল এবং বলল, মু'মীনের কী মন্দ স্থান এটা! তখন রাসূল (স) বললেন, তুমি কী মন্দ কথাই না বললে! লোকটি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ মর্মে এটা আমি বলিনি। আমার কথার মর্ম হল, সে আল্লাহর রাস্তায় বিদেশে কেন শহীদ হল না। তখন রাসূল (স) বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার মত কিছুই হতে পারে না, তবে মনে রেখ আল্লাহর যমীনে এমন কোন স্থান নেই যাতে আমার কবর হওয়া মদীনা অপেক্ষা আমার নিকট প্রিয়তর হতে পারে। এটা তিনি তিনবার বললেন।−(মালেক মুরসালরূপে।

আকীক উপত্যকায় দু'রাকাআত নামায এক উমরাহর তুল্য

হাদীস : ২৬২৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (র) বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তখন তিনি আকীক উপত্যকায় ছিলেন, এ রাতে আমার পরওয়ারদেগারের তরফ থেকে আমার নিকট একটা আগমনকারী আগমন করেন এবং বলেন, আপনি এ মোবারক উপত্যকায় নামায পড়ুন এবং তাকে উমরাসহ এক হজ্জ পণ্য করুন। অপর বর্ণনায় আছে, উমারা ও হজ্জ গণ্য করুন। −(বোখারী)

টীকা ....

হাদীস নং : ২৬২৬ ॥ বসবাস মক্কায় আফযল না মদীনায় এ ব্যাপারে ইমাম ও ফকীহগণ একমত না হলেও মৃত্যু যে মদীনায়ই আফযল তাতে তাঁরা সকলেই একমত।

www.waytojannah.com